

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাহ

# এসো ঈমান শিখি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাহ

## এসো ঈমান শিখি

---

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : আর-রিহাব প্রকাশনা পরিষদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান হাফিযহুল্লাহ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাহ

# এসো ঈমান শিখি

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা  
আর-রিহাব প্রকাশনা পরিষদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান  
শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান হাফিযহুল্লাহ

প্রকাশনায়  
আর-রিহাব পাবলিকেশন্স  
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

---

স্থায়ী ঠিকানা : কওমী মার্কেট, ২য় তলা দোকান নং-২৫  
৬৫-৬৬/১, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
বর্তমান ঠিকানা : ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, দোকান নং-৬  
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
মোবাইল : ০১৭৬৮৭৫৭৩৭০, ০১৯৬০৮৩৪৯৮৩

এসো ঈমান শিখি ❖ ৩

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র আকীদাহ  
এসো ঈমান শিখি

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : আর-রিহাব প্রকাশনা পরিষদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান : শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান হাফিযহুল্লাহ

প্রকাশনায় : আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

প্রকাশক : হাবিবুর রহমান

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২৪ ঈসাব্দ

## অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com

wafilife.com

---

---

---

---

---

## উৎসর্গ

একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি  
মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ  
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি

# এসো ঈমান শিখি

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম  
আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ  
আসসালামু আলাইকুম

প্রিয় পাঠক! বক্ষমান গ্রন্থটির নাম দেখা মাত্রই বুঝতে পারছেন যে, গ্রন্থটি ঈমান বিষয়ক। কালিমাহ **الله محمد رسول الله** যার অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল। উক্ত কালিমাহ'র উভয় অংশ অর্থাৎ ইলাহ ও রসূলের পরিচয় সম্পর্কে আমাদের সমাজের অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা দূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রন্থটি লিখা। আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أخلص دينك يكفك العمل القليل

অর্থ: তোমার আকীদাহ শুদ্ধ কর, অল্প আমাল তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।<sup>১</sup>

কিন্তু আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ আকীদাহ'র ব্যাপারে অশুদ্ধতা তথা অজ্ঞতা, অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতার কারণে আকীদাহ'র চেয়ে আমালের ব্যাপারে বেশি তৎপর আর অপর শ্রেণীরতো না আছে আকীদাহ'র খবর অপরদিকে বে-আমাল, বদ আমালে তৎপর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْمُرُ بِالْأَخْـِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

আর অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রেখেছি। অথচ তারা মু'মিন নয়।<sup>২</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ

অর্থ: মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন তারা মাসজিদগুলোতে জড়ো হবে, অথচ তাদের কেউই মু'মিন নয়।<sup>৩</sup>

১. আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন: ৮০৫৬

২. সূরা আল-বাকারাহ: ৮

৩. আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন: ৮৫৮৫ (মাওকুফ সূত্র)

সুতরাং আল্লাহ না করুন! মাআযাল্লাহ! এমন যেন না হয় যে, আমরা নিজেদের ঈমানদার মনে করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের ঈমানের অশুদ্ধতা আমাদের ঈমানের অগ্রহণযোগ্যতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাজত করুন।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব পবিত্র কুরআন ব্যতীত কোন গ্রন্থই ত্রুটিমুক্ত নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

তবে কি তারা কুরআনকে অনুধাবন করেনা? যদি তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ হতে হত তাহলে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য পেত।<sup>১</sup>

সুতরাং প্রত্যেক পাঠকের নিকট বিনীত অনুরোধ থাকবে গ্রন্থটির কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে তা সংশোধন করে দেয়ার। আর আল্লাহ তা'আলা এই দীনের প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুসসালামগণের উপর অর্পণ করেছেন। যা পরবর্তীতে উলামায়ে কিরামের উপর মীরাস হিসেবে অর্পিত হয়। তবে এই মীরাস বা উত্তরাধিকার স্বত্বের নয় বরং দায়িত্বের। সুতরাং ধর্মীয় গ্রন্থ যেহেতু ইলমে নুবুওয়াত তথা আশ্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুসসালামের মীরাসের অংশ, তাই ধর্মীয় গ্রন্থের লেখক, সংকলক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকের ব্যক্তি মালিকানা বা গ্রন্থস্বত্ব থাকতে পারেনা। বরং গ্রন্থস্বত্ব একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। অতএব ধর্মীয় গ্রন্থের প্রকাশ, প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে সকল মু'মিন- মুসলিম সম অধিকার রাখে। তবে কোন মু'মিন ভাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর প্রচার করতে চাইলে প্রকাশকের সাথে যোগাযোগের অনুরোধ রইল। কেননা একজন মু'মিনের উপকার করতে গিয়ে অপর মু'মিনের অপকার করা সর্বোপরি দীন ও দীনদারদের ক্ষতি করা কোনভাবেই একজন দায়ী ইলাল্লাহ'র জন্য কাম্য নয়। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট দয়া ও পাঠকের নিকট দুআ চাই যেন আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে ক্ষমা পূর্বক জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন, আমীন!



## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কালিমাতুন তইয়িবাহ .....	১৩
কালিমাতুন তইয়িবাহ'র নামকরণ .....	১৪
কালিমাতুত-তাকওয়া .....	১৫
কালিমাতুত-তাকওয়ার নামকরণ .....	১৬
কালিমাতুশ্-শাহাদাহ .....	১৭
কালিমাতুশ-শাহাদাহ'র নামকরণ .....	১৭
কালিমাতুত-তাকওয়া বা কালিমাতুশ্-শাহাদাহ'র ব্যাখ্যা .....	১৮
ইলাহ্ কাকে বলে (কালিমাহ'র প্রথম অংশ) .....	১৮
মা'বুদ কাকে বলে .....	২২
জরুরী জ্ঞাতব্য .....	২৫
সৃষ্টির আইন প্রণয়ন ও এর অনুসরণ .....	২৫
সৃষ্টির আইন প্রণয়নের অধিকার .....	২৭
রসূল কাকে বলে (কালিমাহ'র দ্বিতীয় অংশ) .....	২৮
নাবী কাকে বলে .....	২৯
রসূল ও নাবীর পার্থক্য .....	৩০
মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য .....	৩১
পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ .....	৩৭
কালিমাহ'র দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য .....	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্-তাওহীদ .....	৪০
তাওহীদের সংজ্ঞা.....	৪১
তাওহীদের দাবীসমূহ .....	৪১
তাওহীদের পূর্বশর্ত.....	৪৬
কুফর বিত-ত্বগুত বা ত্বগুতের প্রতি অবিশ্বাস রাখা । (প্রথম শর্ত)....	৪৭
ত্বগুতের প্রকার .....	৪৮
পবিত্র কুরআনে ত্বগুতের বর্ণনা .....	৪৯
ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখা (দ্বিতীয় শর্ত) .....	৫৩
আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান .....	৫৩
মালাইকার প্রতি ঈমান.....	৫৪
কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান.....	৫৪
নাবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান.....	৫৫
পরকালের বিষয়ে ঈমান .....	৫৫
তাকদীরের ভাল-মন্দের বিষয়ে ঈমান .....	৫৮
ঈমানের শাখাসমূহ .....	৫৯
ইসলাম .....	৬২
ইসলামের ভিত্তি.....	৬৩
দীন.....	৬৪
আল্লাহ'র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন .....	৬৪
শারীআত .....	৬৬
দীন ও শারীআতের মধ্যে পার্থক্য .....	৬৮
মু'মিনের আইন গ্রহণ ও অনুসরণের উৎস .....	৬৯
কুরআন-সুন্নাহ'র পরিচয় .....	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠা
শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ'র বিধানের স্তর.....	৭২
করণীয় বিধান.....	৭৩
বর্জনীয় বিধান .....	৮৩
কুফর.....	৮৬
কুফরের প্রকার.....	৮৬
ফিস্ক.....	৯৬
ফিস্কের প্রকার.....	৯৬
শির্ক .....	৯৭
শির্কের ধরনঃ তাওহীদ বা ঈমান ভঙ্গকারী কারণসমূহ .....	৯৯
শির্কের প্রকার .....	১১০
নিফাক .....	১১৩
নিফাকের প্রকার .....	১১৪
রিদ্দাহ.....	১১৬
মুরতাদের বিধান .....	১১৭
বিদ্আত .....	১১৮
বিদ্আতীর বিধান .....	১১৯
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা .....	১২১
আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র শারয়ী বিশ্লেষণ.....	১২১
আল-ওয়ালা'র দাবী .....	১২৭
আল-বারা'র দাবী .....	১৩১
কাফিরদের সাথে আচরণের প্রকারভেদ.....	১৩১
কাফিরদের অনুকরণের প্রকারভেদ .....	১৩৩
দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর.....	১৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
হিজরত .....	১৩৮
হিজরতের প্রথম প্রকারের বিধান .....	১৩৮
হিজরতের দ্বিতীয় প্রকারের বিধান .....	১৩৯
হিজরতের ফাযীলাত .....	১৬৪
নুসরত .....	১৫১
নুসরতের ফারযিয়াত ও ফাযীলাত .....	১৫১
জিহাদ .....	১৫৪
জিহাদের লক্ষ্য .....	১৫৭
জিহাদের ফারযিয়াত বা আবশ্যিকতা .....	১৫৮
আল্লাহ'র পথে জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযীলাত .....	১৬০
জিহাদ ত্যাগ-বিরত থাকার পরিণতি .....	১৬৫
জিহাদের মাধ্যম .....	১৬৮
জিহাদের প্রকার .....	১৬৯
জিহাদ পূর্ব দা'ওয়াত .....	১৭১
জিহাদ কখন ফারয হয় .....	১৭২
জিহাদ কার উপর ফারয হয় .....	১৭৮
জিহাদ কার বিরুদ্ধে ফারয হয় .....	১৮৪

## কালিমাতুন তইয়িবাহ

(كلمة طيبة)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নাবী- রসূলগণ আলাইহিমুস সালামের নিকট প্রেরিত এই দ্বীনের কালিমাহ বা মূল কথা হচ্ছে لا إله إلا الله যার অর্থ হলো 'আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'। এটি ইসলামের মূল কালিমাহ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাময় এই কালিমাহ। এই কালিমাহ দীনে হাক্কের ভিত্তি। এই কালিমাহ হাক্ক-বাতিরের মানদণ্ড। সুতরাং, তা ঈমান-কুফর, সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করে দেয়। এর রয়েছে গভীর অর্থ ও মর্ম। এর মাঝেই রয়েছে জীবন পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। এই কালিমাহ'কে কালিমাতুন তইয়িবাহ (كلمة طيبة) বলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا  
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন  
পবিত্র বাণীর, যা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায়? এর মূল সুদৃঢ় আর  
এর শাখা রয়েছে উর্ধ্বে।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লহু আনহুসহ অন্যন্যদের হতে বর্ণনা রয়েছে যে, কালিমাতুন তইয়িবাহ বা পবিত্র বাণী হচ্ছে لا إله إلا الله<sup>২</sup>

১. সূরা ইবরহীম: ২৪

২. তাফসীরে তুবারী, সূরা ইবরহীম: ২৪

## কালিমাতুন তইয়িবাহ'র নামকরণ

كَلِمَة (কালিমাহ) শব্দের অর্থ: শব্দ, বাক্য, কথা বা বাণী।

আর طيبة (তইয়িবা) শব্দের অর্থ : পবিত্র, উত্তম, উৎকৃষ্ট ও সৎ। তাই কালিমাতুন তইয়িবাহ'র অর্থ দাঁড়াচ্ছে- পবিত্র বাণী। এ বাণী মেনে নেওয়ার মাধ্যমেই শির্ক থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পবিত্র জীবনে প্রবেশ করতে পারে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে পবিত্র বাণী বা কালিমাতুন তইয়িবাহ্।

## কালিমাতুত-তাকওয়া

### (كلمة التقوي)

কালিমাতুত-তাকওয়া হচ্ছে **لا إله إلا الله محمد رسول الله** যার অর্থ হলো ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ’র রসূল।’

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ  
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَزَمَهُمْ  
كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

যারা কুফর করেছে, তারা যখন তাদের অন্তরে গোড়ামির স্থান দিল- অজ্ঞতা যুগের গোড়ামি, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মু’মিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষন করলেন এবং তাকওয়ার কালিমাহ’য় তাদের সূদৃঢ় করলেন আর তারা ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও এর যোগ্য। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বলেন,

কালিমাতুত-তাকওয়া হচ্ছে- **لا إله إلا الله محمد رسول الله** -

১. সূরা আল-ফাতহ: ২৬

২. আল-আসমা ওয়াস-সিফাত লিল বাইহাকী: ১৯৭-১৯৮

## কালিমাতুত্-তাকুওয়ার নামকরণ :

كَلِمَةُ (কালিমাহ্) শব্দের অর্থ ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর التَّقْوَى (আত্-তাকুওয়া) অর্থ : ভয় করা, বেঁচে থাকা, যাচাই-বাছাই করে চলা, বিরত থাকা, সতর্ক থাকা ও রক্ষা করা। সুতরাং কালিমাতুত্-তাকুওয়ার অর্থ হচ্ছে- ভীতির বাণী বা আল্লাহ ভীতির বাণী। অতএব মানুষ যেহেতু এ বাণী গ্রহণ করতঃ আল্লাহ'র ভয়ে তাঁর ইবাদাত তথা বিধি-নিষেধ মেনে চলে এবং যাবতীয় অন্যায-পাপাচার হতে নিজেকে বিরত-রক্ষা করে, তাই একে কালিমাতুত্-তাকুওয়া নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾

হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রব্বের ইবাদাত কর,  
যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।  
যাতে তোমরা তাকুওয়া অবলম্বন করতে পার।<sup>১</sup>

উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত কালিমাতুন তইয়িবাহ এবং কালিমাতুত্-তাকুওয়া আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট কালিমাতুত্-তাওহীদ (كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ) বা একত্ববাদের বাণী হিসেবেও পরিচিত।

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২১



## কালিমাতুশ্-শাহাদাহ্

### (كلمة الشهادة)

কালিমাতুশ্-শাহাদাহ্ বলা হয় কোন ব্যক্তি এভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা-

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

অর্থ : ইসলাম হলো- তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল।<sup>১</sup>

### কালিমাতুশ্-শাহাদাহ্'র নামকরণ

كلمة (কালিমাহ্) শব্দের অর্থ ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আর الشهادة (আশ্- শাহাদাহ্) অর্থ: সাক্ষ্য প্রদান, উপস্থিত থাকা, দৃশ্যমান, প্রকাশ্য। সুতরাং কালিমাতুশ্-শাহাদাহ্'র অর্থ হচ্ছে- সাক্ষ্য প্রদানের বাক্য।

এই কালিমাহ্'র সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমেই মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে, তাই এই কালিমাহ্ আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র নিকট কালিমাতুশ্ - শাহাদাহ্ (كلمة الشهادة) নামে পরিচিত।

---

১. সহীহ মুসলিম: ৮

## কালিমা তুত-তাকওয়া বা কালিমা তুশ্-শাহাদাহ'র ব্যাখ্যা

কালিমাহ'র দুটি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ لا إله إلا الله “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে- محمد رسول الله “মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ”। প্রথম অংশের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর দ্বিতীয় অংশের অর্থ হচ্ছে- মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল। এ কালিমাহ'র প্রথম অংশে শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে মানব জাতিকে এক ইলাহ তথা আল্লাহ'র ইবাদাতের একত্ববাদের আলোর দিকে আহবান জানানো হয়েছে আর দ্বিতীয় অংশে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলার রসূল তথা প্রতিনিধি হিসেবে মানব জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, উত্তম আদর্শ ও নেতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

### ইলাহ কাকে বলে (কালিমাহ'র প্রথম অংশ)

কালিমাহ'র প্রথম অংশ لا إله إلا الله অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কালিমাহ'র প্রথম অংশ সঠিক ভাবে বুঝে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে ইলাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

ইলাহ (إله) আরবী শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বভূমির অধিকার বা সকল কর্তৃত্বের অধিকারী সত্তা। সুতরাং সার্বভৌমত্বের অধিকারী সত্তাকে সার্বভৌম বা ইলাহ বলা হয়। আর সার্বভৌমত্ব বলা হয় এমন সার্বজনীন চূড়ান্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে, যার উপর কোন আপত্তি করা যায় না। সুতরাং সার্বভৌম সত্তা নিরংকুশ কর্তৃত্ব ভোগ করেন এবং তিনি প্রশ্নোদ্বোধ ও আইনোদ্বোধ থাকেন, আর এই সার্বভৌমত্ব একমাত্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ'র। কেননা,

১. তিনি বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক ও প্রভুত্বের অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ①

| সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু আল্লাহ'র।<sup>১</sup> |

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ②

| আল্লাহ সর্বস্রষ্টা এবং সর্ব তত্ত্বাবধায়ক।<sup>২</sup> |

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ③ هَلْ

مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ ④

আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন এরপর তোমাদের পুনর্জীবন দান করবেন। তোমাদের শরীকদের কেউ কি এগুলোর কোন একটি করতে পারে? তারা যা শরীক করে, তা হতে তিনি পবিত্র এবং উর্ধ্বে।<sup>৩</sup>

২. তিনি সকল নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ

لَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

১. সূরা আল-ফাতিহাহ: ১

২. সূরা আয-যুমার: ৬২

৩. সূরা আর-রুম: ৪০

বিধান একমাত্র আল্লাহ'র। তিনি নির্দেশ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না। এটাই সরল পথ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জ্ঞান করে না।<sup>১</sup>

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

তুমি কি জানো না যে, আসমান ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ'র আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।<sup>২</sup>

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

আর আসমান ও জমিনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ'র এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাধিকারী।<sup>৩</sup>

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

যার রয়েছে আসমান ও জমিনের রাজত্ব, আর তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। আর তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর যথাযথভাবে এসবের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।<sup>৪</sup>

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

আপনি বলুন, আল্লাহ সর্বশ্রষ্টা আর তিনি একক, পরাক্রম।<sup>৫</sup>

১. সূরা যুসুফ: ৪০
২. সূরা আল-বাকারাহ: ১০৭
৩. সূরা আলি ইমরান: ১৮৯
৪. সূরা আল-ফুরকান: ২
৫. সূরা আর-র'দ: ১৬

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝۱۱

আর তিনি তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রম এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।<sup>১</sup>

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۖ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۱২

জেনে রাখ! সৃষ্টি এবং সিদ্ধান্ত একমাত্র তাঁর। আল্লাহ মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।<sup>২</sup>

فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۱৩

সুতরাং পবিত্রতা তাঁর, যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব এবং তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে।<sup>৩</sup>

৩. তিনি আইনের উর্ধ্বে, প্রশ্নের উর্ধ্বে। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত, আইন-নীতির বিরুদ্ধাচরণ ও আপত্তি করা যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۝۱৪

তিনি যা করেন, সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা যাবেনা আর সকলকেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।<sup>৪</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝۱৫

১. সূরা আল-আনআম: ১৮

২. সূরা আল-আ'রফ: ৫৪

৩. সূরা ইয়াসিন: ৮৩

৪. সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩

আর আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কোন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীর তাদের নিজ বিষয়ে আর কোন অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলো, সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে গেল।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আগে বেড়ে যেয়োনা আর আল্লাহ'কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।<sup>২</sup>

পূর্বোক্ত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনিই সার্বভৌম বা ইলাহ। সকল কিছুর নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব তাঁরই। তিনি সর্বশ্রষ্টা, সর্বকর্তা, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

### মা'বুদ কাকে বলে

মা'বুদ (معبود) এটি আরবী শব্দ, যা ب-ع-د শব্দমূল হতে গঠিত এবং عبادۃ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত। সুতরাং মা'বুদ কাকে বলে তা জানার জন্য আমাদের ইবাদাতের সংজ্ঞা জানা অতীব প্রয়োজন।

ইবাদাত (عبادة) এর আভিধানিক অর্থ: আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা, দাসত্ব করা। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ইবাদাত বলা হয়- কাউকে আইনগত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রদান করতঃ তাঁর আইনের অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِجِدَ  
ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ②

১. সূরা আল-আহযাব: ৩৬

২. সূরা আল-হুজুরত: ১

তারা আল্লাহ'কে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও পাদ্রী এবং মারয়াম তনয় ঈসাকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের নির্দেশ করা হয়েছে কেবল এক ইলাহ'র ইবাদাত করতে। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যা শরীক করে, তা হতে তিনি পবিত্র।<sup>১</sup>

আদি ইবনে হাতিম আত্-তাঈ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة،

فقرأ هذه الآية: إلتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال: قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فقال: أليس يجرمون ما أحل الله فحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونونه ؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم.

অর্থ : আমি আল্লাহ'র রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। তখন আমি গলায় স্বর্ণের তৈরি ক্রুশ পরিহিত ছিলাম। তিনি বললেন, আদি! তোমার গলা হতে এই মূর্তি ছুড়ে ফেলে দাও ; আমি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাঁর নিকটে গেলাম, তখন তিনি সূরা আত্-তাওবাহ পাঠ করছিলেন,

তিনি إلتخذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ এই আয়াত পাঠ করলে আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লহ! আমরা তো আমাদের ধর্মগুরুদের ইবাদাত করতাম না। তখন রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তারা কি তা অবৈধ বলত, তখন তোমরাও তা অবৈধ মনে করতে?

আর আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন, তার বৈধতা দিতো তখন তোমরা কি তা বৈধ মনে করতে না? আমি বললাম, তাতো বটে! তখন রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই হলো তাদের ইবাদাতকরণ।<sup>২</sup>

১. সূরা আত্-তাওবাহ: ৩১

২. তাফসীরে তুবারী, সূরা আত্-তাওবাহ: ৩১

পূর্বোক্ত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, কাউকে আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও পরিবর্তনের অধিকারী তথা বিধাতা মনে করতঃ তার বিধান মেনে চলাকে ইবাদাত বলা হয়। সুতরাং, এক্ষেত্রে যদি আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র বিধাতা মনে করা হয় এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত হবে এবং তাকে মা'বুদ গণ্য করা বুঝাবে। আর যদি অন্য কাউকে বিধাতা মনে করা হয় এবং তার বিধানের অনুসরণ করা হয়, তাহলে তার ইবাদাত হবে এবং তাকে মা'বুদ গণ্য করা বুঝাবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, মা'বুদ মূলত ইলাহ'র সমার্থবোধক শব্দ। কেননা তাদের ধর্মগুরুর ইবাদাতকে আল্লাহ তা'আলা রব্ব সাব্যস্তকরণ বলে গণ্য করেছেন। অথচ তাদের বলা হয়েছে এক ইলাহ'র ইবাদাত তথা মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করতে।

পবিত্র কুরআনের অন্য এক আয়াত দ্বারাও ইলাহ ও মা'বুদ সমার্থক বলে বুঝা যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ  
الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٥﴾

আর আমি আপনার পূর্বে আমার যত রসূল প্রেরণ করেছি তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুনঃ আমি কি দয়াময় ব্যতীত আর কোন ইলাহ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যাদের ইবাদাত করা হয়?'

এ আয়াতে ইলাহ'র সিফাত তথা বিশেষণ হিসেবে يعبدون এসেছে। সুতরাং لا إله إلا الله এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই'।



## জরুরী জ্ঞাতব্য

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পাঠক মনে প্রশ্নের উদ্বেক হতে পারে যে, তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এত নামসমূহের মধ্যে শুধু ইলাহ (إِلَٰه) নামটিই কালিমাহ'র মধ্যে স্থান দিলেন? এর উত্তর হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার 'ইলাহ' (إِلَٰه) নামটি তাঁর সকল নামকে সন্নিবেশ করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলাকে ইলাহ তথা বিধানদাতা মেনে নেয়ার অর্থ হলো- তাঁর সকল বিধান বা সকল প্রত্যাদেশ তথা কুরআন-সুন্নাহ মেনে নেয়া। অতএব তাঁকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করলে তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিয্কদাতা, পালনকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সর্ব কর্ম-সম্পাদনকারী ও সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান ইত্যাদি কুরআন-সুন্নাহ'য় বর্ণিত তাঁর সকল নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়ে যায়।

সুতরাং ইলাহ নামটি তাঁর সকল নামকে সন্নিবেশনকারী।

## সৃষ্টির আইন প্রণয়ন ও এর অনুসরণ

সার্বভৌমত্ব তথা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সৃষ্টির হাতে দেয়া হয়নি। একমাত্র স্রষ্টাই সার্বভৌম। কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র কখনো সার্বভৌম হতে পারে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সার্বভৌমত্বের দাবী করে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করে, তাহলে সে শিরক করে ফেলল এবং নিজেকে আল্লাহ'র সাথে শরীক (অংশীদার) ও রব্ব বানিয়ে ফেলল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

তাদের কি এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য সেই বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?

আর যদি কেউ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সার্বভৌম মনে করে এবং তার আইনের অনুসরণ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি মুশরিক (অংশীবাদী) হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ  
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ  
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি; তারা তুগুতের কাছে বিধি-বিধান গ্রহণের জন্য যেতে চায়? অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে একে বর্জন করতে! বস্ত্রত শয়তান তাদেরকে সুদূর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায়।<sup>১</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না আর এছাড়া যা রয়েছে, তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ'র সাথে শির্ক করল, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পড়ে গেল।<sup>২</sup>

সূরা আন্-নিসার ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তুগুতের কাছে বিধি-বিধান, বিচার, ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত চাওয়াকে সুদূর ভ্রান্তি বলেছেন অপরদিকে সূরা আন্-নিসার ১১৬ নং আয়াতে শির্ক করাকে সুদূর ভ্রান্তি বলেছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তুগুতের কাছে বিধান-বিচার চাওয়া ও অনুসরণ করা শির্ক।

১. সূরা আন্-নিসা: ৬০

২. সূরা আন্-নিসা: ১১৬

## সৃষ্টির আইন প্রণয়নের অধিকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْرُ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ

তাদের কি এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা তাদের জন্য সেই বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?¹

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

আর আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কোন মু'মিন নর ও মু'মিন নারীর তাদের নিজ বিষয়ে আর কোন অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলো, সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে গেল।²

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ক্ষেত্রে শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ'য় আইন থাকলে সেক্ষেত্রে নতুন কোন আইন তৈরি করা নিষিদ্ধ এবং অনধিকার চর্চা। সুতরাং সেক্ষেত্রে নতুন আইন প্রণয়নের অর্থ হলো- নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক (অংশীদার) স্থাপন আর সে আইন অনুসরণের অর্থ হলো- আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক (অংশীদার) স্থাপন ও নিজে মুশরিক (অংশীবাদী) হয়ে যাওয়া। তবে যেক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ'য় কোন আইন বিবৃত হয়নি সেক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ নয়, বরং তা আইন প্রণয়নের অনুমোদিত ও বৈধ ক্ষেত্র। সুতরাং, সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করলে তা অপরাধ নয়। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ'র কোন আইন পরিবর্তন ও বিরুদ্ধাচরণ যেন না হয় সেদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. সূরা আশ-শুরো: ২১

২. সূরা আল-আহযাব: ৩৬

## রসূল কাকে বলে (কালিমাহ'র দ্বিতীয় অংশ)

কালিমাহ'র দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে- مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল। রসূল (رسول) শব্দটি الرِّسَالَةُ হতে নির্গত। যার অর্থ: বার্তা, প্রতিনিধিত্ব। সুতরাং রসূল এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- প্রেরিত, প্রতিনিধি।

শারীআতের পরিভাষায় রসূল বলা হয় -যাকে আল্লাহ তা'আলা উম্মাতের কাছে একমাত্র তাঁর ইবাদাত ও গাইরুল্লাহ'র ইবাদাত বর্জনের আহবান এবং তাঁর বার্তাবাহক, অনুসরণীয় ও জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী এবং জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدُونِ ۝

আমি আপনার পূর্বে কোন রসূল পাঠাইনি তাঁর প্রতি এই অধীকরণ ব্যতীত যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।  
অতএব তোমরা আমার ইবাদাত করো।<sup>১</sup>

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  
الطَّاغُوتَ.

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে,  
তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং তুগুত বর্জন করো।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫

২. সূরা আন-নাহল: ৩৬

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٩﴾

হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষী এবং সুসংবাদকারী ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۖ

হে রসূল! আপনি আপনার রব্বের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন। আর যদি না করেন, তাহলে তো আপনি তার বার্তা পৌঁছে দিলেন না।<sup>২</sup>

## নাবী কাকে বলে

নাবী (نبي) শব্দটি النبوة বা النبا হতে নির্গত। যার অর্থ: বার্তাবহন।

শারীআতের পরিভাষায় নাবী বলা হয়-

যিনি আল্লাহ তা'আলার বার্তা, সংবাদ তথা নির্দেশ, নির্দেশনা, নির্দেশিকা উম্মাতের নিকট পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٦٠﴾

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ'র প্রতিনিধি ও সর্বশেষ বার্তাবাহক আর আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-আহযাব: ৪৫

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৬৭

৩. সূরা আল-আহযাব: ৪০

## রসূল ও নাবীর পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٧﴾

আর আমি আপনার পূর্বে যে রসূল ও নাবীই পাঠিয়েছি, তিনি যখনই কোন ইচ্ছা পোষণ করেছেন, শয়তান তার ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেছে। তবে শয়তান যা হস্তক্ষেপ করে, তা আল্লাহ বাতিল করে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শন সমূহ স্থাপন করেন। আর আল্লাহ জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আয়াত হতে বুঝা যায় রসূল ও নাবীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে সে পার্থক্য পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ'য় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়নি। অবশ্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং তৃণ্ডত বর্জন করো।<sup>২</sup>

এ আয়াত দ্বারা রসূলগণ প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং উপরোক্ত দুই আয়াতসহ যেসকল আয়াতে নাবী-রসূলগণের বিবরণ এসেছে এবং যেসকল নাবীকে রসূল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে তা পর্যালোচনা করে দুটো বিষয় জানা যায়-

১. রসূলগণ প্রত্যেকে নাবী হলেও নাবীগণ প্রত্যেকেই রসূল নন।
২. নাবীগণের মধ্যে রসূল হলেন- যারা শিরক-কুফর তথা পথভ্রষ্ট কোন জাতির নিকট সংস্কার-সংশোধনমূলক কাজের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন।

১. সূরা আল-হাজ্জ - ৫২

২. সূরা আন-নাহল: ৩৬

## মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্য

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোন্নত চরিত্রের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহ'র জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ'র রসূলের মধ্যেই রয়েছে  
উত্তম আদর্শ।<sup>১</sup>

অর্থাৎ তিনি যে জীবনাদর্শ নিয়ে এসেছেন, আমরা আমাদের জীবনে তা পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবো এবং তাঁর আদর্শ, রীতি-নীতি ও পদ্ধতির বিপরীত কিছু হতে থাকলে নিজে তা পরিত্যাগ এবং অন্যকে পরিত্যাগের অনুরোধ- প্রতিরোধ করবো।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে  
পৃথিবীতে ৩টি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন-

১. বিশ্বজগতের সৃষ্টিকুল তাঁরই উসিলায় করুণা, অনুগ্রহ ও কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

অর্থাৎ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বাপর সকল মানব, জিন, মালাইকাসহ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকুল তাঁরই উসিলায় কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٢

আর আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমাতস্বরূপ পাঠিয়েছি।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আহযাব: ২১

২. সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭

২. আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি হিসেবে সমগ্র মানব ও জিন জাতির জন্য পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় এবং জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ককারী হিসেবে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ .

| মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল।<sup>১</sup> |

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন বরং তিনি  
আল্লাহ'র প্রতিনিধি ও সর্বশেষ বার্তাবাহক আর আল্লাহ  
সকল বিষয়ে জ্ঞাত আছেন।<sup>২</sup>

قُلْ يَٰ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ  
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ  
رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

আপনি বলুন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের  
নিকট আল্লাহ'র প্রতিনিধি। আসমান ও জমিনের রাজত্ব  
যার। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু  
দেন। অতএব তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর নিরক্ষর নাবী-  
রসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখ, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহ এবং  
তাঁর বাণী সমূহের প্রতি এবং তাঁর অনুসরণ কর, যাতে  
তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হতে পার।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-ফাতহ: ২৯

২. সূরা আল-আহযাব: ৪০

৩. সূরা আল-আ'রফ: ১৫৮



الرَّكِتَبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①

আলিফ, লাম, র। আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসেন তাদের রব্বের নির্দেশে পরাক্রম, প্রশংসিতের পথে।<sup>১</sup>

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ②

যেমন আমি তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে শুনান এবং তোমাদের পবিত্র করেন আর তোমাদের কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তোমাদের তা শিক্ষা দেন, যা তোমরা অবগত ছিলেন।<sup>২</sup>

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ'র রসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।<sup>৩</sup>

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④

আর নিশ্চয়ই আপনি সরল পথের দিকে নির্দেশনা দেন।<sup>৪</sup>

১. সূরা ইবরহীম : ১

২. সূরা আল-বাকারাহ : ১৫১

৩. সূরা আল-আহযাব : ২১

৪. সূরা আশ্-শুরো: ৫২

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

আপনি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

হে নাবী! আমি আপনাকে সাক্ষী এবং সুসংবাদকারী ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।<sup>২</sup>

### ৩. নেতা, বিচারক, শাসক ও ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে

রসূলগণ প্রত্যেকেই অনুসরণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এবং রসূলের অনুসরণই আল্লাহ তা'আলার অনুসরণ। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নাবী-রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁর অনুসরণ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমগ্র মানব ও জিন জাতির নিকট অনুসরণীয় হিসেবে তিনি প্রেরিত। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নেতা, বিচারক, শাসক ও ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছেন। কেননা রসূল প্রেরণের পরেও দেখা যাবে অনেকেই আল্লাহ প্রদত্ত-রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত সত্য ও সঠিক পথ গ্রহণ করেনি, হিদায়াতের পথে ফিরে আসেনি, তাই মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাঁকে নেতা, বিচারক ও শাসক রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেনি, তারা ইসলামের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ না করলেও ইসলামের রাজনৈতিক আইনকে মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র বিজয়ী শক্তি হিসেবে থাকবে। সকল ধর্ম ও মানুষ ইসলামের শাসনাধীনে বসবাস করবে।

১. সূরা আর-র'দ: ৭

২. সূরা আল-আহযাব: ৪৫

মোট কথা ইসলামের শাসন সংক্রান্ত আইনের সামনে মুসলিমসহ সমস্ত অমুসলিমকেও আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

আমি কোন রসূল প্রেরণ করেছি কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহ'র নির্দেশে তাঁর অনুসরণ করা হবে।<sup>১</sup>

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

যে রসূলের অনুসরণ করল, বস্তুত সে আল্লাহ'রই অনুসরণ করল আর যে মুখ ফিরিয়ে নিল, তো আমি আপনাকে তাদের রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি।<sup>২</sup>

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ'র অনুসরণ কর এবং রসূলের অনুসরণ কর। সুতরাং যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, এর দায় তাঁর আর তোমাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার দায় তোমাদের আর যদি তাঁর অনুসরণ কর, তাহলে সুপথ পাবে আর রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।<sup>৩</sup>

১. সূরা আন-নিসা: ৬৪

২. সূরা আন-নিসা: ৮০

৩. সূরা আন-নূর: ৫৪

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأُتُفُفِ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهَرَ عَلَى  
الدِّينِ كُلِّهِ ۖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾

তিনি, যিনি তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন সুপথ ও সত্য দ্বীন  
দিয়ে; যেন তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয় করেন  
যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।<sup>১</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ  
اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿٣١﴾

নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট সত্য সম্বলিত কিতাব নাযিল  
করেছি, যাতে আপনাকে আল্লাহ যা দেখিয়েছেন তা দ্বারা  
আপনি মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করতে পারেন।  
আর আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়েন না।<sup>২</sup>

وَ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۚ  
أَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٣٢﴾

আর আপনি তাদের মাঝে রায় দিন আল্লাহ যা নাযিল  
করেছেন তা দ্বারা এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না  
আর আপনার প্রতি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার কিছুর  
প্রতি আপনাকে তারা ফিতনায় ফেলার ব্যাপারে তাদের  
প্রতি সাবধান হোন। অতএব যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়,  
তাহলে জেনে রাখুন! আল্লাহ তো তাদের কিছু পাপের  
কারণে তাদেরকে বিপদে ফেলতে চান। আর অধিকাংশ  
মানুষই অমান্যকারী।<sup>৩</sup>

১. সূরা আত্-তাওবাহ: ৩৩

২. সূরা আন-নিসা: ১০৫

৩. সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৯

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا  
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٥

অতএব আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে আপনাকে বিচারক না মানে। অতঃপর আপনি যা ফায়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না পায় এবং পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়।<sup>১</sup>

## পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

পূর্বোক্ত আলোচনায় কালিমাহ'র উভয় অংশ তথা ইলাহ এবং রসূলের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইলাহ বলা হয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হবে। যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এ বাণীর অর্থ হচ্ছে- তিনিই একমাত্র জীবন-বিধাতা, সকল ক্ষেত্রে তাঁরই বিধানের অনুসরণ করতে হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান মানা যাবে না। একমাত্র তাঁর বিধান অনুসরণ করলে তাকে ইলাহ তথা মা'বুদ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হবে। তিনি ছাড়া অন্য কারো বিধান মানলে তার ইলাহিয়াত বা সার্বভৌমত্বের সাথে শির্ক তথা অংশীদার স্থাপন করা হবে। এ হলো ইলাহ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা কালিমাহ'র প্রথম অংশের মর্ম।

আর সকল ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে সুতরাং তা মানার জন্য তাঁর বিধি-বিধান জানা প্রয়োজন আর তা জানার উপায় হচ্ছে **محمد رسول الله**

অর্থাৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সকল বিধান প্রেরণ হয়েছে। সুতরাং, তাঁকে রসূল তথা আল্লাহ তা'আলার বিধানের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে সকল ক্ষেত্রে তাঁর দ্বারস্থ হওয়া এবং তাঁরই অনুসরণ করা। কেননা যাবতীয় মানব জীবন বিধান তাঁর কাছেই নাযিল এবং প্রেরণ করা হয়েছে।

১. সূরা আন্-নিসা: ৬৫

## কালিমাহ'র দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থার বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই মূলতঃ প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালিমাহ'র দা'ওয়াত নিয়ে তৎকালীন সমাজের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর দা'ওয়াতি কার্যক্রমের মধ্যেই এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। রসূলুল্লহু সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কালিমাহ'র দা'ওয়াত নিয়ে মানুষের কাছে গেলেন, তখন তারা কালিমাহ'কে একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরেছিল এবং কালিমাহ'র মধ্যে তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার অবসান ও বিলুপ্তির আশঙ্কা করছিল। রসূলুল্লহু সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দা'ওয়াতের ফলে মক্কাবাসীর আদর্শ-বিশ্বাস, সংস্কৃতি-রীতি, অর্থনীতি ও শাসননীতিসহ সকল কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মূলতঃ তারা তাদের আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য ইচ্ছুক ও প্রস্তুত ছিল না। আর এ অবস্থান থেকেই তারা কালিমাহ'র বিরোধিতা করেছিল। সে জন্যই তৎকালীন আরব সমাজ থেকে রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নানা রকম নির্যাতন হয়েছিল। যা ছিল একটি আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ। একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থার বিরোধিতা। সুতরাং কালিমাহ'র দা'ওয়াত ছিল মুশরিকদের পুরো জীবনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলার এক বিপ্লবী আহবান। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহু' অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল' এ কালিমাহ'র দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে- একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে বিধানদাতা মেনে নেয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার বিধান বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সর্ববিষয় সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ'র কাছে ন্যস্ত করা এবং তাঁরই জন্য নিবেদিত হওয়া। আর মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ'র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকার করতঃ তাকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা অর্থাৎ

একমাত্র তাকেই পথপ্রদর্শক, শিক্ষক, অনুসরণীয়, অনুকরণীয়, নেতা, বিচারক ও শাসক হিসেবে মেনে নেয়া। মোট কথা কালিমাহ্ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'এর আহবান হচ্ছে- নীতি হবে আল্লাহ তা'আলার আর নেতা হবেন মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার সলাত এবং আমার যাবতীয় ইবাদাত আর আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ'র কাছেই ন্যস্ত। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি হলাম সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী।<sup>১</sup>

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ'র রসূলের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আনআম: ১৬২-১৬৩; তাফসীরে মাওয়ারদী - তাফসীরে কুরতুবী

২. সূরা আল-আহযাব: ২১

## আত্-তাওহীদ

(التوحيد)

তাওহীদ ইসলামী জীবনব্যবস্থার মূলভিত্তি। তাই একজন মু'মিনের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। কেননা তাওহীদের পরিশুদ্ধি ছাড়া কেউ মু'মিন হতে পারে না। ঈমানের শুদ্ধতা ও পূর্ণতার জন্য তা অতীব প্রয়োজনীয়। প্রাণ ছাড়া দেহ যেমন অকার্যকর, তেমনি বিশুদ্ধ তাওহীদ ছাড়া ঈমান ও আমাল সবই অকার্যকর।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহ'র একত্ববাদ গ্রহণ করে এবং তিনি ছাড়া অন্য যেসবের ইবাদাত করা হয় এদের বর্জন করে, তার সম্পদ ও রক্ত (হরণ) নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আর তার হিসাব আল্লাহ'র কাছে ন্যস্ত।<sup>১</sup>

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওহীদ গ্রহণ করতঃ সকল বাতিল মা'বুদ বর্জন করবে, তার জান ও মাল নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে তার আমালনামার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ'র কাছে ন্যস্ত।

সুতরাং ইহ-পরকালীন মুক্তির জন্য তাওহীদের ইলম অর্জন করতঃ তাওহীদের দাবী বাস্তবায়ন ও তাওহীদ বিরোধী সকল কিছু বর্জনই একমাত্র উপায়।

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান: ১৭১



## তাওহীদের সংজ্ঞা

তাওহীদ (التوحيد) শব্দটির মূল হচ্ছে وحدة যার অর্থ: একতা, ঐক্য।  
সুতরাং তাওহীদ (التوحيد) এর অর্থ হচ্ছে- একত্রকরণ, একত্ববাদ গ্রহণ।

আর পরিভাষায় তাওহীদ বলা হয়-

الإعتراف لله تعالى بالأحدية في أسمائه كلها

অর্থ : আল্লাহ তা'আলার সমস্ত নামের ক্ষেত্রে একমাত্র তার একত্বের স্বীকারোক্তি দেয়া।

## তাওহীদের দাবীসমূহ

### ১. العلم (জ্ঞান) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বিষয়ে জ্ঞাত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

| অতএব তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।<sup>১</sup> |  
وَلَا يَبْلُغُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ  
وَهُمْ يَعْلَمُونَ

| আর তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের প্রার্থনা করে, তারা সুপারিশের ক্ষমতা রাখেনা তবে তারা ব্যতীত, যারা সজ্ঞানে সত্যের সাক্ষ্য দেয়।<sup>২</sup> |

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة

১. সূরা মুহাম্মাদ: ১৯

২. সূরা আয-যুখরুফ: ৮৬

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথা জ্ঞান করতঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে যাবে।<sup>১</sup>

## ২. اليقين (বিশ্বাস) অর্থাৎ আল্লাহ'র একত্ববাদের প্রতি নিঃসন্দেহ বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

মু'মিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস রেখেছে; অতঃপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب موثق إلا غفر الله لها

অর্থ: যে ব্যক্তি বিশ্বাসী মনে এ সাক্ষ্য দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ'র রসূল, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।<sup>৩</sup>

## ৩. الصدق (সত্যতা) অর্থাৎ আল্লাহ'র একত্ববাদ অন্তরে সত্যায়ন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ

لَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ۝

১. সহীহ মুসলিম: ২৬

২. সূরা আল-হুজুরত: ১৫

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৯৬

মানুষ কি মনে করে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি একথা বললেই তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম। সুতরাং আল্লাহ নিশ্চয়ই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদিতা দেখিয়েছে এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন মিথ্যাবাদীদেরকে।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار

অর্থ: যে ব্যক্তি অন্তরে সত্যায়ন করতঃ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।<sup>২</sup>

## ৪. القبول (গ্রহণ করা) অর্থাৎ আল্লাহ'র

একত্ববাদ অন্তঃকরণে গ্রহণ করে নেয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

আর আল্লাহ এবং তার রসূল যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কোন মুমিন নর ও মুমিন নারীর তাদের নিজ বিষয়ে আর কোন অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলো, সে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়ে গেল।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-আনকাবুত: ২-৩

২. সহীহ বুখারী: ১২৮ সহীহ মুসলিম: ৩২

৩. সূরা আল-আহযাব: ৩৬

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٥

অতএব আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে আপনাকে বিচারক না মানে। অতঃপর আপনি যা ফায়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না পায় এবং পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়।<sup>১</sup>

## ৫. (সমর্পণ)-الانقياد অর্থাৎ আল্লাহ'র

একত্ববাদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِأُكُودِ الْوُثْقَىٰ ۖ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ١٦

আর যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহ'র কাছে নিজেকে সমর্পণ করলো, সেতো সুদৃঢ় বন্ধন আঁকড়ে ধরলো। আর সব বিষয়ের পরিণতি আল্লাহ'রই কাছে।<sup>২</sup>

## ৬. (একনিষ্ঠতা)-الإخلاص অর্থাৎ আল্লাহ'র

একত্ববাদের প্রতি পূর্ণ সততা থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ١٧

আপনি বলুনঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে আল্লাহ'র ইবাদাত করতে- আনুগত্যে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আন-নিসা: ৬৫

২. সূরা লুকমান: ২২

৩. সূরা আয-যুমার ১১

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُسْعِدِ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ

অর্থ: কিয়ামাতের দিন আমার শাফায়াত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সে ব্যক্তি, যে তার অন্তর থেকে নিষ্ঠার সাথে বলে ‘আল্লাহ’ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।<sup>১</sup>

## ৭. المحبة (ভালোবাসা) অর্থাৎ আল্লাহ’র

একত্ববাদের প্রতি আন্তরিকতা থাকা।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ<sup>২</sup>

আর যারা ঈমানদার, আল্লাহ’র প্রতি ভালোবাসায় তারা সবচাইতে দৃঢ়।<sup>৩</sup>

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ حُلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يَحِبَّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذَفَ فِي النَّارِ

অর্থ: তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করে- আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া এবং কাউকে ভালোবাসলে শুধু আল্লাহ’র জন্যই ভালোবাসা আর কুফরে প্রত্যাবর্তনে তার ঘৃণা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ন্যায়।<sup>৩</sup>

১. সহীহ বুখারী: ৯৯

২. সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৫

৩. সহীহ বুখারী: ১৬

## তাওহীদের পূর্বশর্ত

তাওহীদের দাবী গ্রহণযোগ্যতার পূর্বশর্ত হচ্ছে-

১. কুফর বিত-ত্বগুত (كفر بالطاغوت) বা ত্বগুতের প্রতি অবিশ্বাস রাখা।
  ২. ঈমান বিল্লাহ (إيمان بالله) বা আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখা।
- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং ত্বগুত বর্জন করো।<sup>১</sup>

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا  
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

দীনের ব্যাপারে কোন চাপ প্রয়োগ নেই। নিশ্চয়ই সুপথ আলাদা হয়ে গিয়েছে কুপথ হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি ত্বগুতের প্রতি অবিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সেতো সুদৃঢ় বন্ধন আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞানী।<sup>২</sup>

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলগণ প্রত্যেকেই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত এবং ত্বগুত বর্জনের আহবানের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত বলে সংবাদ দিয়েছেন আর দ্বিতীয় আয়াতে তাওহীদ তথা ঈমানের দাবীর

১. সূরা আন-নাহল: ৩৬

২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬

গ্রহণযোগ্যতার শর্ত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, এ আয়াতের **فمن يكفر بالطاغوت** তথা তুগুতের প্রতি অবিশ্বাস রাখা হচ্ছে তাওহীদের গ্রহণযোগ্যতার প্রথম শর্ত আর **ويؤمن بالله** তথা আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখা হচ্ছে তাওহীদের গ্রহণযোগ্যতার দ্বিতীয় শর্ত আর **بالعروة الوثقى** তথা দৃঢ় বন্ধন বলতে কালিমাহ'কে বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ **لا إله إلا الله**।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন **لا إله إلا الله** বললো তখন সে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সকল বাতিল মা'বুদ অর্থাৎ তুগুতকে অস্বীকার, অবিশ্বাস তথা বর্জন করলো আর যখন **لا إله إلا الله** বললো, তখন সে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই ইলাহ্ তথা মা'বুদ হিসেবে মেনে নিলো।

### কুফর বিত-তুগুত বা তুগুতের প্রতি অবিশ্বাস রাখা। (প্রথম শর্ত)

তুগুত (**الطاغوت**) শব্দটির মূল হচ্ছে **طغیان** যার অর্থ: সীমালঙ্ঘন করা। সুতরাং তুগুত অর্থ: সীমালঙ্ঘনকারী। আর পরিভাষায় তুগুত বলা হয় প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে, যার কারণে বান্দা আল্লাহ তা'আলার বিধি-নিষেধের সীমালঙ্ঘন করে। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যার হাতে কুফরী কাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব থাকে এবং সে মানুষকে শিরক ও কুফরের অন্ধকার পথে ধাবিত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى  
الظُّلُمَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

যারা ঈমান এনেছে, তাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফর করেছে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তুগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।<sup>১</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৭

উপরোক্ত আয়াতে আলো এবং অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমান ও কুফর।<sup>১</sup>

সুতরাং এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মানুষকে কুফরের দিকে ধাবিত করে; তারাই তুগুত।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট ছাত্র মুজাহিদ ইবনু জাবর রহিমাল্লাহু বলেন,

الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون اليه وهو صاحب أمرهم

অর্থ: তুগুত হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান, যার কাছে মানুষ বিচার-ফায়সালার জন্য শরণাপন্ন হয়; আর সে তাদের নেতৃত্ব প্রদানকারী।<sup>২</sup>

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কাউকে উক্তি, যুক্তির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে বা শক্তি প্রয়োগ করতঃ কুফর-শির্কের দিকে যেতে বাধ্য করে, এরা সবাই তুগুত এবং বাতিল মা'বুদ। আর যারা এদের আনুগত্য করে, তারা তুগুতের অনুসারী ও ইবাদাতকারী তথা কাফির।

### তুগুতের প্রকার

ইসলাম বিরোধী সকল শক্তিই তুগুত, যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে কিংবা যারা মানুষকে পাপ কাজে বাধ্য করে; এরাই তুগুত।

নিম্নে কিছু তুগুতের উদাহরণ দেয়া হলো

১. **শয়তান:** যে মানুষের অন্তরে কুফর-শির্কসহ সমস্ত অন্যায়ের প্ররোচনা দিয়ে থাকে।
২. **ধর্মদ্রোহী শাসক:** যে দ্বীন বিরোধী আইন প্রণয়ন, দ্বীন বিরোধী অবস্থান ও মানুষকে দ্বীন বিরোধী কাজে বাধ্য করে।
৩. **বিভ্রান্তকারী ধর্মীয় নেতা:** যে দ্বীনের বিধান বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে।

---

১. তাফসীরে তুবারী

২. সূরা আন-নিসা: ৫১-তাফসীরে তুবারী ৯৭৭০



## পবিত্র কুরআনে ত্বগুতের বর্ণনা

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى  
الظُّلُمَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾

যারা ঈমান এনেছে, তাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফর করেছে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে ত্বগুত, তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরা জাহান্নামবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।<sup>১</sup>

প্রথম আয়াতের ঘোষণা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ত্বগুতের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং ত্বগুত বর্জন করো।<sup>২</sup>

দ্বিতীয় আয়াতের ঘোষণা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলগণ প্রত্যেকেই ত্বগুত বর্জনের আহবানের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত বলে সংবাদ দিয়েছেন।

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৭

২. সূরা আন্-নাহল: ৩৬

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ  
لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

দ্বীনের ব্যাপারে কোন চাপ প্রয়োগ নেই। নিশ্চয়ই সুপথ  
আলাদা হয়ে গিয়েছে কুপথ হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি তুগুতের  
প্রতি অবিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখবে,  
সেতো সুদৃঢ় বন্ধন আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর  
আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞানী।<sup>১</sup>

তৃতীয় আয়াতের ঘোষণা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের  
গ্রহণযোগ্যতার জন্য তুগুত বর্জনের শর্তারোপ করেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ  
الْبُشْرَىٰ ۖ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ  
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ  
أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

যারা তুগুতের ইবাদাত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ  
অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব  
আপনি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দিন- যারা মনোযোগ  
দিয়ে কথা শোনে অতঃপর তন্মধ্যে যা সর্বোত্তম, তার  
অনুসরণ করে। তারা হল- যাদের আল্লাহ হিদায়াত  
দিয়েছেন আর তারাই জ্ঞানের অধিকারী।<sup>২</sup>

চতুর্থ আয়াতের ঘোষণা : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তুগুত  
বর্জনকারীদের সুসংবাদ দিয়েছেন।

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬

২. সূরা আয-যুমার: ১৭-১৮

৫. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ  
مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ  
يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ①

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি; তারা তুগুতের কাছে বিধি-বিধান গ্রহণের জন্য যেতে চায়? অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে একে বর্জন করতে! বস্তুত শয়তান তাদেরকে সুদূর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায়।<sup>১</sup>

পঞ্চম আয়াতের ঘোষণা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তুগুতের ইবাদাতকারীদের বিভ্রান্তি ও ঈমানের অগ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরেছেন।

৬. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ  
الطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ  
آمَنُوا سَبِيلًا ②

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যাদেরকে কিতাবের ভাগ দেয়া হয়েছে? তারা মূর্তি ও তুগুতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং কাফিরদেরকে বলে যে, এরা মু'মিনদের তুলনায় অধিকতর সঠিক পথে রয়েছে।<sup>২</sup>

৭. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هَلْ أَنْتُمْ بِشِرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ  
مَنْ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ

১. সূরা আন-নিসা: ৬০

২. সূরা আন-নিসা: ৫১

وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن  
سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ  
সংবাদ দিবো যা আল্লাহ'র নিকট প্রতিফল হিসেবে রয়েছে?  
যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং তার উপর ত্রুদ  
হয়েছেন এবং এদের কতককে বানর ও শূকরে পরিণত  
করেছেন আর যে তৃণ্ডের ইবাদাত করেছে। এরা সবাই  
নিকৃষ্ট মানের এবং সরল পথ হতে একেবারে বিচ্যুত।<sup>১</sup>

### ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের ঘোষণা:

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা তৃণ্ডের ইবাদাতকারীদের বিভ্রান্তি,  
নিকৃষ্টতা ও অশুভ পরিণতির কথা তুলে ধরেছেন।

৮। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ  
فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيََاءَ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ  
كَانَ ضَعِيفًا ۝

যারা ঈমান এনেছে, তারা লড়াই করে আল্লাহ'র পথে। আর  
যারা কুফর করেছে, তারা লড়াই করে তৃণ্ডের পথে।  
সুতরাং, তোমরা লড়াই করতে থাক শয়তানের মিত্রদের  
বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল হয়ে থাকে।<sup>২</sup>

অষ্টম আয়াতের ঘোষণা: এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন যে,  
কাফিররা তৃণ্ডের পথে যুদ্ধ করে আর মু'মিনদের নির্দেশ দিয়েছেন  
শয়তানের মিত্র অর্থাৎ তৃণ্ড ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে।

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৬০

২. সূরা আন-নিসা: ৭৬

## ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখা (দ্বিতীয় শর্ত)

ঈমান (الإيمان) শব্দটি آمن শব্দ হতে নির্গত, যার অর্থ: নিরাপত্তা, বিশ্বস্ততা সুতরাং, ঈমান অর্থ: কাউকে নিরাপদ মনে করা, বিশ্বাস করা। আর শারীআতের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় ছয়টি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখাকে।

এ প্রসঙ্গে একবার জিবরীল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন,

فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله  
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.

অর্থ: অতএব আমাকে ঈমানের ব্যাপারে অবহিত করুনঃ তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহ'র প্রতি বিশ্বাস রাখবে, এবং তাঁর মালাইকা ও তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, আর তাঁর রসূলগণ ও পরকালের বিষয়ে এবং বিশ্বাস রাখবে তাকদীরের ভালো ও মন্দে।<sup>১</sup>

### আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয়। তিনি অনন্ত, অসীম, সুউচ্চ, মহান, সম্মানীয়, চিরঞ্জীব, অক্ষয়। তিনি সর্বশ্রষ্টা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা, সর্বকর্তা, সর্বদাতা, সর্বত্রাতা, সর্বপালন কর্তা ও সর্বনিয়ন্তা। তিনিই একমাত্র প্রভু। তিনি স্বাধীন-সার্বভৌম ও বিধাতা। তিনি পরাক্রম ও অমুখাপেক্ষী। সব কিছুই তাঁর অধীন-অনুগত, বাধ্যগত ও মুখাপেক্ষী। তিনি অতুলনীয়, কোন সৃষ্টি তার সমতুল্য ও সমকক্ষ নয়। সমস্ত গুণের পূর্ণতা ও

---

১. সহীহ মুসলিম: ৮

পূর্ণতার গুণাবলী একমাত্র তাঁরই। তাঁর গুণসমূহে সৃষ্টির কোন অংশীদারিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, এর সবই সত্য ও সঠিক আর এর পূর্ণাঙ্গ ইল্ম আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাত্রগণ তথা সাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন হতে ব্যাখ্যা-বিবরণ গ্রহণ ব্যতীত আমরা নিজ হতে কোন রকমের ব্যাখ্যা তথা রূপ, ধরন, সামঞ্জস্যতা ও সাদৃশ্য নির্ধারণ করবো না।<sup>১</sup>

## মালাইকার প্রতি ঈমান

মালাইকা (ملائكة) এর এক বচন মালাক (ملاك) যার অর্থ: পত্র, প্রতিনিধিত্ব, প্রতিনিধি, দূত। তারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। তারা নূর তথা আলোর তৈরি। তারা আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিভিন্নজনকে বিভিন্ন কার্যের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁরা কখনো আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হন না। আল্লাহ তা'আলা তাদের যাকে যে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তাঁরা সে কাজেই লিপ্ত রয়েছেন।<sup>২</sup>

## কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুপথে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে নাবী-রসূলগণের উপর বিভিন্ন কিতাব নাযিল করেছেন এবং সর্বশেষ কিতাব 'কুরআন' নাযিল করেছেন সর্বশেষ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অনুসরণ রহিত করেছে। সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত সমস্ত কিতাবই সন্দেহাতীতভাবে সত্য এবং সঠিক। তবে সর্বশেষ নাযিলকৃত কুরআনই একমাত্র অনুসরণীয় জীবনব্যবস্থা।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-বাকারাহ:২৫৫, সূরা আর্-রহমান:২৭-২৮, সূরা আয-যুমার:৬২, সূরা আল-মূলক:১৯, সূরা আল-হাদীদ:২-৩, সূরা আল-আম্বিয়া:৪, সূরা আল-বাকারাহ: ২০ ও ১৬৩, সূরা আন-নিসা:১২৬, সূরা আল-ফাতিহাহ:১, সূরা য়ুনুস: ৩১, সূরা আর্-রাদ:১৬, সূরা আল-আলাক:৩, সূরা য়ুসুফ:৪০, সূরা আলি-ইমরান:১৮৯, সূরা আল-ফুরকান:২, সূরা আল-আনআম:১৮, সূরা আল-আ'রফ: ৫৪, সূরা ইয়াসিন:৮৩, সূরা আল-আম্বিয়া:২৩, সূরা ইউনুস:৬৫, সূরা আল-ফাতির: ১৫, সূরা আশ-শুরো:১১, সূরা আত্ তাওবাহ:১০০, সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৭, সূরা আল-ফাতহা:২৯

২. সূরা আত্-তাহরীম: ৬) (সহীহ মুসলিম:২৯৯৬

৩. সূরা আশ-শুরো:১৫, সূরা আল-ক্বলাম:৫২-৫৩, সূরা আল-মায়িদাহ:৪৮

## নাবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সুপথে পরিচালনার জন্য বহুসংখ্যক নাবী-রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি বিভিন্ন প্রত্যাদেশ (ওহী) ও কিতাব নাযিল করেছেন। তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ ছিলেন। উম্মাতের কাছে তাঁদের সত্যতার প্রমাণ ও নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দ্বারা এমন কতিপয় আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করিয়েছেন, যাকে কুরআনের ভাষায় বাইয়্যিনাত, আয়াত এবং বুরহান বলা হয়েছে। সুতরাং, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নাবী ও রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন তাদের সবার রিসালাত (আল্লাহ'র প্রতিনিধিত্ব) ও নুবুওয়াত (আল্লাহ'র বার্তাবহন) এর প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক। তবে অনুসরণ হবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী ও রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের আনিত শারীআতের। তিনিই সর্বশেষ নাবী ও রসূল, তাঁকে প্রেরণের মাধ্যমে নাবী ও রসূল প্রেরণ এবং ওহী ও কিতাব নাযিল করণের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে।<sup>১</sup>

## পরকালের বিষয়ে ঈমান

মৃত্যু পরবর্তী জীবনের দুটি পর্যায় রয়েছে-

### ১. অন্তর্বর্তীকালীন জগৎ (عالم برزخ)

ইহকাল ও পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী যে সময় রয়েছে অর্থাৎ মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং কবরস্থ হওয়ার পর মুনকার-নাকির নামক মালাকদ্বয়ের আগমন এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রত্যেকে তখন তিনটি প্রশ্নের সম্মুখীন হবে।

-তোমার রব্ব কে?

-তোমার দীন কি?

-তোমার নাবী কে?

কাফির-মুনাফিকরা তখন 'হায়! আমি জানিনা' বলে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অজ্ঞতা, অক্ষমতা প্রকাশ করবে এবং কবরের শান্তি ভোগ করবে।

---

১. সূরা আর-র'দ:৭, সূরা আল-আম্বিয়া:২৫, সূরা আল-হাজ্জ:৫২, সূরা আন-নাহল:৪৪, সূরা বানী-ইসরইল:৫৯, সূরা আন-নিসা: ১৭৪, সূরা আল-মায়িদাহ:৪৮, সূরা আল-আহযাব:৪০

আর মু'মিনগণ সকলে যথাক্রমে :

-আমার রব্ব আল্লাহ

-আমার দ্বীন ইসলাম

-আমার নাবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে।

অতঃপর প্রশ্ন করা হবে, তুমি এগুলো কিভাবে জানলে? তখন মু'মিন বলবে, আমি আল্লাহ তা'আলার কিতাব পড়ে তা বিশ্বাস ও সত্যায়ন করেছি। অতঃপর মু'মিনগণ কবরে শান্তি লাভ করবে তবে কোন মু'মিন কাবিরহ-সগিরহ গুনাহ করার পর তাওবাহ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে শান্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। এই শান্তি একারণে নয় যে, মু'মিনগণ কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না বরং সকল মু'মিনই কবরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে, কেননা প্রশ্নগুলো ঈমান সংক্রান্ত। এভাবে সকলেই মৃত্যুর পরে মুনকার-নাকির মালাকদ্বয়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের পূর্বে ইসরফিল আলাইহিস সালামকে শিক্ষায় ফুৎকার দিতে বলবেন। ইসরফিল আলাইহিস সালামের শিক্ষার প্রথম ফুৎকারে নাবী- রসূল আলাইহিমুস সালাম ও শাহীদগণ ব্যতীত আসমান-জমিনের সকলে ভীত সন্ত্রস্ত ও বেহুঁশ হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় ফুৎকারে জিবরইল, মিকাইল, ইসরফিল, আযরইল ও আল্লাহ তা'আলার আরশ বহনকারী মালাইকা আলাইহিমুস সালাম ব্যতীত দুনিয়ায় অবশিষ্ট মানুষসহ সকলে মৃত্যুবরণ, ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অতঃপর একে একে সবাই এবং সর্বশেষ আযরইল আলাইহিস সালাম (মালাকুল মাউত) মৃত্যুবরণ, ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবেন।

২. পুনরুত্থান দিবস ও অনন্তকাল (يوم القيامة . يوم الخلود)

আল্লাহ তা'আলা ইসরফিল আলাইহিস সালামকে পুনরায় সৃষ্টি করে তৃতীয়বার শিক্ষায় ফুৎকার দিতে বলবেন। এর মাধ্যমে সকলে পুনর্জীবন লাভ করবে এবং পুনরুত্থিত হবে। এ জগৎ অনন্ত, যার শুরু রয়েছে কিন্তু শেষ নেই। অতঃপর সকলে হাশ্বের ময়দানে সমবেত হবে। কিয়ামাতের দিনের ভয়াবহতা ও বিপদ সংকুল পরিস্থিতির কারণে সবাই পিপাসার্ত হয়ে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাবে। অতঃপর



তিনি দীনের অনুসারীদের হাউজে কাউছার হতে পানি পান করাবেন। অতঃপর সকলে আল্লাহ'র নিকট হিসাব-বিচারের সম্মুখীন হবে। মীযান (দাড়িপাল্লা) স্থাপন করা হবে এবং আমালনামা ওয়ন করা হবে। যারা কাফির, তাদের হিসাব-নিকাশের পর চিরস্থায়ী জাহান্নামের ফায়সালা হবে। আর মু'মিনদের অনেকের আমালনামা ওয়ন করা ছাড়াই অর্থাৎ বিনা হিসাবে জান্নাতের ফায়সালা হবে। আর যাদের আমালনামা ওয়নের পর নেক আমালের পাল্লা ভারী হবে অথবা নেক আমাল ও বদ আমালের পাল্লা সমান হবে, তাদের জান্নাতের ফায়সালা হবে। আর যাদের বদ আমালের পাল্লা ভারী হবে, তাদের কাউকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অন্যান্য নাবীগণ আলাইহিমুস সালাম ও জান্নাতিদের সুপারিশে বিশেষ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর কাউকে সুপারিশ গৃহিত না হওয়ায় জাহান্নামে শাস্তিদানের পর ক্ষমাপূর্বক জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়া হবে। আমালনামার হিসাবের পরে কাফিরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তবে কাফিরদের মধ্যে যারা মুনাফিক, তারা মু'মিনদের সাথে হাশ্বরের ময়দানে থেকে যাবে। তখন হাশ্বরের ময়দান পুরো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।

অতঃপর সকলকে আলো প্রদান করা হবে সিরাত তথা জাহান্নামের উপর নির্মিত সেতু অতিক্রম করার জন্য, যা চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। তখন মুনাফিকদের আলো নিভে যাবে বিধায় তারা মু'মিনদের আলোয় কিছুদূর পথ চলবে, অতঃপর তাদেরকে মু'মিনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করা হবে। মু'মিনদের মধ্যে যাদের জন্য সুপারিশ গৃহিত হয়নি, তাদেরকে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের কাঁটা এসে সিরাত হতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে আর বাকি সকল মু'মিন তা অতিক্রম করতে পারবে। প্রত্যেকে তার আমাল অনুযায়ী সেখান থেকে পার হবে অর্থাৎ আমাল ভেদে চলার গতির ক্ষেত্রেও তারতম্য হবে। অতঃপর জান্নাতিরা আরেকটি সেতুর কাছে এসে জড়ো হবে। তখন পৃথিবীতে একে অন্যের প্রতি যার যা অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পর তারা পরিপূর্ণ দোষ-অভিযোগ মুক্ত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।<sup>১</sup>

১. সূরা আল-মু'মিনুন: ১০০, সূরা আন-নিসা: ১৪৫, সূরা আল-হাদীদ : ১২-১৩, সূরা আন-নামল: ৮৭, সূরা আয-যুমার:৬৮, সূরা আব্ব-রহমান:২৬, সূরা আল-ক্বসস:৮৮, সূরা আল-আনকাবুত:৬৪, সূরা আল-আনআম: ৩৬, সূরা আন-নূর: ২৪, সূরা আল-মু'মিনুন: ১০২, সূরা আল-আ'রফ: ৪৬-৪৯, সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭, সূরা আল-আ'রফ:৮ সূরা ক্বফ: ৩৪।

## তাকদীরের ভাল-মন্দের বিষয়ে ঈমান

আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলক) সৃষ্টির ভাগ্যসমূহ লিখে রেখেছেন। তিনি সকল কিছু ঘটান পূর্বেই তা সম্পর্কে অবহিত এবং তার ইচ্ছানুসারেই সব কিছু সংঘটিত হয়। তিনি ভাল-মন্দ সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি ভাল-মন্দ সকল কিছুর নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক। তবে বান্দা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তির বলে কৃত মন্দকর্মের জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত আজ্ঞা-নিষেধাজ্ঞামূলক কোন বিধানই বান্দার সাধ্যের বাইরে নয়। সুতরাং ভাগ্যের অজুহাত দাঁড় করিয়ে নিজেকে অক্ষম ভেবে দায়িত্বহীন এবং দায়মুক্ত মনে করা যাবে না। কেননা তিনি শক্তি, সামর্থ্য, সাধ্য ও ক্ষমতার বাইরে কারো উপর কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেননা। কেউ কোন বিধান পালনে অক্ষম হলে তিনি তাকে ছাড় এবং সুযোগ প্রদান করেন। ভাগ্যের অজুহাত দাড় করিয়ে কোন অপরাধের দায় এড়ানো যাবেনা এবং ভাগ্য নিয়ে বিতর্ক করা নিষেধ। কোন অবস্থাতেই ভাগ্যের প্রতি হতাশা-নিরাশা বৈধ নয়।<sup>১</sup>

---

(সুনানে তিরমিজি: ২৩০৭, সহীহ বুখারী:২৬, মুসনাদে আহমাদ:১৮৫৭৫, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৫৩, আল বা'স ওয়ান-নুশুর: ৬০৯, সহীহ মুসলিম: ২২৯২, সহীহ বুখারী: ৬৫৮২, সহীহ বুখারী: ৬৫৪২, সহীহ বুখারী: ২৭৬৮, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৩৯, সহীহ মুসলিম: ১৮৩, সহীহ বুখারী: ৪৪, সহীহ বুখারী ৮০৬

১. সূরা আল-হাজ্জ: ৭০, সূরা আত্-তাকয়্বাইর: ২৯, সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৩, সূরা আল-কুমার: ৪৯, সূরা আল-ফুরক্বান: ২, সূরা আর-র'দ: ৮, সূরা আল-আহযাব: ৩৮, সূরা ইউনুস: ৬১, সূরা আয-যুমার ৬২, সূরা আস্-সফ্ফাত:৯৬, সূরা আল-আম্বিয়া: ৩৫, সূরা আন্-নিসা: ৭৮, সূরা আল-আম্বিয়া: ২৩, সূরা আল-বালাদ:৮-১০, সূরা আদ-দাহর:২-৩, সূরা আল-বাকারাহ:২৮৬, সূরা আয-যুমার: ৫৩, সূরা য়ুসুফ: ৮৭)

সহীহ মুসলিম: ২৬৫৩, সহীহ মুসলিম: ৮, সুনানে তিরমিজি: ২৫১৬, সহীহ বুখারী: ৪৯৪৬, সুনানে তিরমিজি:২১৩৩

## ঈমানের শাখাসমূহ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إمطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله.

অর্থ: ঈমানের সত্তরোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া আর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই’ এ কথা বলা।<sup>১</sup>

উল্লেখ্য, ঈমানের সকল শাখা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে একত্রে আসেনি। তবে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে ঈমানের শর্ত ও ঈমানদারের যেসব গুণাবলীর কথা এসেছে, উলামায়ে কিরাম তা একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন।

এই শাখাগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

১. أفكار তথা অন্তর ও চিন্তা সম্পর্কিত।
২. أقوال তথা কথা সম্পর্কিত।
৩. أفعال তথা কর্ম সম্পর্কিত।

---

১. সুনানে তিরমিজি: ২৬১৪

## অন্তর ও চিন্তা সম্পর্কিত শাখা

আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস ।	সৃষ্টির প্রতি দয়াদ্র মনোভাব ।
আল্লাহ'র মালাইকার প্রতি বিশ্বাস ।	নিফাক মুক্ত থাকা ।
আল্লাহ'র কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস ।	অহংকার ত্যাগ ।
আল্লাহ'র রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস ।	হিংসা বর্জন ।
পরকালে বিশ্বাস ।	কু-ধারণা পরিহার ।
তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস ।	মনোমালিন্য পরিহার ।
আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসা ।	অমঙ্গল কামনা পরিহার ।
আল্লাহ'র জন্য কাউকে ভালোবাসা ।	লৌকিকতা পরিহার ।
আল্লাহ'র জন্য কাউকে ঘৃণা করা ।	অন্যায় ইচ্ছা পরিত্যাগ ।
আল্লাহ'র প্রতি একনিষ্ঠতা ।	সেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ ।
আল্লাহ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা ।	ক্রোধ দমন ।
আল্লাহ'র সকল সিদ্ধান্তে সম্মুখ থাকা ।	ধৈর্যধারণ ।
সৎকর্মে আনন্দ অনুভব ও অসৎকর্মে খারাপ লাগা ।	বিনয়ী হওয়া ।
আল্লাহ'র প্রতি ভয় ।	সহনশীলতা ।
আল্লাহ'র প্রতি আশা ।	লজ্জাশীলতা ।
আল্লাহ'র প্রতি ভরসা ।	তাওবাহ ।
	দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকা ।
	সর্বদা আল্লাহ'র স্মরণ ।

## কথা সম্পর্কিত শাখা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেয়া ।	ইল্ম শিখানো ।
কুরআন তিলাওয়াত করা ।	দু'আ করা ।
ইল্ম শিখা ।	যিক্র করা ।
অনর্থক কথা পরিহার ।	সত্য কথা বলা ।

## কর্ম সম্পর্কিত শাখা

মনিবের আনুগত্য করা ।	ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা ।
পবিত্রতা অর্জন ।	ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য ।
সলাত আদায় ।	গোলাম আজাদ করা ।
সিয়াম পালন ।	আমানাত রক্ষা করা ।
যাকাত প্রদান ।	মু'মিনের হক আদায় করা ।
হাজ্জ আদায় ।	পিতা-মাতার হক আদায় করা ।
লজ্জাশ্রানের হিফাজত ।	প্রতিবেশীর হক আদায় করা ।
ই'তিকাফ করা ।	অধীনস্থদের হক আদায় করা ।
অঙ্গীকার পূরণ ।	ঝগড়া-বিবাদের মিমাংসা করে দেয়া ।
কাফ্ফারা আদায় ।	মু'মিনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ।
ভালো কাজে সহায়তা ।	বড়দের সম্মান করা ।
সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ।	ছোটদের স্নেহ করা ।
আল্লাহ'র জন্য মিত্রতা ও আল্লাহ'র জন্য শত্রুতা ।	ওজনে কম না দেয়া ।
জিহাদ করা ।	মালে ভেজাল না করা ।
হিজরত করা ।	অর্থ-সম্পদের সদ্যবহার করা ।
পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ ।	কারো ক্ষতি না করা ।
অধীনস্থদের প্রতি সদাচরণ ।	সব রকমের অন্যায় থেকে বিরত থাকা ।
ন্যায় বিচার করা ।	রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা । <sup>১</sup>
দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা ।	

১. কিতাবুল ঈমান: ইবনু আবি শাইবাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান: ঈমান অধ্যায় , শুআবুল ঈমান: আল বাইহাকী, ফাতহুল বারী: ইবনু হাজার আল আসকালানি ১/৫২, উমদাতুল কারী: বাদরুদ্দিন আল আইনি ১/১২৫, আল মিনহাজ: আন্-নাওয়াবী ২/৫, মিরকাতুল মাফাতিহ: মুল্লা আলি আল কারী ১/১৩৪

## ইসলাম (الإسلام)

ইসলাম (الإسلام) শব্দটি মূলত দুটি মূলধাতু হতে নির্গত।

১। سلم অর্থ: সন্ধি, সমঝোতা, সমর্পণ।

২। سلم অর্থ: নিরাপত্তা, শান্তি।

প্রথম মূলধাতু হতে নির্গত ইসলাম(إسلام) এর অর্থ: আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, নিজেকে সঁপে দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾

যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে নিজেকে আল্লাহ'র জন্য সমর্পণ করল, তো অবশ্যই তার জন্য তার পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না।<sup>১</sup>

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَسْلَمْتُ

অর্থ: তুমি আত্মসমর্পণ কর, নিরাপত্তা পাবে।<sup>২</sup>

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১১২

২. সহীহ বুখারী: ৭, সহীহ মুসলিম: ১৭৭৩

দ্বিতীয় মূলধাতু হতে নির্গত ইসলাম (إسلام) এর অর্থ: নিরাপত্তা গ্রহণ করা, শান্তির পথ বেছে নেয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٠﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।<sup>১</sup>

উভয় অর্থের নিরিখে ইসলাম মানে হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দেয়া, তার বিধি-নিষেধের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতঃ নিরাপত্তা ও শান্তির পথ বেছে নেয়া।

## ইসলামের ভিত্তি

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

ইসলামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল আর সলাত কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা আর আল্লাহ'র ঘরে হাজ্জ করা ও রমাদনে সিয়াম পালন করা।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২০৮

২. সহীহ বুখারী: ৮, সহীহ মুসলিম: ১৬

## দীন (الدین)

দীন (الدین) এর শাব্দিক অর্থ: আইন-নীতি, রীতি, পর্যালোচনা, প্রতিদান ও আনুগত্য। পরিভাষায় দীন বলা হয়- জীবন বিধান তথা ইহ-পরকালীন নীতির প্রতি বিশ্বাস ও তৎভিত্তিক কর্মকে। বাংলা ভাষায় ‘ধর্ম’ শব্দটি দীনের সম অর্থে ব্যবহৃত হয়।

### আল্লাহ’র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন

আল্লাহ তা’আলার নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল দীন অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা ব্যতীত অন্য কারও একত্ববাদ, দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও বহুত্ববাদ এবং একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রসহ সকল তন্ত্র-মন্ত্রই আল্লাহ তা’আলার নিকট পরিত্যাজ্য।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ’র নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।<sup>১</sup>

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٥﴾

---

১. সূরা আলি-ইমরান: ১৯



আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন সন্ধান  
করবে, কিছুতেই তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না  
এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।<sup>১</sup>

উল্লেখ্য, ঈমান, ইসলাম ও দীন শব্দত্রয়ের মধ্যে শাব্দিক ও বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা যে দীন বা জীবন বিধান দিয়েছেন, তা হচ্ছে ইসলাম আর সেই দীন বা ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে ঈমান। অতএব আল্লাহ তা'আলার দীনের অনুসারী সকল মুসলিমই মু'মিন এবং সকল মু'মিনই মুসলিম।

---

১. সূরা আলি-ইমরান: ৮৫

## শারীআত

### (الشريعة)

শারীআত (الشريعة) এর শাব্দিক অর্থ : আইন-নীতি। পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিভিন্ন সময়ে নাবী-রসূলগণের নিকট নাযিলকৃত-প্রেরণকৃত কিতাবসমূহ বা বিধানাবলীকে শারীআত বলা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী-রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কুরআন তথা সর্বশেষ কিতাব নাযিল-প্রেরণ করেছেন। যা পূর্ববর্তী সকল কিতাব বা শারীআতের অনুসরণ রহিত করেছে। আর তাঁকে পবিত্র কুরআনসহ অনুরূপ বিধি তথা সুন্নাহ'ও দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
وَأُهْمِينَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ  
مِنْهَا جَاوِزًا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

আর আমি আপনার নিকট সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি এর পূর্বের কিতাবসমূহের সত্যায়ন এবং তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে। সুতরাং আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করুন আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা এবং আপনার কাছে যে সত্য এসেছে, তা বাদ দিয়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কর্মনীতি ও কর্মপস্থা নির্ধারণ করেছি। আর আল্লাহ চাইলে তোমাদের এক উম্মাত বানাতেন বরং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিবেন। সুতরাং, তোমরা কল্যাণমূলক কাজসমূহে প্রতিযোগিতা কর। আমার কাছেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের অবহিত করব যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে।<sup>১</sup>

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝١٨

অতঃপর আমি আপনাকে দীনের বিধানের উপর রেখেছি। সুতরাং তা অনুসরণ করুন আর যারা জানে না, তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

অর্থ: জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব ও এর সাথে অনুরূপ দেয়া হয়েছে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৮

২. সূরা আল-জাসিয়াহ: ১৮

৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৪

## দীন ও শারীআতের মধ্যে পার্থক্য

দীন বলা হয় আকীদাহ (العقيدة) ও আমাল (العمل) তথা বিশ্বাস ও তৎভিত্তিক কর্মের সমষ্টিকে। তবে দীন শব্দটি কখনো শুধু আকীদাহ তথা আদর্শ-বিশ্বাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد

অর্থ: আর নাবীগণ হচ্ছেন বৈমায়েয় ভাই, যাদের মা ভিন্ন আর দীন এক।<sup>১</sup>

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দুটি বিষয় জানা যায়-

১. দীন শব্দটি কখনো শুধু আকীদাহ তথা আদর্শ- বিশ্বাস অর্থ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।
২. উপরোক্ত হাদীসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবী-রসূল আলাইহিমুস সালামের পরস্পর সম্পর্কে বিভিন্ন মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী এক পিতার সন্তান তথা বৈমায়েয় ভাইদের সাথে উপমা দিয়েছেন। সুতরাং পূর্বোক্ত সূরা আল-মায়িদাহ'র ৪৮ নং আয়াত এবং এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলগণ আলাইহিমুস সালামকে অভিন্ন আকীদাহ এবং ভিন্ন শারীআত-আমাল দান করেছেন অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরক, ঈমান ও কুফর এর বিষয়ে নাবী-রসূলগণের নিকট ভিন্ন কোন বিধান নাযিল-প্রেরণ করা হয়নি। তবে আমাল তথা প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক জীবনে তাদের নিকট বিভিন্ন শারীআত নাযিল-প্রেরণ করা হয়েছে।

---

১. সহীহ বুখারী: ৩৪৪৩

## মু'মিনের আইন গ্রহণ ও অনুসরণের উৎস

প্রত্যেক মু'মিন তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ্ হতেই গ্রহণ করবে অর্থাৎ তার জীবনের সকল চিন্তা, কথা ও কর্মের বৈধতা-অবৈধতার আইনের উৎস হবে এই কুরআন-সুন্নাহ্। সুতরাং, যেক্ষেত্রে কোন আইন কুরআন-সুন্নাহ্'য় সুস্পষ্ট বিবৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রে সে আইন মেনে চলবে আর যেক্ষেত্রে কোন আইন সুস্পষ্ট বিবৃত হয়নি, সেক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্'র আলোকে গবেষণা করে শারীআত অনুসরণ করবে। আর যদি গবেষণার যোগ্যতা না থাকে, তাহলে আলিমগণের কাছ থেকে জেনে নিয়ে শারীআত অনুসরণে সচেষ্ট থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّيَذَّبَ رُؤَا'ئِيهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ  
أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٩﴾

এক বারাকাতপূর্ণ কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি ;যেন তারা এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানের অধিকারীগণ তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে।<sup>১</sup>

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

---

১. সূরা সদ: ২৯

তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তার অনুসরণ কর আর তার পরিবর্তে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করবে না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর।<sup>১</sup>

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبَيِّنُ ﴿٥٠﴾

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ'র অনুসরণ কর এবং রসূলের অনুসরণ কর। অতএব যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটার দায় তাঁর আর তোমাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটার দায় তোমাদের। আর যদি তাঁর অনুসরণ কর, তাহলে সুপথ পাবে আর রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।<sup>২</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

আর আমি আপনার পূর্বে মানুষদেরকেই রসূল হিসেবে পাঠিয়েছি, যাদের কাছে আমি প্রত্যাদেশ করতাম। অতএব যদি তোমরা না জানো, তাহলে কিতাবধারীদের জিজ্ঞেস কর।<sup>৩</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

অর্থ: জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব ও এর সাথে অনুরূপ দেয়া হয়েছে।<sup>৪</sup>

১. সূরা আল-আ'রফ: ৩

২. সূরা আন-নূর: ৫৪

৩. সূরা আন-নাহ্ল: ৪৩

৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৪

لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه

অর্থ: আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে থাকা অবস্থায় তার কাছে আমার কোন ফরমান পৌঁছে; যাতে আমি কোন আদেশ বা নিষেধ করেছি অতঃপর সে বলে, আমরা জানি না, আল্লাহ'র কিতাবে যা পাই তারই অনুসরণ করি।<sup>১</sup>

يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا  
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

অর্থ: হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট যা রেখে গেলাম, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধর, তাহলে কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহ'র কিতাব এবং তাঁর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।<sup>২</sup>

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه

অর্থ: আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে গেলাম, তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না যতক্ষণ তা আঁকড়ে থাকবে: আল্লাহ'র কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাত।<sup>৩</sup>

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৫

২. আল মুসতাদরাক: ৩১৭

৩. মু'আত্তা মালেক: ৩৩৩৮

## কুরআন-সুন্নাহ'র পরিচয়

কুরআন(القرآن) এর শাব্দিক অর্থ: পড়া, বুঝা ও অনুধাবন করা।

পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী-রসূল মুহাম্মাদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত- প্রেরণকৃত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থকে কুরআন বলা হয়।

সুন্নাত (السنة)এর শাব্দিক অর্থ: নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, অভ্যাস ও জীবনধারা।

পরিভাষায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম এবং তিনি কর্তৃক সাহাবাগণের (রদিয়াল্লহু আনহুম) কথা-কর্মের সংশোধন, অনুমোদন এবং নীরব সমর্থনকে সুন্নাহ বলা হয়।

## শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ'র বিধানের স্তর

শারীআত তথা কুরআন-সুন্নাহ'র আল্লাহ তা'আলা করণীয়-বর্জনীয় উভয় রকমের বিধান দিয়েছেন।

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودَهَا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

অর্থ: নিশ্চয়ই মহান ও পরাক্রম আল্লাহ কিছু বিষয় আবশ্যক করে দিয়েছেন, অতএব তা বিনষ্ট করোনা এবং কিছু বিষয় নিষেধ করে দিয়েছেন, অতএব তা অবমূল্যায়ন করোনা আর কিছু সীমারেখা দিয়েছেন, অতএব তা লঙ্ঘন করোনা আর কিছু বিষয়ে নীরব রয়েছেন ভুলে গিয়ে নয়, অতএব তা অনুসন্ধান করোনা।<sup>১</sup>

---

১. সুনানে দারা কুতনি: ৪৩৯৬



## করণীয় বিধান

### ফার্য (الفرض)

ফার্যের এর শাব্দিক অর্থ: নির্ধারণ করা, আবশ্যিক করা, আরোপ করা।

পরিভাষায় ফার্য বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মানবজাতির জন্য যে সকল বিধান আরোপ করেছেন। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, যাকাত প্রদান, হাজ্জ আদায় ও রমাদনের সিয়াম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①

একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং তা আবশ্যিক করে দিয়েছি আর তাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।<sup>১</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ②

আর তোমরা সলাত কয়েম করো ও যাকাত প্রদান করো এবং রসুলের অনুসরণ করো, যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হও।<sup>২</sup>

১. সূরা আন-নূর: ১

২. সূরা আন-নূর: ৫৬

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣﴾

আর তোমরা সলাত কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো  
এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম আবশ্যিক করা  
হয়েছে, যেমন আবশ্যিক করা হয়েছিল তোমাদের  
পূর্ববর্তীদের উপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন  
করতে পার।<sup>২</sup>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

আর আল্লাহ'র জন্য মানুষের উপর বাইতুল্লাহ'র হাজ্জ  
আবশ্যিক, যে সেখানে পৌছতে সক্ষম হয়।<sup>৩</sup>

## সুন্নাত (السنة)

সুন্নাত এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সুন্নাত দুই প্রকার

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ (السنة المؤكدة) বা গুরুত্বারোপকৃত সুন্নাত।

সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদাহ (السنة غير المؤكدة) বা গুরুত্বারোপ মুক্ত সুন্নাত।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ দুই প্রকার

১. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ওয়াজিবাহ (السنة المؤكدة الواجبة)

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ৪৩

২. সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৩

৩. সূরা আলি-ইমরন: ৯৭

অর্থাৎ রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা যে সকল আমাল করতেন এবং সঙ্গত কারণ ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি আর উম্মাতকে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন: জামাআতের সাথে সলাত আদায়, সলাতে তাশাহুদ পড়া।

আর এই সুন্নাত তথা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের জন্য যে সকল আমাল আবশ্যক করে দিয়েছেন, তা ফার্ষের মধ্যে গণ্য। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْبَيِّنُ ﴿٥٨﴾

আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ'র অনুসরণ কর এবং রসূলের অনুসরণ কর। অতএব যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটার দায় তাঁর আর তোমাদের যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেটার দায় তোমাদের। আর যদি তাঁর অনুসরণ কর, তাহলে সুপথ পাবে আর রসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية

অর্থ : কোন জনপদ ও গ্রামে তিনজন লোক থাকা কালে তাদের মধ্যে সলাত কায়েম নাহলে তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। অতএব তোমার উপর আবশ্যক হচ্ছে জামাআতের সাথে সলাত আদায় করা, কেননা নেকড়ে বাঘ দলছুট বকরিকেই খেয়ে ফেলে।<sup>২</sup>

১. সূরা আন-নূর: ৫৪

২. সুনানে আবু দাউদ: ৫৪৭

আর সাহাবাগণের (রদিয়াল্লহু আনহুম) থেকেও এই সুন্নাতের ক্ষেত্রে ফারয শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,

كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله : لا تقولوا هكذا فإن الله تعالى هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

অর্থ: আমরা তাশাহহুদ ‘ফারয’ হওয়ার পূর্বে বলতাম, আল্লাহ’র উপর শান্তি বর্ষিত হোক, জিবরীল ও মিকাইলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা এভাবে বলোনা, কেননা আল্লাহ তা’আলা তিনি নিজেই সালাম বরং এভাবে বলবে: সকল সম্মান ও সলাত এবং সৎকর্ম আল্লাহ’র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ’র করুণা ও তাঁর বারাকাত বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ’র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ’র বান্দা ও রসূল।<sup>১</sup>

### সুন্নাতে মুআক্কাদাহ গাইরে ওয়াজিবাহ (السنة المؤكدة غير الواجبة)

অর্থাৎ রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা যে সকল আমাল করতেন এবং সঙ্গত কারণ ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি আর উম্মাতকেও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তবে আবশ্যক করেননি। যেমন: কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের সলাত।

---

১. সুন্নাতে দারা কুতনী: ১৩৩৩

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطرقة للداء عن الجسد.

অর্থ: তোমাদের উচিত কিয়ামুল লাইল আদায় করা, কেননা তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের রীতি আর কিয়ামুল লাইল আল্লাহ'র নৈকট্য লাভের উপায় ও গুনাহ'র প্রতিবন্ধক এবং গুনাহ'র কাফ্যারা আর দেহ হতে রোগ দূরকারী।<sup>১</sup>

أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.

অর্থ: রমাদনের পরে সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহ'র মাস মুহাররমের আর ফার্বয় সলাতের পরে সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদ) সলাত।<sup>২</sup>

মুগিরাহ ইবনু শু'বা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه فقليل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাত (কিয়ামুল লাইল) পড়তেন, এমনকি তাঁর দু'পা ফুলে যেত। তাই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আল্লাহ কি আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেননি? তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবোনা?<sup>৩</sup>

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহাকে রমাদন মাসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

---

১. সুনানে তিরমিজি: ৩৫৪৯

২. সহীহ মুসলিম: ১১৬৩

৩. মুসনাদে আহমাদ: ১৮২৪৩

ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع  
ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن  
حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً

অর্থ: তিনি রমাদন ও রমাদনের বাইরে এগারো রাকআতের বেশী পড়তেন না।  
চার রাকআত পড়তেন, অতএব তুমি এর দীঘ ও সৌন্দর্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা  
করোনা। অতঃপর চার রাকআত পড়তেন, অতএব তুমি এর দীর্ঘ ও সৌন্দর্যের  
ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করোনা। অতঃপর তিন রাকআত পড়তেন।<sup>১</sup>

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা আরো বলেন,

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم  
عليها وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من  
النهار اثنتي عشرة ركعة

অর্থ : রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সলাত আদায়  
করতেন, তো সর্বদা তা আদায় করতে পছন্দ করতেন আর নিদ্রা, অসুখ বা  
ব্যথা তাকে কিয়ামুল লাইল থেকে বিরত রাখলে তিনি দিনে বার রাকআত  
সলাত আদায় করতেন।<sup>২</sup>

উল্লেখ্য, এই সুন্নাতে নাফল (অতিরিক্ত) হিসেবে গণ্য, তবে এর গুরুত্ব  
অনেক। আর এই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ গাইরে ওয়াজিবাহ'কে উলামাগণ  
সুন্নাতে রতিবাহ (السنة الراتبة) বা নিয়মিত আদায়কৃত সুন্নাতে নামেও  
অভিহিত করেছেন।

---

১. সহীহ বুখারী ৩৫৬৯

২. সুনানে নাসায়ী: ১৬০১

## সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদাহ (السنة غير المؤكدة)

অর্থাৎ যে সকল আমাল রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা করতেন না এবং উম্মাতকেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ বা জোর তাগিদ দেননি তবে এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তুলে ধরার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন: সলাতুদ্-দুহা অর্থাৎ সূর্যের কিরণ বা রৌদ্র প্রখর হলে যে সলাত আদায় করা হয়।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى.

অর্থ: তোমাদের শরীরের প্রতিটি জোড়ার উপর সদাকহ রয়েছে। সুতরাং, প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ একটি সদাকহ এবং প্রত্যেক আলহামদুলিল্লাহ একটি সদাকহ আর প্রত্যেক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটি সদাকহ এবং প্রত্যেক আল্লাহু আকবার একটি সদাকহ আর সৎ কাজের আদেশ একটি সদাকহ ও অসৎ কাজের নিষেধ একটি সদাকহ আর দুহার দুই রাকআত সলাত এসবের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।<sup>১</sup>

من حافظ علي شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر

অর্থ: যে ব্যক্তি দুহার জোড় সলাতের প্রতি যত্নবান হবে, তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়।<sup>২</sup>

من صلي الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة

অর্থ: যে ব্যক্তি বারো রাকআত সলাতুদ্-দুহা আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।<sup>৩</sup>

১. সহীহ মুসলিম: ৭২০

২. সুন্নাতে তিরমিজি: ৪৭৬

৩. সুন্নাতে তিরমিজি: ৪৭৩

إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين وإن صليتها  
أربعاً كتبت من المحسنين وإن صليتها ستاً كتبت من القانتين وإن  
صليتها ثمانياً كتبت من الفائزين وإن صليتها عشراً لم يكتب  
لك ذلك اليوم ذنب وإن صليتها ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتاً  
في الجنة.

অর্থ: যদি তুমি সলাতুদ-দুহা দুই রাকআত পড়, তাহলে তুমি উদাসীনদের  
মধ্যে গণ্য হবেনা আর যদি চার রাকআত পড়, তাহলে সৎ কর্মশীলদের  
মধ্যে গণ্য হবে এবং যদি ছয় রাকআত পড়, তাহলে অনুগতদের মধ্যে গণ্য  
হবে আর যদি আট রাকআত পড়, তাহলে সফল ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য হবে  
এবং যদি দশ রাকআত পড়, তাহলে সেদিন তোমার কোন গুনাহ লিখা হবে  
না আর যদি বারো রাকআত পড়, তাহলে আল্লাহ তোমার জন্য জান্নাতে  
একটি ঘর নির্মাণ করবেন।<sup>১</sup>

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع  
ويدعها حتى نقول لا يصلي.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সলাতুদ-দুহা পড়ে যেতেন,  
এমনকি আমরা বলতাম, তিনি তা পরিত্যাগ করবেন না আবার তা ছেড়ে  
দিতেন, ফলে আমরা বলতাম, তিনি তা আর আদায় করবেন না।<sup>২</sup>

উল্লেখ্য, এই সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদাহকে উলামগণ সুন্নাতে মুসতাহাব্বাহ  
(السنة المستحبة) বা আদায় প্রত্যাশিত ও কাম্য সুন্নাত এবং সুন্নাতে  
যায়িদাহ (السنة الزائدة) বা অতিরিক্ত সুন্নাত নামেও অভিহিত করেছেন।

১. আস-সুনানু কুবরা লিল বাইহাকী: ৪৯০৬

২. সুনানে তিরমিজি: ৪৭৭



## হালাল (الحلال)

হালাল এর শাব্দিক অর্থ: বৈধ, বিধিসম্মত।

পরিভাষায় হালাল বলা হয়- পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'য় যে সব বিষয়ে বৈধতার স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়, নারীর জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদ  
হারাম করেছেন।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه  
عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا - ثم تلا  
هذه الآية : وما كان ربك نسيا

অর্থ : আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন, তা হালাল আর যা হারাম  
করেছেন, তা হারাম আর যে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তা ছাড়  
প্রদান। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ'র পক্ষ হতে তাঁর অনুগ্রহ গ্রহণ কর। কেননা  
আল্লাহ কোন কিছু ভুলে যান না। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত  
করেন: وما كان ربك نسيا (আর তোমার রব্ব বিস্মৃত হননা)।<sup>২</sup>

أحل الذهب والحريير لإناث أمتي وحرم علي ذكورها

অর্থ: আমার উম্মাতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল করা হয়েছে আর  
পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ:২৭৫

২. মুসনাদে বাযযার: ৪০৮৭

৩. সুনানে নাসায়ী: ৫১৬৩

উল্লেখ্য, জায়িয় (الجانز)-এর শাব্দিক অর্থ অনুমোদিত, সম্ভব, অতিক্রমকারী।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বৈধ বিধান সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে হালাল শব্দের পরিবর্তে জায়িয় শব্দ ব্যবহার করেছেন।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما

অর্থ: মুসলিমগণ পরস্পর সমঝোতা বৈধ, তবে সে সমঝোতা ব্যতীত যা কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে এবং মুসলিমগণ তাদের শর্তসমূহে দায়বদ্ধ, তবে সে শর্ত ব্যতীত, যা কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে।<sup>১</sup>

আর যে সকল বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ'য় বৈধ-অবৈধ কোন বিবরণ আসেনি, তা হাদীসের ভাষায় আফউন (عفو) বা আফিয়াতুন (عافية) অর্থাৎ ছাড় প্রদান কৃত অথবা মাসকুত আনহু (المسكوت عنه) অর্থাৎ মৌন সমর্থিত বলা হবে। অবশ্য উলামাগণ এক্ষেত্রে মুবাহ (المباح) অর্থাৎ অনুমোদিত শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন পানি ক্রয়-বিক্রয় করা। উল্লেখ্য, মাসকুত আনহু কাজেও সাওয়াব প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। কেননা তা দীনেরই অংশ। আর যে ব্যক্তি তা করে, সেতো শারীআত তথা দীনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখার নিয়্যাত করেছে।

---

১. সুনানে তিরমিজি: ১৩৫২

## বর্জনীয় বিধান

### হারাম (الحرام)

হারাম এর শাব্দিক অর্থ: নিষিদ্ধ, অবৈধ।

পরিভাষায় হারাম বলা হয়- পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ'য় যে সব বিষয়ে অবৈধতার স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। যেমন: যিনা, সুদ ও পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল  
ও মন্দ পথ।<sup>১</sup>

উল্লেখ্য, উলামাগণ কুরআন ও সুন্নাহ'র নিষিদ্ধ কাজসমূহের পার্থক্যকরণের লক্ষ্যে রসূল সল্লাল্লুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহের ক্ষেত্রে মাকরুহে তাহরীমি নাম ব্যবহার করেছেন।

### মাকরুহ (المكروه)

মাকরুহ এর শাব্দিক অর্থ: অপছন্দনীয়।

পরিভাষায় মাকরুহ বলা হয়- যে সকল বিষয় রসূল সল্লাল্লুহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ না করলেও অপছন্দ করেছেন। যেমন: কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা রসুন।

---

১. সূরা বানী ইসরাইল: ৩২

আবু আইয়ুব আনসারী রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما فسألته أحرام هو؟ قال لا ولكني أكرهه من أجل ريحه قال فإني أكره ما كرهت.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাবার পেশ করা হলে তিনি তা হতে খেয়ে আমার কাছে এর উদ্বৃত্ত পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি খাবারে রসুন থাকায় না খেয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে এর গন্ধের কারণে আমি তা অপছন্দ করি। তখন আবু আইয়ুব আনসারী রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেছেন, আমিও তা অপছন্দ করি।<sup>১</sup>

মুআবিয়া ইবনু কুররা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكلهما فأميتهما طبخا قال يعني البصل والثوم.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুটি গাছ খেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন: যে এগুলো খাবে, সে যেন কিছুতেই আমাদের মাসজিদের কাছে না আসে আর বলেছেন: যদি তোমাদের এগুলো খেতেই হয়, তাহলে রান্না করে এগুলো নিঃশেষ করে দিবে। মুআবিয়া ইবনু কুররা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রসুন।<sup>২</sup>

---

১. সহীহ মুসলিম: ২০৫৩

২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮২৭

আবু সাইদ খুদরী রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেঁয়াজ ও রসুন নিয়ে আলোচনা করা হলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রসুলাল্লাহ! রসুনই<sup>১</sup> তীব্রতর, আপনি কি তা হারাম মনে করেন? তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা তা খাও আর তোমাদের যে তা খাবে, তার কাছ থেকে যতক্ষণ না এর গন্ধ দূর হচ্ছে; সে যেন এই মাসজিদের কাছে না আসে।<sup>২</sup>

---

১. বাঁঝা ও গন্ধে

২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৮২৩

## কুফর (الكفر)

কুফর (الكفر) শব্দের আভিধানিক অর্থ: কোন কিছু ঢেকে রাখা, গোপন করা। পরিভাষায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে শারীআত নিয়ে এসেছেন এবং তা অপরিহার্য, অপরিবর্তনীয় এবং অলঙ্ঘনীয় বিধান হিসেবে মেনে চলার জন্য মানব জাতির কাছে উপস্থাপন করেছেন; তার যে কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার, অবিশ্বাস তথা প্রত্যাখ্যান করাকে কুফর বলা হয়। যে ব্যক্তি এই কুফরীতে লিপ্ত হয়, তাকে কাফির (الكافر) বলা হয়।

### কুফরের প্রকার

কুফর দুই প্রকার

১। الكفر الأكبر (কুফরে আকবার বা বড় কুফর)

অর্থাৎ যা একজন মুসলিমকে মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে বের করে দেয়। সামনে শিরকের ধরন অধ্যায়ে এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

২। الكفر الأصغر (কুফরে আসগর বা ছোট কুফর)

অর্থাৎ যা একজন মুসলিমকে মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে বের করে দেয় না।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

অর্থ: যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল, সে কুফর বা শিরক করল।<sup>১</sup> এখানে কুফর বা শিরক দ্বারা কুফরে আসগর বা শিরকে আসগর উদ্দেশ্য, যা একজন মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। কেননা তা যদি কুফরে আকবার বা শিরকে আকবার হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূর্য, চন্দ্রসহ বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর নামে কসম করতেন না। তবে এটা বান্দার জন্য বৈধ নয়।

---

১. সুনানে তিরমিজী: ১৫৩৫

## ছোট কুফর দুই প্রকার

১. الكبيرة (কাবীরহু গুনাহ বা গুরুপাপ)

২. الصغيرة (সগীরহু গুনাহ বা লঘুপাপ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَوْمَلْنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ جَدُّوَا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝

আর আমালনামা উপস্থাপন করা হবে, তখন তাতে যা রয়েছে তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন ভীত অবস্থায় এবং তারা বলবে, হায়! দূর্ভাগ আমাদের! এ কেমন কিতাব, যা ছোট ও বড় কোন কর্ম বাদ না দিয়ে সব কিছুই হিসাব রেখেছে? তারা তাদের কৃত কর্মসমূহ উপস্থিত পাবে আর আপনার প্রভু কারো প্রতি অবিচার করেন না।<sup>১</sup>

## কাবীরহু ও সগীরহু গুনাহ'র পরিচয়

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

الكبائر. كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب

অর্থ: কাবীরহু গুনাহ বলা হয়- যেসব পাপের পরিণতি হিসেবে আল্লাহ জাহান্নাম বা ক্রোধ অথবা অভিসম্পাত কিংবা শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন।<sup>২</sup>

সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ'য় যেসব পাপের বিবরণ এসেছে এবং সেসবের পরিণতি তথা ইহ-পরকালীন শাস্তির কথাও বলা হয়েছে, সেগুলো কাবীরহু গুনাহ। আর যেসব পাপের বিবরণ এসেছে, কিন্তু সেসবের পরিণতি তথা শাস্তির কথা উল্লেখ হয়নি, তা সগীরহু গুনাহ'র অন্তর্ভুক্ত।

১. সূরা আল-কাহ্ফ: ৪৯

২. তাফসীরে তুবারী, সূরা আন্-নিসা: ৩১

## কতিপয় কাবীরহু গুনাহ

ক্রমি.	গুনাহ	ক্রমি.	গুনাহ
০১	গালমন্দ করা।	১১	চুরি করা।
০২	পরনিন্দা করা।	১২	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।
০৩	অপবাদ দেয়া।	১৩	বিশ্বাসঘাতকতা করা।
০৪	কু-ধারণা করা।	১৪	অন্যায় ভাবে হত্যা করা।
০৫	অহংকার করা।	১৫	সুদি কারবারিতে জড়িত থাকা।
০৬	হিংসা করা।	১৬	ঘুষ লেনদেনে জড়িত থাকা।
০৭	মিথ্যা কথা বলা।	১৭	মদ্য পান করা।
০৮	গান-বাদ্য করা।	১৮	জুয়া খেলা।
০৯	অন্যের সম্পদের ক্ষতি করা।	১৯	যিনা করা।
১০	পিতা-মাতার সাথে অসদাচরণ করা।	২০	জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ হতে পলায়ন করা। <sup>১</sup>

১. সূরা আল-আহযাব:৫৮, সূরা আল-হজুরত:১২, সূরা আন-নিসা:১১২, সূরা আল-হাজ্জ:৩০, সূরা লুকমান:৬, সূরা আল-বাকারাহ:১৮৮, সূরা বানী ইসরইল:২৩, সূরা আল-মায়িদাহ:৩৮, সূরা বানী ইসরইল:৩৪, সূরা আল-বাকারাহ:২৭, সূরা আল-আনফাল:২৭, সূরা যুসুফ:৫২, সূরা আল-মায়িদাহ:৪৫, সূরা বানী ইসরইল:৩৩, সূরা আল-বাকারাহ:১৭৯, সূরা আন-নিসা:৯৩, সূরা আল-মায়িদাহ:৯০, সূরা আল-বাকারাহ:২১৯, সূরা বানী ইসরইল:৩২, সূরা আন-নূর:২, সূরা আল-আনফাল:১৫-১৬
- সুনানে ইবনে মাজাহ:৩৯৭৩, সহীহ বুখারী:৬০৫৫, সহীহ মুসলিম:২৫৮৯, সহীহ মুসলিম:৯১, সুনানে আবু দাউদ:৪৯০৩, সুনানে আবু দাউদ: ৩৫৯৭, সহীহ বুখারী: ৬০৭৬, সহীহ বুখারী:৬০৯৪, সুনানে ইবনে মাজাহ:৩২৬৩, সুনানে ইবনে মাজাহ:৪৯৭০, সহীহ বুখারী:৫৯৭৩, সুনানে তিরমিজি:২৫১১, আল আদাবুল মুফরাদ:৮৯৫, সহীহ মুসলিম:১০৮, সহীহ মুসলিম:১০২, সহীহ মুসলিম:১৫৯৮,



## কাবীরহু গুনাহ'র বিধান

কাবীরহু গুনাহ করার পর যদি কেউ ইসতিগফার ও তাওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন আর যদি ইসতিগফার ও তাওবাহ না করে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। তবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না আর এছাড়া যা রয়েছে, তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। যে আল্লাহ'র সাথে শির্ক করে, সেতো চরম অন্যায়ের অপবাদ আরোপ করল।<sup>১</sup>

## কাবীরহু গুনাহ বা গুরুপাপ মোচনের উপায়

১. الإِخْلَاصُ তথা গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ মনোভাব রাখা।
২. الإِسْتِغْفَارُ তথা কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৩. التَّوْبَةُ তথা গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা। এর শর্ত হলো-
  - ক. কৃত গুনাহের ব্যাপারে অনুতপ্ত হওয়া।
  - খ. গুনাহের কাজটি বর্জন করা।
  - গ. পুনরায় গুনাহটি না করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হওয়া।
  - ঘ. গুনাহটি যদি কাযা, কাফ্ফারা বা বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তা পূরণ করে দেওয়া।

---

সুনানে তিরমিজি:১৩৩৭, সুনানে আবু দাউদ:৩৬৭৪, সুনানে আবু দাউদ:৪৪৭৯, সহীহ ইবনে হিব্বান:৪৪২৭, সুনানে তিরমিজি:১৪৩৪, সহীহ বুখারী:২৭৬৬

১. সূরা আন-নিসা: ৪৮

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

অতএব তারা কি আল্লাহ'র নিকট প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেনা? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।<sup>১</sup>

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

অতএব যে তার অন্যায়ের পর তাওবাহ করবে এবং সংশোধন হয়ে নিবে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার তাওবাহ গ্রহণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।<sup>২</sup>

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿١٩﴾

আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে তিনি তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উত্তম উপকরণ ভোগ করতে দিবেন এবং প্রত্যেক অনুগ্রহের অধিকারীকে তিনি তার অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তোমাদের উপর কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করি।<sup>৩</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৭৪

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৯

৩. সূরা হুদ: ৩

আর যারা যখন কোন অশ্লীল কাজ বা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেললে আল্লাহ'কে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহ'র জন্য মাফ চায় আর আল্লাহ ছাড়া কেইবা গুনাহ মাফ করবে? এবং তারা যা করেছে, সজ্ঞানে এর পুনরাবৃত্তি না করে।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَىٰ بِهِ وَجْهَهُ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং তাঁর সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোন আমাল গ্রহণ করেন না।<sup>২</sup>

### الندم توبة

অর্থ: অনুশোচনাবোধ হচ্ছে তাওবাহ।<sup>৩</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ مِنْ أُخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ حِينَ لَا يَكُونُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدَرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ.

অর্থ: কোন ব্যক্তির যদি তার ভাইয়ের প্রতি সন্ত্রাস বা সম্পদ আত্মসাতের অন্যায় থাকে, তাহলে সে যেন তার থেকে দায় মুক্ত হয়ে নেয় তার থেকে সেদিন আদায় করার পূর্বে; যেদিন কোন দিনার ও দিরহাম থাকবে না। সুতরাং, যদি তার কোন নেক আমাল থাকে, তাহলে তার অন্যায়ের পরিমাণ অনুযায়ী তা তার থেকে নিয়ে নেয়া হবে আর যদি না থাকে, তাহলে ভুক্তভোগীর বদ আমাল নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।<sup>৪</sup>

১. সূরা আলি-ইমরন: ১৩৫

২. সুনানে নাসায়ী: ৩১৪০

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৫২

৪. শারহ মুশকিলিল আছার: ১৮৭

## কতিপয় সগীরহ গুনাহ

ক্রমি.	গুনাহ	ক্রমি.	গুনাহ
০১	অনর্থক কথা বলা ।	১১	পর নারীর দিকে তাকানো ।
০২	অতিরিক্ত হাসা ।	১২	উয়ু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ।
০৩	জুমআ'র আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় করা ।	১৩	স্থির পানিতে প্রশ্রাব করা ।
০৪	মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা ।	১৪	বাম হাত দ্বারা পানাহার করা ।
০৫	একসাথে একাধিক তালাক দেয়া ।	১৫	দাড়ি মুগুন বা এক মুষ্টির কম রাখা ।
০৬	ঋতুকালীন সময়ে তালাক দেয়া ।	১৬	নিষিদ্ধ সময়ে সলাত আদায় করা ।
০৭	ঋতুকালীন সময়ে কুরআন পাঠ করা ।	১৭	সলাতের বৈঠকে দু'হাতে ভর দিয়ে থাকা ।
০৮	ফারয গোছলের পূর্বে কুরআন পাঠ করা ।	১৮	নিষিদ্ধ সময়ে সিয়াম পালন করা ।
০৯	পরনারীর সাথে নির্জনবাস করা ।	১৯	কিবলাহুমুখী বা কিবলাহ বিমুখ হয়ে ইস্তিজা করা ।
১০	মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর করা ।	২০	মোরগকে গালমন্দ করা । <sup>১</sup>

---

১. সূরা কুফ:১৮, সূরা আল-জুমআহ:৯, সূরা আত্-ত্বলাক:১, সূরা আন-নূর:৩০, সূরা আল-ওয়াকিআহ:৭৯

## সগীরহ গুনাহ'র বিধান

কাবীরহ আর সগীরহ গুনাহ'র মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'য় কাবীরহ গুনাহ'র পরিণতি বিবৃত হয়েছে আর সগীরহ গুনাহ'র ক্ষেত্রে তা বিবৃত হয়নি। কিন্তু কাবীরহ-সগীরহ উভয়টিই কুরআন-সুন্নাহ'র নিষেধাজ্ঞার চরম লঙ্ঘন। সুতরাং সগীরহ গুনাহ'কে কোনভাবেই হালকা ও গুরুত্বহীন মনে করার সুযোগ নেই। অতএব সগীরহ গুনাহ'কে মাকরুহ তথা অনুত্তম বৈধ কাজের সমপর্যায়ের মনে করা চরম ভুল। কাবীরহ গুনাহ'র ন্যায় সগীরহ গুনাহ বা লঘুপাপের জন্যও ইসতিগফার ও তাওবাহ আবশ্যিক, কেননা ইসতিগফার ও তাওবাহ'র আয়াত ও হাদীসসমূহ সকল গুনাহ'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইসতিগফার ও তাওবাহ ছাড়াও এ গুনাহ হতে পরিত্রাণের সুযোগ রয়েছে, কিন্তু গুনাহ'টি অনবরত করতে থাকলে তা কাবীরহ গুনাহে পরিণত হয়ে যায়।

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রদিয়াল্লহু আনহাকে বলেন,

يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله عز وجل طالبا

অর্থ: হে আয়িশা! তুমি তুচ্ছ (লঘুপাপ) পাপকে এড়িয়ে চলবে, কেননা এর জন্য মহান ও পরাক্রম আল্লাহ'র পক্ষ হতে অনুসন্ধানী রয়েছে।<sup>১</sup>

রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে (রদিয়াল্লহু আনহুম) বলেন,

إياكم ومحقرات الذنوب فإنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه.

সহীহ বুখারী:২৬৭৯, সুন্নাহে তিরমিজি:২৩১৫, সুন্নাহে আবু দাউদ:১০৭৯, সুন্নাহে ইবনে মাজাহ:১৬৫৩, সুন্নাহে তিরমিজি:১৩১, সহীহ বুখারী:৫২৩৩, সহীহ মুসলিম:১৩৩৭, সুন্নাহে আবু দাউদ:২১৪৮, সহীহ মুসলিম:২৬৫৭, আস-সুন্নাযুল কুবরা লিল বাইহাকী:৪১৭, সুন্নাহে ইবনে মাজাহ:২৭৯, সুন্নাহে ইবনে মাজাহ:৩২৬৬, সহীহ বুখারী:৫৮৯২, সুন্নাহে তিরমিজি:১০৩০, সহীহ বুখারী:৫৮১, মুসনাদে আহমাদ:১০৬৬৪, সহীহ বুখারী:১৯৮৫, সহীহ বুখারী:১৪৪, সুন্নাহে আবু দাউদ:৫১০১, সুন্নাহে আবু দাউদ:৯৯২

১. সুন্নাহে ইবনে মাজাহ: ৪২৪৩

অর্থ: তোমরা তুচ্ছ (লঘুপাপ) পাপ থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা তুচ্ছ পাপের দৃষ্টান্ত একদল লোকের ন্যায়, যারা কোন উপত্যকায় অবতরণ করল অতঃপর একজন গিয়ে একটি লাকড়ি নিয়ে আসল, অপরজন গিয়ে আরেকটি লাকড়ি নিয়ে আসল, অবশেষে তারা যতটুকু দিয়ে তাদের রুটি পাকাবে; তা জড়ো করে ফেলল। আর তুচ্ছ পাপের কারণে যখন পাপকারীকে পাকড়াও করা হবে, তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে।<sup>১</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لا كبيرة بكبيرة مع الإستغفار ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار.

অর্থ: ইসতিগফার করলে কোন কাবীরহ গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না আর সগীরহ গুনাহ অনবরত করলে তা আর সগীরহ গুনাহ থাকেনা।<sup>২</sup>

## সগীরহ গুনাহ বা লঘুপাপ মোচনের উপায়

১. الإخلاص তথা গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ মনোভাব রাখা।

২. الإستغفار তথা কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহ'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. التوبة তথা গুনাহ হতে প্রত্যাবর্তন করা।

৪. কাবীরহ গুনাহ হতে বিরত থাকা।

৫. সগীরহ গুনাহ অনবরত না করা।

৬. বালা-মুসিবাত ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা।

৭. নেক আমালসমূহ।

---

১. আল মু'জামুল আওসাত লিত-তুবারনী: ৭৩২৩

২. শুআবুল ঈমান: ৬৭৭৭

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ  
نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

যদি তোমরা বড় গুনাহসমূহ হতে বিরত থাক, যা হতে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।<sup>১</sup>

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكَرِينَ ﴿٣٢﴾

নিশ্চয়ই নেক আমালসমূহ বদ আমালসমূহকে দূরিভূত করে দেয়। এটা উপদেশ, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له  
অর্থ: মু'মিনের বিষয়টি অদ্ভুত! তার সকল কাজই কল্যাণকর। আর তা মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য নয়। তার সু-অবস্থা হলে সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলে তা তার জন্য কল্যাণকর আর তার দূরাবস্থা হলে সে ধৈর্যধারণ করলে তা তার জন্য কল্যাণকর।<sup>৩</sup>

ما من مسلم يصابه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط  
الشجرة ورقها

অর্থ: কোন মুসলিমের অসুস্থতা বা অন্য কোন কষ্ট হলে আল্লাহ তার ছোট পাপসমূহ ঝরিয়ে দেন যেমন গাছ তার পাতা ঝরায়ে।<sup>৪</sup>

১. সূরা আন-নিসা: ৩১

২. সূরা হুদ: ১১৪

৩. সহীহ মুসলিম ২৯৯৯

৪. সহীহ বুখারী: ৫৬৬৭

## ফিস্ক (الفسق)

ফিস্ক (الفسق) শব্দের অর্থ: বেরিয়ে যাওয়া। শারীআতের পরিভাষায় ফিস্ক বলা হয়- আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়া তথা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইবলিসের ব্যাপারে বলেন,

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

| অতএব সে তার রব্বের নির্দেশ হতে বেরিয়ে গেল।<sup>১</sup> |

### ফিস্কের প্রকার

১. الفسق الأكبر (ফিস্কে আকবার বা বড় ফিস্ক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরে আকবার করার মাধ্যমে দ্বীন হতে পূর্ণরূপে বেরিয়ে গেল, তার এহেন কর্মকে ফিস্কে আকবার এবং তাকে ফাসিকে আকবার (الفاسق الأكبر) বলা হয়।

২. الفسق الأصغر (ফিস্কে আসগর বা ছোট ফিস্ক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাবীরহ-সগীরহ গুনাহ তথা কুফরে আসগরের মাধ্যমে আংশিক ও সাময়িকভাবে আল্লাহ'র আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল, তার এহেন কর্মকে ফিস্কে আসগর এবং তাকে ফাসিকে আসগর (الفاسق الأصغر) বলা হয়।

---

১. সূরা আল-কাহ্ফ: ৫০



## শির্ক (الشرك)

শির্ক (الشرك) এর শাব্দিক অর্থ: শরীক হওয়া, অংশীদার হওয়া। আর  
ইশরাক (الإشراك) এর অর্থ: কাউকে অংশীদার স্থাপন করা।

শারীআতের পরিভাষায় শির্ক ও ইশরাক বলা হয়- আল্লাহ তা'আলার  
একত্ববাদ ভঙ্গ করতঃ শির্ক তথা তাঁর ইবাদাতে অংশীদার স্থাপন করা।

যথা:

- ক. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত স্বীকার করতঃ তাঁর সাথে অন্য মাধ্যম স্থির  
করে তাঁর ইবাদাত করা।
- খ. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত অস্বীকার করতঃ তাঁর পরিবর্তে তাঁর স্থানে  
অন্য কারো ইবাদাত করা।
- গ. আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত অস্বীকার করতঃ তাঁর পরিবর্তে নিজেকে  
মা'বুদ স্থির করা।
- ঘ. আল্লাহ তা'আলা তথা স্রষ্টা ও ইলাহ'র অস্তিত্ব অস্বীকার করতঃ নিজের  
বিবেক-প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

আল্লাহ'র সাথে শির্ক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক  
চরম অন্যায়।<sup>১</sup>

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

আর তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং তাঁর  
সাথে কোন কিছু শরীক করোনা।<sup>১</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করেন না  
আর এছাড়া যা রয়েছে, তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।  
যে আল্লাহ'র সাথে শিরক করে, সেতো চরম অন্যায়ের  
অপবাদ আরোপ করল।<sup>২</sup>

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ'র সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার  
জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আশ্রয়স্থল  
হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।<sup>৩</sup>

একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সাহাবাগণকে (রদিয়াল্লাহু  
আনহুম) বললেন,

أَلَا أُنبئُكُمْ بأَكْبَرِ الكبائر؟ ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال  
الإشراك بالله.....

অর্থ: আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবগত করবোনা?  
তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই। তিনি  
বললেন, আল্লাহ'র সাথে শিরক করা...।<sup>১</sup>

১. সূরা আন-নিসা: ৩৬

২. সূরা আন-নিসা: ৪৮

৩. সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২

## শির্কের ধরন : তাওহীদ বা ঈমান ভঙ্গকারী কারণসমূহ

উযু ভঙ্গের যেমন কিছু কারণ রয়েছে, সলাত,সিয়াম ও হাজ্জ ভঙ্গেরও যেমন কিছু কারণ রয়েছে, ঠিক তেমনই তাওহীদ বা ঈমান ভঙ্গেরও কিছু কারণ রয়েছে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, সলাত-সিয়ামসহ বিভিন্ন আমাল ভঙ্গের কারণ আমরা জানলেও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ তথা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অজ্ঞ থেকে যাই! অথচ ঈমান আনয়নের পর এর রক্ষণাবেক্ষণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যে জিনিস যত দামী হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বও ততবেশী। একজন মু'মিনের জন্য যেহেতু ঈমানই সবচেয়ে দামী ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটা বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ জেনে তা থেকে ঈমানকে রক্ষা করাটাও তার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবী রাখে।

সুতরাং শির্কের ধরন তথা তাওহীদ বা ঈমান ভঙ্গকারী কারণসমূহ হচ্ছে-

### ১. আল্লাহ তা'আলার সাথে

অন্য মাধ্যম স্থির করে তার ইবাদাত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

আর তোমরা আল্লাহ'র সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত করোনা, নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।<sup>২</sup>

১. সহীহ বুখারী: ৫৯৭৬

২. সূরা আয-যারিয়াত: ৫১

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا  
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

আর তুমি আল্লাহ'র সাথে অন্য কোন ইলাহ'র প্রার্থনা  
করোনা। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। একমাত্র  
তিনি ছাড়া সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত তাঁরই, তাঁর  
কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।<sup>১</sup>

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ  
فَأِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

আর তুমি আল্লাহ'কে ছেড়ে এমন কিছুর প্রার্থনা করোনা, যা  
না পারে তোমার উপকার করতে আর না পারে তোমার  
ক্ষতি করতে। আর যদি তুমি তা কর, তাহলে তুমি তখন  
যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।<sup>২</sup>

## ২. আল্লাহ'র আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا كَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ:

তাদের কি এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা তাদের  
জন্য সেই বিধান প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ  
দেননি?<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-কুসস: ৮৮

২. সূরা য়ুনুছ: ১০৬

৩. সূরা আশ-শুরো: ২১

### ৩. দীন বিরোধী শক্তির (তুগুত) শরণাপন্ন হওয়া ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا  
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ  
وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۖ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ  
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনি এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি; তারা তুগুতের কাছে বিধি-বিধান গ্রহণের জন্য যেতে চায়? অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে একে বর্জন করতে! বস্তুত শয়তান তাদেরকে সুদূর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায়।<sup>১</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا  
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

অতএব আপনার পালনকর্তার কসম! তারা ঈমানদার হবে না-যতক্ষণ না তাদের নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে আপনাকে বিচারক না মানে। অতঃপর আপনি যা ফায়সালা করেছেন, সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না পায় এবং পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়।<sup>২</sup>

১. সূরা আন্-নিসা: ৬০

২. সূরা আন্-নিসা: ৬৫

## ৪. দীনের কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল জ্ঞান করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٨﴾

তোমরা যুদ্ধ করতে থাক আহলে কিতাবের সেসব লোকদের  
বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখেনা এবং  
আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম জ্ঞান  
করেনা এবং সত্য ধর্ম গ্রহণ করেনা, যতক্ষণ না তারা হীন  
হয়ে সহস্তু কর প্রদান করে।<sup>১</sup>

## ৫. দীনের কোন বিধান মানতে অস্বীকার ও অহংকার করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ وَ  
اسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٥﴾

আর যখন আমি মালাইকাদের বললামঃ তোমরা আদামকে  
সাজদাহ কর, তখন সকলে সাজদাহ করল ইবলিস ছাড়া।  
সে অস্বীকার ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত  
হয়ে গেলো।<sup>২</sup>

وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٥﴾

আর আমার আয়াতসমূহকে কাফিররা ছাড়া কেউ অস্বীকার  
করেনা।<sup>৩</sup>

১. সূরা আত্-তাওবাহ: ২৯

২. সূরা আল-বাকারাহ: ৩৪

৩. সূরা আল-আনকাবুত: ৪৭

## ৬. দীনের কোন বিধানের প্রতি মিথ্যারোপ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

তাঁর চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ'র প্রতি মিথ্যারোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিশ্চয়ই যালিমরা সফল হতে পারেনা।<sup>১</sup>

## ৭. দীনের বিধান হতে বিমুখ হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾

আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে; তা হতে তারা বিমুখ।<sup>২</sup>

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٣﴾

যে ব্যক্তিকে তার রব্বের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা হতে বিমুখ হয়েছে, তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-আনআম: ২১

২. সূরা আল-আহ্‌কুফ: ৩

৩. সূরা আস্-সাজদাহ: ২২

## ৮. দীনের বিধানের অপব্যাখ্যা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ  
سَبَّحْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْئًا بِالسِّنِّتِهِمْ وَ  
طَعْنًا فِي الدِّينِ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبَّحْنَا وَآطَعْنَا وَاسْمِعْ  
اَنْظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقْوَمَ ۚ وَلَكِنْ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ  
فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣٧﴾

ইয়াহুদিদের কতক ব্যক্তি বাণীসমূহকে তার স্থান হতে বিকৃত করে আর তাদের মুখ বাঁকিয়ে দীনকে কটাক্ষ করে বলে, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম আর তুমি শোন না শোনার মত এবং রায়ীনা (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলতো, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম আর আপনি শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখুন; তাহলে তা হতো তাদের জন্য মঙ্গলজনক ও যথার্থ। কিন্তু আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন, তাই তাদের অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে।<sup>১</sup>

## ৯. দীন নিয়ে অভিনয় করা।

আর তা হচ্ছে নিফাক তথা ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও মৌখিক ও বাহ্যত নিজেকে মুসলিম-মু'মিন বলে দাবি করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾

আর কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ এবং পরকালের বিষয়ে ঈমান এনেছি, অথচ তারা মু'মিন নয়।<sup>২</sup>

১. সূরা আন-নিসা: ৪৬

২. সূরা আল-বাকারাহ: ৮



## ১০. দীনের কোন বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা।

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا  
مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٧﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي  
خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ﴿٣٨﴾

এবং আমার মনে হয়না কেয়ামত ঘটবে আর যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তাহলে অবশ্যই সেখানে এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব। প্রতি উত্তরে তাকে তার সাথী বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করলে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, অতঃপর শুক্র হতে, তারপর তোমায় দিয়েছেন পূর্ণ পুরুষ রূপ?১

## ১১. দীন নিয়ে রসিকতা, উপহাস করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ اِلٰهِي  
اٰتِيْنِهٖ وَرَسُوْلُهٗ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ  
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۚ اِنْ نُّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ  
كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

আর যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তাহলে তারা বলবে, আমরা তো নিছক কথাবার্তা ও রসিকতা করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথে উপহাস করছিলে? অজুহাত পেশ করোনা, তোমরা তো তোমাদের ঈমান আনার পরে কাফির হয়ে গেছ। তোমাদের একাংশকে মাফ করে দিলেও অন্য অংশকে শাস্তি দিবো, কারণ তারা ছিল অপরাধী।২

১. সূরা আল-কাহ্ফ: ৩৬-৩৭

২. সূরা আত্-তাওবাহ: ৬৫-৬৬

## ১২. দীনের পরিবর্তে নিজ বিবেক- প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَوٰهٗ هُوٰهٗ وَاَضَلَّهٗ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّحَتَمَ عَلٰى  
سَمْعِهٖ وَّقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشُوًۢةًۭ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ  
اللّٰهِۙ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٠﴾

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তার প্রতি, যে তার প্রবৃত্তিকে  
আপন ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ জ্ঞাতসারে তাকে  
বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে  
দিয়েছেন আর তার চোখে আবরণ টেনে দিয়েছেন। সুতরাং,  
আল্লাহ'র পরে কে আর তাকে সুপথ দেখাবে? তবুও কি  
তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?¹

## ১৩. দীনের কোন বিধান অপছন্দ, বিদেষ ও ভুল মনে করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعَسَّآ لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۙ ﴿١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
كَرَهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۙ ﴿٢﴾

আর যারা কুফর করেছে, তো তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ  
এবং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা  
এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তা তারা  
অপছন্দ করেছে, তাই তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে  
দিয়েছেন।²

১. সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩

২. সূরা মুহাম্মাদ: ৮-৯

## ১৪. দীন বিরোধী কোন বিষয় পছন্দ ও সঠিক মনে করা ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ  
مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿١٥﴾

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন সন্ধান করবে, কিছুতেই তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।<sup>১</sup>

## ১৫. দীনের বিরুদ্ধে অবস্থান এবং দীনের শত্রুদের সঙ্গ দেয়া ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿١٦﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا  
عُوجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٧﴾

আর কাফিরদের জন্য কঠিন আযাবের দূর্ভোগ রয়েছে, যারা পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ'র পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়। এরা সুদূর ভ্রান্তিতে রয়েছে।<sup>২</sup>

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ  
وَلَا مِنْهُمْ ۖ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করোনি? যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে?

১. সূরা আলি-ইমরান: ৮৫

২. সূরা ইবরহীম: ২-৩

তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তোমরাও তাদের দলভুক্ত  
নও। আর তারা সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করে।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে  
গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে  
যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তো অবশ্যই সে তাদের মধ্যে  
গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথে  
পরিচালিত করেন না।<sup>২</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ  
خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا  
تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে  
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের সর্বনাশ  
করতে ত্রুটি করবে না। তারা তা কামনা করে, যাতে  
তোমাদের ক্ষতি রয়েছে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ  
পেয়েছে। আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে, তা আরও  
মারাত্মক। আমি তোমাদের কাছে লক্ষণগুলো স্পষ্ট বর্ণনা  
করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-মুজাদালাহ: ১৪

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫১

৩. সূরা আলি-ইমরন: ১১৮

## ১৬. যাদু করা, শিখা, শিখানো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٌ  
وَلَكِنَّ الشَّيْطَانُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَ مَا أُنْزِلَ عَلَى  
الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَا رُوتَ ۖ وَ مَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى  
يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ  
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۖ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ  
اللَّهِ ۖ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَكِنِ  
اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۖ وَ لَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ  
أَنفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

এবং সুলাইমানের রাজত্ব কালে শয়তানরা যা পাঠ করত, তারা এর অনুসরণ করেছে আর সুলাইমান কুফর করেনি বরং শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যাদু এবং যা বাবিল শহরে মালাকদ্বয় হারুত ও মারুতের উপর নাযিল হয়েছিল। তারা একথা না বলে কাউকে শিখাতো না যে, আমরা নিছক পরীক্ষা মাত্র, অতএব তুমি কুফর করো না। তথাপি তারা তাদের কাছ থেকে এমন বিষয় শিখতো, যার দ্বারা তারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। অথচ তারা আল্লাহ'র অনুমতি ব্যতীত তা দ্বারা কারো কোন ক্ষতি করতে পারতো না। তারা তাই শিখতো, যা তাদের ক্ষতি করতো আর কোন উপকারে আসতো না এবং তারা নিশ্চয়ই জানতো যে তা ক্রয় করেছে, পরকালে তার কোন অংশ নেই এবং যা কিছুর বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে, তা খুবই জঘন্য। যদি তারা উপলব্ধি করতো!²

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১০২

## শির্কের প্রকার

### শির্ক দুই প্রকার

১. الشرك الأكبر (শির্কে আকবার বা বড় শির্ক)

অর্থাৎ যা একজন মুসলিমকে মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাওবাহ ছাড়া এ গুনাহ মাফ করবেন না। আর যদি কোন মুশরিক তাওবাহ ছাড়া মারা যায়, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।

পূর্বে শির্কের ধরন অধ্যায়ে তাওহীদ বা ঈমান ভঙ্গকারী যেসব কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে তা শির্কে আকবার বা কুফরে আকবার। কেননা প্রত্যেক মুশরিকই কাফির এবং প্রত্যেক কাফিরই মুশরিক। সুতরাং, আহলে কিতাবরাও মুশরিক। কেননা তারা দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ বা বহুত্ববাদে বিশ্বাসী, যা শির্কেরই নামান্তর। আর একত্ববাদে বিশ্বাসী শিখ সম্প্রদায়ও মুশরিক। কেননা তারা আল্লাহ'র পরিবর্তে অন্য কাউকে ইলাহ সাব্যস্ত করেছে। এমনকি শ্রষ্টা ও ইলাহ'র অনস্তিত্বে বিশ্বাসী নাস্তিক সম্প্রদায়ও মূলতঃ মুশরিকদেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা শ্রষ্টা ও ইলাহকে অস্বীকার করতঃ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে ইলাহ'র আসনে বসিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ  
ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
فَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفِكُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا  
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا  
وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

আর ইয়াহুদিরা বলে, উযাইর আল্লাহ'র পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহ'র পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। তারা তাদের পূর্বে যারা কাফির হয়েছে, তাদের অনুকরণ করে। আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে! তারা আল্লাহ'কে বাদ দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও পাদ্রী এবং মারয়াম তনয় ঈসাকে রব্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তাদের নির্দেশ করা হয়েছে কেবল এক ইলাহ'র ইবাদাত করতে। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তারা যা শরীক করে, তা হতে তিনি পবিত্র।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের বিশ্বাস-মতবাদের নিন্দা করেছেন এবং তা শিরক বলে আখ্যা দিয়েছেন।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى  
سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ  
اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন তার প্রতি, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ জ্ঞাতসারে তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেয়ে দিয়েছেন আর তার চোখে আবরণ টেনে দিয়েছেন। সুতরাং, আল্লাহ'র পরে কে আর তাকে সুপথ দেখাবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?<sup>২</sup>

উপরোক্ত আয়াতে যে তার বিবেক-প্রবৃত্তিকে অনুসরণীয়-অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তার এহেন কর্মকে ইলাহ সাব্যস্তকরণ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১. সূরা আত-তাওবাহ: ৩০-৩১

২. সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩

## ২. الشرك الأصغر (শির্কে আসগর বা ছোট শির্ক)

অর্থাৎ যা একজন মুসলিমকে মিল্লাতে ইসলামিয়াহ থেকে বের করে দেয় না। যথা-

ক. রিয়া (الرياء) বা লৌকিকতা

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر  
يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي  
الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل  
تجدون عندهم جزاء.

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি ছোট শির্কের! সাহায্যে কেলাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, লৌকিকতা। মহান ও পরাক্রম আল্লাহ যখন কিয়ামাতের দিন মানুষের আমালের প্রতিদান দিবেন, তখন বলবেনঃ তোমরা তাদের কাছে যাও, দুনিয়াতে যাদের সাথে লৌকিকতা করতে অতঃপর দেখ তাদের কাছে কোন প্রতিদান পাও কিনা।<sup>১</sup>

খ. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك

অর্থ: যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করল, সে কুফর বা শির্ক করল।<sup>২</sup>

এই শির্ক করার পর যদি কেউ তাওবাহ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি তাওবাহ না করে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন থাকবে, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন। তবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

---

১. মুসনাদে আহমাদ: ২৩৬৩০

২. সুনানে তিরমিজী: ১৫৩৫



## নিফাক (النفاق)

নিফাক (نفاق) শব্দটি نفقة শব্দ হতে উদ্ভূত, যার অর্থ শান্ডা বা বন্য হাঁদুরের গর্ত। এরা সব সময় দুটি গর্ত তৈরি করে, এক গর্ত দিয়ে প্রবেশ করে পরবর্তীতে শিকারিকে ধোকা দিয়ে অন্য গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিফাক শব্দটি বাংলা ভাষায় কপটতা, দ্বিমুখিতা ও ভণ্ডামির সম অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর শারীআতের পরিভাষায় কোন ব্যক্তি অন্য ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের কুফর তথা মূলরূপ অন্তরে লুকিয়ে নিজেকে মু'মিন-মুসলিম দাবী করাকে নিফাক বলা হয়। আর যারা অন্তরে কুফর লুকিয়ে রেখে বাহ্যত নিজেকে মু'মিন-মুসলিম বলে দাবি করে, এদের মুনাফিক (المنافق) বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ①

অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ এবং আখিরাতের বিষয়ে ঈমান এনেছি, বস্তুত তারা ঈমানদার নয়।<sup>১</sup>

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ৮

## নিফাকের প্রকার

শারীআতের দৃষ্টিতে নিফাক দুই প্রকার

### ১. النفاق الإعتقادي (বিশ্বাসগত নিফাক)

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও অন্তরে ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস লালন করে, তাদের এই কপটতাকে বিশ্বাসগত নিফাক বলে। এটা কুফর বরং অনান্য কুফরের চেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক। কেননা এধরনের মুনাফিক বাহ্যত ইসলামের পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন রকমের আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, অপরদিকে গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে মুসলিমদের তথ্য সংগ্রহ করে শত্রুদের কাছে তা পাচারের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের সার্বিক ক্ষতিসাধনের অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

এমন মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٠٧﴾

নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। আর আপনি তাদের জন্য কিছুতেই কোন সহায় পাবেন না।<sup>১</sup>

### ২. النفاق العملي (কর্মগত নিফাক)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অন্তরে কোন কপটতা রাখেনি, তবে মানবীয় দুর্বলতা বশত তার দ্বারা মুনাফিকদের কর্ম প্রকাশ পায়।

তার এহেন কর্মকে নিফাকে আমালী (কর্মগত নিফাক) বা নিফাকে যাহিরী (বাহ্যিক নিফাক) বলে। এটা কুফরে আকবার নয় বরং কুফরে আসগর অর্থাৎ যে যদি এহেন কর্মসমূহ হতে তাওবাহ করতঃ মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাওবাহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন, তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। তবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না।

---

১. সূরা আন্-নিসা: ১৪৫

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.

অর্থ: মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি: যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে আর যখন তার কাছে আমানাত রাখা হয়, তা খিয়ানাত করে।<sup>১</sup>

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر

অর্থ: চারটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক আর যার মধ্যে এ চারটির কোন একটি অভ্যাস থাকবে; তা ছেড়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত তার মধ্যে নিফাকের অভ্যাস থেকে যাবে- যখন তার কাছে আমানাত রাখা হয়, তা খিয়ানাত করে আর যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং যখন চুক্তিবদ্ধ হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে আর যখন বিবাদে লিপ্ত হয়, অন্যায় করে।<sup>২</sup>

---

১. সহীহ বুখারী: ৩৩

২. সহীহ বুখারী: ৩৪

## রিদ্বাহ (الردة)

রিদ্বাহ (الردة) এর শাব্দিক অর্থ: কোন কিছু পরিত্যাগ করতঃ অন্য কিছুর দিকে প্রত্যাভর্তন করা। শারীআতের পরিভাষায় রিদ্বাহ বলা হয়- ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ বা ধর্মহীন হয়ে যাওয়া। আর এই রিদ্বাহ'য় লিপ্ত ব্যক্তিকে মুরতাদ (المرتد) বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ①

তোমাদের কেউ তার দ্বীন ত্যাগ করে, অতঃপর সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে এদের আমালসমূহ অকৃতকার্য হয়ে যায়। আর এরা জাহান্নামবাসী, তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে।<sup>১</sup>

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  
الْخُسِرِينَ ②

আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করে, তো তার আমাল অকৃতকার্য হয়ে যায় এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫

## মুরতাদের বিধান

মুরতাদের বিধান হচ্ছে- কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে বন্দি করে তিনদিন পর্যন্ত পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার অবকাশ দেয়া হবে এবং তার কাছে তাওবাহ তলব করা হবে অন্যথায় তাকে হত্যা করে দেয়া হবে।

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল ক্বারী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قدم على عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى ، فسأله عن الناس فأخبره ، ثم قال : هل كان فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إسلامه قال : فما فعلتم به ؟ قال : قربناه ، فضربنا عنقه قال عُمَرُ : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعتموه كل يوم ، رغيفا واستتبتموه لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله ، اللهم إني لم أحضر ، ولم آمر ، ولم أرض إذ بلغني.

অর্থ: এক ব্যক্তি আবু মুসা আশআরি রদিয়াল্লহু আনহু এর নিকট হতে উমার রদিয়াল্লহু আনহুর নিকটে গেল, তিনি তাকে লোকজনের খবর জিজ্ঞাসা করলেন, সে তাকে জানালো। অতঃপর তিনি বললেন, সুদূর এলাকা হতে তোমাদের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোন খবর রয়েছে কি? সে বলল জী হ্যাঁ, এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, তোমরা তাকে কি করেছ? সে বলল, আমরা তাকে নিয়ে এসে শিরোচ্ছেদ করে দিয়েছি। উমার রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, তোমরা যদি তাকে তিনদিন বন্দি করে রাখতে এবং প্রতিদিন তাকে একটি ময়দার দলা খাওয়াতে আর তাকে তাওবাহ করাতে! হয়তো সে তাওবাহ করতো এবং আল্লাহ'র বিধানে ফিরে আসতো। অতঃপর উমার রদিয়াল্লহু আনহু বললেন, হে আল্লাহ! আমি সেই ঘটনায় উপস্থিত ছিলাম না আর আমি এর নির্দেশও দেইনি এবং যখন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে আমি খুশিও হইনি।<sup>১</sup>

---

১. মা'রিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার: ১০৫৭

## বিদ্‌আত (البدعة)

বিদ্‌আত (البدعة) এর শাব্দিক অর্থ: নবউদ্ভাবন অর্থাৎ পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছু তৈরি করা। শারীআতের পরিভাষায় বিদ্‌আত বলা হয়- দীনের পূর্ণতার পর দীনের নামে নতুন যা উদ্ভাবন করা হয়েছে থাকে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

অর্থ: আর তোমরা নবউদ্ভাবিত কর্মসমূহ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত কর্ম বিদ্‌আত আর সকল বিদ্‌আত ভ্রষ্টতা।<sup>১</sup>

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد

অর্থ: যে ব্যক্তি আমাদের এ বিষয়ে (দীন) এমন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।<sup>২</sup>

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

অর্থ: যে ব্যক্তি এমন কোন আমাল করবে, যার উপর আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।<sup>৩</sup>

উপরোক্ত হাদীসত্রয় দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদ্‌আত বলা হয়-

১. দীন বহির্ভূত বিষয়কে দীন বলে আখ্যা দেয়া।
২. দীনের কোন বিষয়কে দীন বহির্ভূত মনে করা।
৩. দীনের কোন আমালের ক্ষেত্রে নতুন আমালের প্রচলন ঘটানো।

---

১. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭

২. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৬

৩. সহীহ মুসলিম: ১৭১৮

## বিদ্‌আতীর বিধান

বিদ্‌আত তথা দীনের পূর্ণতার পর দীনের নামে নতুন উদ্ভাবন মূলতঃ কুফর, কেননা তা দীনের বিধান বিকৃতি-পরিবর্তনের নামান্তর। তবে কোন কাফিরকে মু'মিন বলা যেমন চরম অন্যায়, অনুরূপ কথা কোন মু'মিনকে কাফির বলার ক্ষেত্রেও। সুতরাং কাউকে কাফির সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অন্যথায় নিজের উপরই সেই হুকুম বর্তাবে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه

অর্থ: আর যে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলে সম্বোধন করলো অথবা আল্লাহ'র শত্রু বললো, অথচ ব্যক্তিটি তেমন নয়, তাহলে এ কথাটি তার উপরই বর্তায়।<sup>১</sup>

সুতরাং যদি কোন ব্যক্তির দ্বারা বাহ্যত কোন কুফর প্রকাশ পায় আর দীনের বিধানে তার অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা এবং বিস্মৃতি থাকে কিন্তু দীনের জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণের প্রতি তার আগ্রহ-ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকে; তাহলে এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তাকে অবহিত করা এবং তার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে যদি নিরুপায় অবস্থায় ফেলে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তার কাছ থেকে কুফরের স্বীকারোক্তি নেয়া হয়, এমতাবস্থায় তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান ছিল বলে সে জানায়, তাহলে এহেন পরিস্থিতির জন্য তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يُكْفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا<sup>ط</sup>

আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোন কিছু আরোপ করেন না।<sup>২</sup>

১. সহীহ মুসলিম: ৬১

২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ<sup>ط</sup>

আর তিনি সবিস্তারে জানিয়েছেন যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছে, তবে যদি তোমরা তাতে নিরুপায় হও।<sup>১</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أُكْرِهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ  
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

যে ব্যক্তি তার ঈমান আনার পর আল্লাহ'র সাথে কুফরে লিপ্ত হয়, অবশ্য যাকে বাধ্য করা হয়েছে কিন্তু তার অন্তর ঈমানে আশ্বস্ত তবে যে কুফরের জন্য অন্তর উন্মুক্ত করেছে, এদের উপর রয়েছে আল্লাহ'র ক্রোধ এবং এদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি।<sup>২</sup>

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল করা ও ভুলে যাওয়া এবং যাতে তাদের বাধ্য করা হয়, তার দায় তুলে নিয়েছেন।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-আনআম: ১১৯

২. সূরা আন-নাহল: ১০৬

৩. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭২১৯



## আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা (الولاء والبراء)

### ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন

আল-ওয়ালা (الولاء) এর শাব্দিক অর্থ : সম্পর্ক স্থাপন, মিত্রতা। তবে এটি ভালোবাসা, সাহায্য করা, নিকটবর্তী হওয়া এবং অনুসরণের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

আল-বারা (البراء) এর শাব্দিক অর্থ: সম্পর্ক ছিন্নকরণ, পৃথক হওয়া। তবে এটি শত্রুতা, দূরত্ব বজায় রাখার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

### আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র শারয়ী বিশ্লেষণ

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মূল কথা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলাকে ইলাহ তথা মা'বুদ হিসেবে গ্রহণ করতঃ অন্য সকল বাতিল মা'বুদ তথা তুগুতকে বর্জন করা এবং আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্যই 'মু'মিনদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ আর কাফিরদের প্রতি ঘৃণা এবং শত্রুতা পোষণ। আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে,  
তোমরা আল্লাহ'র ইবাদাত করো এবং তুগুত বর্জন করো।<sup>১</sup>

---

১. সূরা আন্-নাহল: ৩৬

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۙ لَا  
 انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝۱۱۱ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِهِمْ  
 الطَّاغُوتُ ۚ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ  
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۱۲

দীনের ব্যাপারে কোন চাপ প্রয়োগ নেই। নিশ্চয়ই সুপথ  
 আলাদা হয়ে গিয়েছে কুপথ হতে। সুতরাং যে ব্যক্তি তুগুতের  
 প্রতি অবিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনবে,  
 সেতো সুদৃঢ় বন্ধন আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর  
 আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞানী। যারা ঈমান এনেছে, তাদের  
 অভিভাবক হলেন আল্লাহ, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন  
 অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফর করেছে,  
 তাদের অভিভাবক হচ্ছে তুগুত, তারা তাদেরকে আলো  
 থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরা  
 জাহান্নামবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।<sup>১</sup>

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكُفَّارِ  
 رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۚ

মুহাম্মাদ আল্লাহ'র রসূল আর তার সহচরগণ কাফিরদের  
 প্রতি কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।<sup>২</sup>

একবার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যার গিফারী রদিয়াল্লাহু  
 আনহুকে বললেন,

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬-২৫৭

২. সূরা আল-ফাতহ: ২৯

أي عرى الإيمان أظنه قال أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: الموالاة  
في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله

অর্থ: ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বন্ধন কোনটি বলোতো? তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তার রসূলই জানেন, তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ'র পথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং আল্লাহ'র পথে শত্রুতা পোষণ আর আল্লাহ'র পথে ভালোবাসা এবং আল্লাহ'র পথে ঘৃণা করা।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.

অর্থ: যে আল্লাহ'র জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহ'র জন্য ঘৃণা করে আর আল্লাহ'র জন্য দান করে এবং আল্লাহ'র জন্য বিরত থাকে, সেতো ঈমানকে পূর্ণ করল।<sup>২</sup>

জারির ইবনু আব্দিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة  
والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك

অর্থ: আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সলাত কায়েম, যাকাত প্রদান, সকল মু'মিনের কল্যাণকামিতা এবং মুশরিক জাতি হতে পৃথক হওয়ার শর্তে বাইআত হয়েছি।<sup>৩</sup>

মু'মিনদের সাথে আল-ওয়ালা (الولاء) তথা মিত্রতার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১. আল মু'জামুল কাবীর লিত ত্ববারানী: ১১৫৩৭

২. সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৮১

৩. সুনানে নাসায়ী: ৪১৮৬

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ  
الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং  
মু'মিনগণ, যারা বিনয়্যাবত হয়ে সলাত কায়েম করে এবং  
যাকাত প্রদান করে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং  
মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, তো নিশ্চয়ই আল্লাহ'র  
দলই বিজয়ী।<sup>১</sup>

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ  
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ  
مِنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্ধনকে আঁকড়ে ধরো এবং  
ভিন্ন হয়ে থেকো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর  
অনুগ্রহকে স্মরণ করো- যখন তোমরা শত্রু ছিলে অতঃপর  
তোমাদের অন্তরের মধ্যে কোমলতা দান করলেন তারপর  
তার অনুগ্রহে হয়ে গেলে ভ্রাতৃসম। আর তোমরা অগ্নি  
গর্তের কিনারায় ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদের তা হতে  
উদ্ধার করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তার নিদর্শন সমূহ  
প্রকাশ করে থাকেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫৫-৫৬

২. সূরা আলি-ইমরন: ১০৩

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥﴾

নিশ্চয়ই মু'মিনরা সকলে ভ্রাতৃসম। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ'কে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ পেতে পারো।<sup>১</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

আর মু'মিন নর ও মু'মিন নারীগণ একে অপরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করে আর তারা সলাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে। তাদের প্রতি আল্লাহ অতিসত্ত্বর অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রম, প্রজ্ঞাবান।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

অর্থ: মু'মিনগণ তাদের পরস্পর আন্তরিকতা, দয়া এবং সহানুভূতির ক্ষেত্রে এক দেহের ন্যায়। যখন দেহের একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন এর কারণে পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বর ডেকে আনে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-হুজুরত: ১০

২. সূরা আত-তাওবাহ: ৭১

৩. সহীহ মুসলিম: ২৫৮৬

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه

অর্থ: এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একাংশ অপরাংশকে মজবুতভাবে ধরে রাখে। অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলসমূহ একটি অপরটির মাঝে প্রবেশ করালেন।<sup>১</sup>

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

অর্থ: তোমরা পরস্পর হিংসা করো না আর পণ্যের<sup>২</sup> দাম বৃদ্ধি করে বোলো না এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না আর একে অপরের পিছনে লেগো না এবং তোমাদের একজনের ক্রয়-বিক্রয় চলাকালে আরেকজন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাব করো না। হে আল্লাহ'র বান্দাগণ! তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। মুসলিম-মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না ও তাকে উপেক্ষা করবে না এবং তাকে অপদস্থ করবে না। ‘তাক্ওয়া’ এখানে বলে তিনি স্বীয় বক্ষের দিকে তিনবার ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অপদস্থ করে। প্রত্যেক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের রক্ত ও সম্পদ এবং সম্মান হারাম।<sup>৩</sup>

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

অর্থ: তোমরা ততক্ষণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।<sup>৪</sup>

১. সহীহ বুখারী: ৬০২৬

২. ক্রেতার সামনে ক্রেতার বেশে বিক্রেতার কাছে।

৩. সহীহ মুসলিম: ২৫৬৪

৪. সহীহ বুখারী: ১৩

## আল-ওয়ালার দাবী

পূর্বে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, আল-ওয়ালার দাবী বা আহ্বান হচ্ছে-

আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আনুগত্য করা এবং সকল মু'মিনের প্রতি কল্যাণকামিতা অর্থাৎ মু'মিনদের ভালোবাসা, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। মু'মিনদের ভূমিতে হিজরত করা এবং মু'মিনগণ পরস্পর সহাবস্থান করা। মু'মিনদের সঙ্গ দেয়া এবং মু'মিনগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা। মু'মিনদের সাথে উত্তম আচরণ করা। মু'মিনদের হক আদায় করা। মু'মিনদের প্রতি সুধারণা রাখা। মু'মিনদের জান, মাল ও সম্মান রক্ষা করা। মু'মিনদের সকল বিপদে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা। মু'মিনগণ পরস্পর সহমর্মিতা ও সহানুভূতি তথা একে অন্যের বিপদে, দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হওয়া এবং একে অন্যের সুখ-শান্তিতে খুশি হওয়া। মু'মিনগণ পরস্পর কল্যাণের দোয়া করা।

কাফিরদের সাথে আল-বারা (البراء) তথা সম্পর্ক ছিন্নকরণের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاكُنْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۚ وَ  
يُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ①

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহ'র কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ'র দিকেই প্রত্যাবর্তন।<sup>১</sup>

১. সূরা আলি-ইমরান: ২৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ<sup>ط</sup>  
وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِي  
صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে  
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের  
সর্বনাশ করতে ক্রটি করবে না। তারা তা কামনা করে,  
যাতে তোমাদের ক্ষতি রয়েছে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ  
পেয়েছে আর তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে, তা আরও  
মারাত্মক। আমি তোমাদের কাছে লক্ষণগুলো স্পষ্ট বর্ণনা  
করে দিলাম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ  
إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ  
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ  
جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ ۚ وَ  
أَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ  
ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١١٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুকে  
বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ফেলো না যে, তাদের প্রতি ভালোবাসা  
প্রকাশ করবে। অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য  
এসেছে তা অস্বীকার করেছে, রসূল এবং তোমাদের বের  
করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব্ব আল্লাহ'র  
প্রতি ঈমান রাখো; যদি তোমরা আমার পথে জিহাদ ও  
আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বেরিয়ে থাক। তোমরা

১. সূরা আলি-ইমরান: ১১৮



তাদের প্রতি গোপনে ভালোবাসা দেখিয়ে থাক আর আমি জানি তোমরা যা গোপনে ও প্রকাশ্যে করে থাক। তোমাদের মধ্যে যে এমনটা করলো, সে সরল পথ হারিয়ে ফেললো।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।<sup>২</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ  
اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও স্বীয় ভাইদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারা সীমালঙ্ঘনকারী।<sup>৩</sup>

وَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرِيُّ وَالْمُنْفِقِينَ

আর তুমি কাফির এবং মুনাফিকদের অনুসরণ করবে না।<sup>৪</sup>

১. সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ১
২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫১
৩. সূরা আত-তাওবাহ: ২৩
৪. সূরা আল-আহযাব: ৪৮

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  
وَأَرْسُولَهُ وَلَا كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ  
عَشِيرَتَهُمْ<sup>ط</sup>

অর্থ: তুমি পাবে না আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন  
সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তার রসূলের  
বিরুদ্ধাচারীদের। হোক না এরা তাদের পিতা বা তাদের  
পুত্র অথবা তাদের ভাই বা স্বগোত্র।<sup>১</sup>

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا<sup>ط</sup> لِبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ  
لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَالِدُونَ<sup>١٠</sup> وَلَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا  
اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ<sup>١١</sup>

তাদের অনেককে তুমি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে  
দেখবে। তারা নিজেদের জন্য যা পেশ করেছে তা এত  
নিকৃষ্ট যে, আল্লাহ তাদের উপর ফ্রুদ্ধ হয়েছেন। আর তারা  
শাস্তি ভোগে স্থায়ী হবে। তারা আল্লাহ এবং নাবী ও তার  
প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তাতে ঈমান আনলে তাদেরকে  
বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। বরং তাদের অনেকেই ফাসিক।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَسَاكُنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান করো না এবং তাদের সঙ্গ দিয়ো  
না। অতএব যে তাদের সাথে সহাবস্থান করবে বা সঙ্গ দিবে, সে আমাদের  
দলভুক্ত নয়।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-মুজাদালাহ: ২২

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৮০-৮১

৩. আল মুসতাদরাক: ২৬৬৩

## আল-বারা'র দাবী

পূর্বে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, আল-বারা'র দাবী বা আহবান হচ্ছে-

আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে সকল তুগুত তথা বাতিল মা'বুদের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বর্জনসহ কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরা তথা কাফিরদের ঘৃণা করা। তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা। তাদের সঙ্গ ও সহাবস্থান ত্যাগ করা। সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ-অনুকরণ হতে বিরত থাকা।

তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা। তাদের সকল কুফরী চিন্তা, কথা ও কাজের সর্বত বিরোধিতা করা।

## কাফিরদের সাথে আচরণের প্রকারভেদ

কাফিরদের সাথে আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হলেও তাদের সকলের সাথে একই রকমের আচরণ ও ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সুতরাং আচরণ বিধির ভিত্তিতে কাফির দুই প্রকার

১. الكافر المحارب (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফির)।

এদের সাথে সবধরনের অন্তরঙ্গতা, সম্পর্ক, বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহযোগিতা রাখা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ  
مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ  
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ①

অর্থ: আল্লাহ একমাত্র তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এদের সাথে যারা বন্ধুত্ব রাখবে, তারাই যালিম।<sup>১</sup>

১. সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৯

২. الكافر غير المحارب (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত কাফির) ।

এরা তিন ধরনের ।

ক. الكافر الذمي (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফির) অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে জিয্যাহ তথা নিরাপত্তা কর প্রদানের মাধ্যমে বসবাসরত অনুগত কাফির ।

খ. الكافر المعاهد (চুক্তিবদ্ধ কাফির) অর্থাৎ যে কাফির কুফরি রাষ্ট্রে বসবাসরত, তবে মুসলিমদের সাথে সেই রাষ্ট্রে যুদ্ধবিরতি তথা নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ।

গ. الكافر المستثنى (নিরাপত্তাকামী কাফির) অর্থাৎ যে কাফির মুসলিমদের সাথে নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ নয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি ও নিরাপত্তার আবেদনকারী ।

এদের সাথে অন্তরঙ্গতা, সখ্যতা ও বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ হলেও তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা শারীআত অনুমোদিত ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ  
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①

দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না । আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন ।<sup>১</sup>

---

১. সূরা আল-মুমতাহিনাহ: ৮

## কাফিরদের অনুকরণের প্রকারভেদ

কাফিরদের অনুকরণ বিধির বিভিন্ন স্তর রয়েছে

১. কাফিরদের আকীদাহ-আমাল এবং তাদের রচিত কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন-নীতির অনুসরণ-অনুকরণ করা কুফর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

আর যদি তোমরা তাদের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل

অর্থ: যে পরাক্রম ও মহিমাম্বিত আল্লাহ'র আনুগত্য করেনা, তার আনুগত্য করা চলবেনা।<sup>২</sup>

২. কাফিরদের সংস্কৃতি-রীতি অর্থাৎ যা তাদের ধর্মের অংশ নয়, তবে তাদের ধর্মীয় পরিচয়বাহী এমন কোন ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করা কুফর না হলেও তা হারাম।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف.

অর্থ: সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে আমাদের বাদে অন্য কারো অনুকরণ করে। তোমরা ইয়াহুদি ও নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা

---

১. সূরা আল-আনআম: ১২১

২. মুসনাদে আহমাদ: ১৩২২৫

ইয়াহুদিদের সালাম হচ্ছে আঙ্গুলের ইশারায় আর নাসারাদের সালাম হচ্ছে হাতের ইশারায়।<sup>১</sup>

উল্লেখ্য, এখানে শুধু হাত দ্বারা ইশারা করে নাসারাদের অভিবাদন পদ্ধতির অনুকরণ নিষেধ করা হয়েছে, তবে মুখে সালাম বাক্য উচ্চারণ করতঃ হাত দ্বারা অভিবাদন জানানো তাদের অনুকরণ নয়, বরং তা সুন্নাহ সম্মত।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ রদিয়াল্লহু আনহা বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم

অর্থ: একদিন রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় সেখানে এক দল মহিলা বসা ছিল, তখন তিনি সালামের সঙ্গে হাত দ্বারা ইশারা করলেন।<sup>২</sup>

৩. কাফিরদের পার্থিব বিষয়-বস্তু, উপকরণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ শারীআত অনুমোদিত। কেননা আহযাবের যুদ্ধে সালমান ফারিসী রদিয়াল্লহু আনহু পরামর্শক্রমে রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারসিকদের যুদ্ধ কৌশল ‘পরিখা খনন’ করিয়েছিলেন। সালমান ফারিসী রদিয়াল্লহু আনহু রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

يا رسول الله: إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل فيه المسلمون: فدأب فيه ودأبوا.....

অর্থ: ইয়া রসূলাল্লহু! আমরা যখন পারস্যে ছিলাম, তখন আমরা অবরোধের শিকার হলে আমাদের চতুর্দিকে পরিখা খনন করতাম। অতঃপর রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়াবের কাজে মুসলিমদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজে পরিখা খনন কাজে লেগে গেলেন এবং মুসলিমগণও এ কাজে লেগে গেলেন। সুতরাং, তিনি নিজে এবং তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিখা খনন কাজ করতে লাগলেন.....।<sup>৩</sup>

১. সুনানে তিরমিজি: ২৮৩৬

২. সুনানে তিরমিজি: ২৬৯৭

৩. তাফসীরে সা’লাবী, সূরা আল-আহযাব: ৯; তারীখে তুবারী: ১-৪৯৫

## দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর (دارالاسلام ودارالكفر)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে কোন শত্রুতা নেই যালিমদের বিরুদ্ধে ব্যতীত।<sup>১</sup>

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ  
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٤﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে তারা যা করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে ব্যাপারে দ্রষ্টা।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৩

২. সূরা আল-আনফাল: ৩৯

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ফিত্নার অবসান এবং দীন তথা আনুগত্য যতক্ষণ না পূর্ণরূপে তাঁর জন্য হচ্ছে, ততক্ষণ কাফিরদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আয়াতদ্বয়ে ফিত্না দ্বারা উদ্দেশ্য কুফর ও শিরক।<sup>১</sup>

সুতরাং কুফর-শিরকের অনুসারীরা যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার দীনের প্রতি আত্মসমর্পণ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কুফর-শিরকের প্রভাবাধীন কাফির-মুশরিকদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল চালিয়ে যাওয়া ফারয। এবং সে অঞ্চলটি নিম্নোক্ত নামে বিবেচিত হবে।

دار الفتنة (ফিত্না কবলিত রাষ্ট্র)

دار الشرك (শিরক কবলিত রাষ্ট্র)

دار الكفر (কুফর কবলিত রাষ্ট্র)

دار العدو (শত্রু কবলিত রাষ্ট্র)

دار القتال . دار الحرب (যুদ্ধ কবলিত রাষ্ট্র)

আর উক্ত অঞ্চলে ফিত্না তথা কুফর-শিরকের অবসান হয়ে যখন আল্লাহ'র দীন বিজয়, প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন হয়, তখন অঞ্চলটি নিম্নোক্ত নামে বিবেচিত হবে।

دار الدين (দীনের রাষ্ট্র)

دار التوحيد (তাওহীদের রাষ্ট্র)

دار الإيمان (ঈমানের রাষ্ট্র)

دار الإسلام (ইসলামের রাষ্ট্র)

পক্ষান্তরে কুফর বেষ্টিত কোন সমাজ বা রাষ্ট্র যদি শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে মুসলিমদের সাথে সন্ধি তথা যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তাব করে তাহলে শারীআত অনুমোদিত শর্ত সাপেক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করতঃ তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ করেছেন।

---

১. তাফসীরে তুবারী, তাফসীরে দুররে মানসুর



আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ  
السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ⑪

আর তারা যদি সমঝোতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে  
তুমিও ঝুঁকবে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই  
আল্লাহ তা'আলাই শোতা, জ্ঞানী।<sup>১</sup>

মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর অঞ্চলটি দারুল কুফর হলেও  
সাময়িক যুদ্ধবিরতি চলাকালীন নিম্নোক্ত নামে বিবেচিত হবে।

دارالسلام (সমঝোতায় পৌছানো রাষ্ট্র)

دارالصلح (সন্ধি রাষ্ট্র)

دارالعهد (চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্র)

دارعهدالأمان (নিরাপত্তার চুক্তিতে আবদ্ধ রাষ্ট্র)

دارالأمان (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র)

তবে মুসলিমদের জন্য তাদের নিকট সন্ধি ও যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তাব করা  
জাযিয় নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَ  
لَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ⑫

অর্থ: অতএব তোমরা হীনবল হয়োনা এবং সন্ধির প্রস্তাব  
করোনা। তোমরাই বিজয়ী আর আল্লাহ তোমাদের সাথে  
রয়েছেন এবং তিনি তোমাদের আমালসমূহ ব্যর্থ করবেন  
না।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আনফাল: ৬১

২. সূরা মুহাম্মাদ: ৩৫

## হিজরত (الهجرة)

হিজরত (الهجرة) এর শাব্দিক অর্থ: ত্যাগ করা, বর্জন করা।

শারীআতের পরিভাষায় হিজরত দুই প্রকার

### ১. আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ সকল গর্হিত কাজ ত্যাগ করা।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

অর্থ: আর মুহাজির হল যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করে।<sup>১</sup>

### হিজরতের প্রথম প্রকারের বিধান

আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন এমন সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্যায় প্রকাশ্যে ও গোপনে করা থেকে বিরত হয়ে যাওয়া ফার্ব্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ  
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٠﴾

অর্থ: তোমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অন্যায় ছেড়ে দাও।  
নিশ্চয়ই যারা পাপ অর্জন করেছে, অতি শিঘ্রই তারা যে  
কাজে লিপ্ত, এর প্রতিফল তাদের দেয়া হবে।<sup>২</sup>

---

১. সহীহ বুখারী: ১০

২. কোন মুসলিম কাফিরদের অত্যাচারের শিকার হয়ে নিজের দীন, জান, মাল ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে দারুল কুফর ত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রে গমন করা অথবা দারুল কুফর ত্যাগ করে তুলনামূলক নিরাপদ রাষ্ট্র তথা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম জুলুম করা হয় সেখানে গমন করা।

প্রথমটির উদাহরণ হচ্ছে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু আনহুমের মাদীনায় হিজরত।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হচ্ছে সাহাবায়ে কিরাম রদিয়াল্লাহু আনহুমের হাবাশায় হিজরত।

## হিজরতের দ্বিতীয় প্রকারের বিধান

দারুল কুফরে বসবাসরত সকল মুসলিমের সক্ষমতা একই রকম নয় বিধায় সক্ষমতা ও অক্ষমতা বিচারে তাদের দারুল কুফরে বসবাস এবং সেখান থেকে হিজরতের বিধানেও বিভিন্নতা রয়েছে-

১. কোন মুসলিম যদি দারুল কুফরে বসবাস করতে সক্ষম হয় এবং সেখান থেকে তার হিজরত করারও সক্ষমতা থাকে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে যার জন্য দারুল কুফরে বসবাস অবাধ তথা নিরাপদ এবং দারুল কুফর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়াতেও তার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, তাহলে এই ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে- যদি সে দারুল ইসলামে পৌঁছাতে সক্ষম না হয় অথবা তখন কোথাও দারুল ইসলাম না থাকে, তাহলে সে যেখানে অবস্থান করে তুলনামূলক অধিকতর দীন পালনে সক্ষম হবে, সেখানে বসবাস করবে আর যদি দারুল ইসলামে পৌঁছার সক্ষমতা থাকে, তাহলে সেখানে হিজরত করে মুসলিমদের জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ইমারাত তথা নেতৃত্বের আনুগত্য করতে থাকবে। সেক্ষেত্রে তার দারুল ইসলাম বা দারুল কুফরে বসবাসের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আমীরুল মু'মিনীনের হাতে ন্যস্ত থাকবে অর্থাৎ দা'ওয়াত, কিতাল, নুসরত ইত্যাদি দ্বীনি প্রয়োজনে আমীরুল মু'মিনীন যদি তাকে দারুল কুফরে অবস্থানের নির্দেশ দেন, তাহলে সে আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পালন করবে নতুবা আমীরুল

মু'মিনীদের সম্মতিতে দারুল ইসলামে বসবাস করে মুসলিমদের জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ইমারাতের আনুগত্য করতঃ দীন পালনে সচেষ্ট হবে

২. কোন মুসলিম যদি দারুল কুফরে বসবাস করতে অক্ষম হয় তবে সেখান থেকে হিজরত করতে সক্ষম অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কাফিরদের অত্যাচারের শিকার হয়ে দীন, জান, মাল ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তাহীনতার কারণে দারুল কুফরে বসবাস করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার সক্ষমতা তার রয়েছে, তাহলে তার জন্য দারুল কুফরে থাকা বৈধ নয় বরং তার করণীয় হচ্ছে - দারুল কুফর থেকে হিজরত করে সে দারুল ইসলামে চলে যাবে এবং সেখানে মুসলিমদের জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের ইমারাতের আনুগত্য করতে থাকবে। কিন্তু যদি সে দারুল ইসলামে পৌঁছাতে সক্ষম না হয় অথবা তখন কোথাও দারুল ইসলাম না থাকে তাহলে সে তুলনামূলক নিরাপদ রাষ্ট্র তথা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম জুলুম করা হয় এবং যেখানে থেকে তুলনামূলক অধিকতর দীন পালনে সক্ষম হবে, এমন কোন অঞ্চলে হিজরত করে নিজের জান, মাল ও সম্ভ্রমের হিফাজত করতঃ আল্লাহর দীন পালনে সচেষ্ট থাকবে।

দারুল কুফরে বসবাসরত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْهَالِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ  
 قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ  
 وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ  
 مَصِيرًا ﴿٤٦﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের উপর অন্যায় করেছিল এমতাবস্থায়  
 মালাইকারা তাদের জান কবজ করে তাদের জিজ্ঞাসা  
 করেছিল, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলল, আমরা  
 জমিনে দুর্বল অবস্থায় ছিলাম। তারা (মালাইকা) বলল,

আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিলোনা, সেখানে তোমরা হিজরত করতে? বস্তুত এদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম, তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>১</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর এবং রসূলের অনুসরণ কর আর তোমাদের নেতৃস্থানীয়দের, অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ এবং রসূলের কাছে ন্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস রাখো। তা কল্যাণকর ও সুন্দর সমাপ্তি।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে- তার স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় (নেতার কথা) শোনা এবং মানা, যতক্ষণ না অন্যায়ের নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব যদি অন্যায়ের নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে কোন শোনা এবং মানা চলবে না।<sup>৩</sup>

طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له

১. সূরা আন-নিসা: ৯৭

২. সূরা আন-নিসা: ৫৯

৩. সহীহ মুসলিম: ৪৮৬৯

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যক হচ্ছে- নেতার আনুগত্য, যতক্ষণ না আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং, যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তার আনুগত্য করা চলবে না।<sup>১</sup>

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية

অর্থ: যে কেউ আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেল এবং জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অতঃপর মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।<sup>২</sup>

وأنا آمركم بحمى الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.

অর্থ: আর আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ আমায় নির্দেশ করেছেন: শোনা ও মানা (আমীরের নির্দেশ) আর জিহাদ ও হিজরত করা এবং জামাআতবদ্ধ থাকা। কেননা যে কেউ জামাআত হতে এক বিঘত পরিমাণ সরে গেল, সেতো তার গলা হতে ইসলামের বেড়ি খুলে ফেলল অবশ্য যদি সে প্রত্যাবর্তন করে।<sup>৩</sup>

لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة.

অর্থ : আমার উম্মাত কখনো পথভ্রষ্টতার ওপর একমত হবে না। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে -জামাআতের সাথে থাকা। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহর হাত (সাহায্য) জামাআতের ওপর রয়েছে।<sup>৪</sup>

হুজাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية

১. আল-ফাওয়াইদ: ৬৮

২. সহীহ মুসলিম: ৪৮৯২

৩. সুনানে তিরমিযি: ২৮৬৩

৪. আল মুজামুল কাবীর লিভ- তবারনি: ১৩৬২৩

وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجا بهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মানুষজন কল্যাণকর বিষয়ে জানতে চাইতো আর আমি তাঁর কাছে অকল্যাণকর বিষয় জানতে চাইতাম তা আমাকে পেয়ে বসার ভয়ে। তো আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা তো অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম, অতঃপর আল্লাহ আমাদের এ কল্যাণে নিয়ে আসলেন। সুতরাং, এ কল্যাণের পরে আর অকল্যাণ রয়েছে কি? তিনি বললেন, হা। আমি বললাম, আর সে অকল্যাণের পরে কল্যাণ রয়েছে কি? তিনি বললেন, হা। আর তাতে রয়েছে ধোঁয়াটে অবস্থা। আমি বললাম, এর ধোঁয়াটে অবস্থা কী? তিনি বললেন, এমন এক জাতি, যারা আমার পথ ব্যতিরেকে পথ নির্দেশ করবে; তাদের মধ্যে তুমি ভালো ও মন্দ কাজ প্রত্যক্ষ করবে। আমি বললাম, সে কল্যাণের পরে আর অকল্যাণ রয়েছে কি? তিনি বললেন, হা। জাহান্নামের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু আহ্বানকারী।

যে তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে, তাকে তারা সেখানে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের কাছে তাদের বর্ণনা দিনঃ তিনি বললেন, তারা আমাদের গাত্রবর্ণের এবং তারা কথা বলবে আমাদের ভাষায়। আমি বললাম, যদি আমাকে তা পেয়ে বসে, তাহলে আমার প্রতি আপনি কি নির্দেশ দিবেন? তিনি বললেন, তুমি মুসলিমদের জামাআত এবং তাদের নেতাকে আঁকড়ে ধরবে।

আমি বললাম, আর যদি তাদের জামাআত এবং নেতা না থাকে? তিনি বললেন, তাহলে তুমি সেসব বিচ্ছিন্ন দল হতে দূরে থাকবে, যদিও তোমার গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয় এমনকি এ অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু চলে আসে।<sup>১</sup>

لا تـساكنوا المشركين ولا تجامعـوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا.

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের সাথে সহাবস্থান করো না এবং তাদের সঙ্গ দিয়ে না, অতএব যে তাদের সাথে সহাবস্থান করবে বা সঙ্গ দিবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।<sup>২</sup>

أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين

অর্থ: যে সকল মুসলিম মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, আমি তাদের থেকে দায়মুক্ত।<sup>৩</sup>

৩. কোন মুসলিম যদি দারুল কুফ্রে বসবাস করতে সক্ষম হয়, তবে সেখান থেকে হিজরত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে দারুল কুফ্রে নিরাপদে বসবাস করতে সক্ষম তবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতে সক্ষম নয়; এমন ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে- সে দারুল কুফ্রে বসবাস করেই তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলার দীন পালনে সচেষ্ট থাকবে।

৪. কোন মুসলিম যদি দারুল কুফ্রে বসবাস করতে অক্ষম হয় এবং সেখান থেকে হিজরত করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাফিরদের অত্যাচারের কারণে সে দারুল কুফ্রে বসবাস করতে অক্ষম হয়ে গিয়েছে, উপরন্তু প্রতিবন্ধকতার কারণে সে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতেও সক্ষম নয়; তাহলে তার করণীয় হচ্ছে- সে দারুল কুফ্রে বসবাস করেই তার সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ তা'আলার দীন পালনে সচেষ্ট থাকবে।

১. সহীহ বুখারী: ৭০৮৪

২. আল মুসতাদরাক: ২৬৬৩

৩. সুনানে তিরমিজি: ১৬৫৪



দারুল কুফরে বসবাসরত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারের মুসলিমদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا  
يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ  
أَنْ يَّعْفُو عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝

তবে দুর্বল পুরুষ এবং নারী ও শিশুরা ব্যতীত, যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারেনা এবং কোন পথ খুজে পায় না। অতএব আল্লাহ সত্ত্বর তাদের ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল।<sup>১</sup>

لَا يُكَفِّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোন কিছু আরোপ করেন না।<sup>২</sup>

لَا يُكَفِّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

আল্লাহ কারো উপর তাকে যা দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না। শিঘ্রই আল্লাহ প্রতিকূলতার পর অনুকূল অবস্থা দান করবেন।<sup>৩</sup>

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمُ إِلَيْهِ ۖ

আর তিনি সবিস্তারে জানিয়েছেন তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন, তবে যদি তোমরা তাতে নিরুপায় হও।<sup>৪</sup>

১. সূরা আন্-নিসা: ৯৮-৯৯

২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬

৩. সূরা আত-ত্বলাক: ৭

৪. সূরা আল-আনআম: ১১৯

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمْتِي الْخَطَأِ وَالنَّسْيَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল করা ও ভুলে যাওয়া এবং যাতে তাদের বাধ্য করা হয়, তার দায় তুলে নিয়েছেন।<sup>১</sup>

فَإِذَا نَهَيْتَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

অর্থ: অতএব, আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তোমরা তা হতে বিরত থাকবে আর যখন কোন বিষয়ে আদেশ করি, তখন যথাসাধ্য তা মেনে চলবে।<sup>২</sup>

## হিজরতের ফাযীলাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর পথে হিজরত ও জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা রাখে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।<sup>১০</sup>

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً  
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ  
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١١

১. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭২১৯

২. সহীহ বুখারী: ৭২৮৮

৩. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৮

যে আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে জমিনে অনেক গমনস্থল ও প্রশস্ততা পাবে আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে মুহাজির হয়ে তার ঘর হতে বের হয় অতঃপর তার মৃত্যু চলে আসে, তাহলে অবশ্যই তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট অবধারিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল দয়ালু।<sup>১</sup>

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

আর যারা জুলমের শিকার হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান দান করব আর আখিরাতের প্রতিদান তো আরো বিশাল। যদি তারা জানত।<sup>২</sup>

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

আর আপনার রব্ব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে অতঃপর জিহাদ করেছে এবং অবিচল থেকেছে। নিশ্চয়ই আপনার রব্ব এরপর ক্ষমাশীল, দয়ালু।<sup>৩</sup>

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١٣﴾ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٤﴾

১. সূরা আন্-নিসা:১০০

২. সূরা আন্-নাহল:৪১

৩. সূরা আন্-নাহল: ১১০

আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে অতঃপর তাদের হত্যা করা হয়েছে বা তারা মারা গিয়েছে, অবশ্যই আল্লাহ তাদের উত্তম রিয়ক প্রদান করবেন আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিয়কদাতা। তিনি অবশ্যই তাদের এমন প্রবেশস্থলে দাখিল করবেন, যাতে তারা তুষ্ট হবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, সহনশীল।<sup>১</sup>

রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد

অর্থ: হিজরত বন্ধ হবেনা যতদিন জিহাদ থাকবে।<sup>২</sup>

অর্থাৎ দাজ্জাল ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই ও বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত হিজরতের বিধান ও সুযোগ থেকে যাবে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

إن الهجرة خصلتان إحداهما: أن يهجر السيئات وأن يهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل

অর্থ: নিশ্চয়ই হিজরত দুই রকমের: একটি হচ্ছে মন্দ কাজ ছেড়ে দেয়া আর অপরটি হচ্ছে পরাক্রম ও মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে গমন করা। আর হিজরত বন্ধ হবেনা যতদিন তাওবাহ কবুল হবে। আর সূর্য তার পশ্চিম দিক থেকে উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তাওবাহ কবুল হতে থাকবে। এরপরে যখন সূর্য উদয় হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকের অন্তরে যা রয়েছে তার উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং মানুষের আমাল যথেষ্ট হয়ে যাবে।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-হাজ্জ:৫৮-৫৯

২. মুশকিলুল আছার:২৬৩০

৩. মুশকিলুল আছার:২৬৩৫

অর্থাৎ পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে সকল কাফির ঈমান আনেন এবং যে সকল মু'মিন আমাল থেকে দূরে ছিল তাদের জন্য দীনের পথে ফেরার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض.

অর্থ: তিনটি নিদর্শনের যখন আত্মপ্রকাশ ঘটবে তখন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না, যদি না পূর্বে ঈমান এনে থাকে অথবা তার ঈমানে কোন কল্যাণমূলক কাজ সঞ্চয় করে রাখে: সূর্য তার পশ্চিম দিক হতে উদয় এবং দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আরদ।<sup>১</sup>

আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণের জন্য পূর্বকৃত সকল অপরাধের ক্ষমা প্রাপ্তির শর্তারোপ করতে চাইলে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أما علمت أن الإسلام يهدم ماكان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ماكان قبله

অর্থ: তুমি কি জানতে না যে ইসলাম গ্রহণ তার পূর্বের সকল অপরাধ মিটিয়ে দেয় এবং হিজরত তার পূর্বের সকল অপরাধ মিটিয়ে দেয় আর হাজ্জ তার পূর্বের সকল অপরাধ মিটিয়ে দেয়?<sup>২</sup>

একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, তুমি কি জানো আমার উম্মাতের কোন দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলই জানেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

১. সহীহ মুসলিম: ১৫৮

২. সহীহ মুসলিম: ১২১

المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم  
الخنزة وقد حوسبتم فيقولون بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا  
على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك قال فيفتح لهم فيقولون  
فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس.

অর্থ: মুহাজিরগণ! তারা আমরা কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজার কাছে  
আসবে অতঃপর দরজা খুলতে চাইবে। তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদের  
বলবে, তোমাদের হিসাব হয়েছে? তারা বলবে, আমাদের কোন বিষয়ে  
হিসাব হবে? আমরা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আমাদের কাঁধে  
আমাদের তরবারি থাকতো। তখন তাদের জন্য জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত  
করে দেওয়া হবে। এরপর তারা সেখানে অন্য সকল মানুষ প্রবেশের পূর্বে  
চল্লিশ বছর বিশ্রাম করে নিবে।<sup>১</sup>

---

১. আল-মুসতাদরাক: ২৩৮৯

## নুসরত (النصرة)

নুসরত (النصرة) এর শাব্দিক অর্থ: সাহায্য করা। শারীআতের পরিভাষায় নুসরত শব্দটি সাহায্য করা, বিজয় দান, জিহাদ করা, আল্লাহর দীনের আনুগত্য এবং দীন ও দীনদারদের প্রতিরক্ষা-নিরাপত্তা-আশ্রয় প্রদান করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

### নুসরতের ফারযিয়াত ও ফাযীলাত

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে আর তাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। আর যদি তারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করে, তখন তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর আবশ্যিক, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। আর আল্লাহ তোমরা যা করছ তার দ্রষ্টা।<sup>১</sup>

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রম।<sup>২</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদ সমূহ সুদৃঢ় রাখবেন।<sup>৩</sup>

وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির, অগ্রগামী এবং যারা ন্যায্যভাবে তাদেরকে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত সমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই বিরাট সফলতা।<sup>৪</sup>

১. সূরা আল-আনফাল: ৭২

২. সূরা আল-হাজ্জ: ৪০

৩. সূরা মুহাম্মাদ: ৭

৪. সূরা আত্-তাওবাহ: ১০০



রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار ولولا  
الهجرة لكنت إمرأ من الأنصار

অর্থ: আনসারগণ যদি কোন উপত্যকা বা গিরিপথে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা দিয়েই চলব। যদি হিজরত না হত, তবে আমি আনসারদেরই একজন ব্যক্তি হতাম।<sup>১</sup>

اللَّهُمَّ إن العيش عيش الأخره فاغفر للأنصار والمهاجرة

অর্থ: হে আল্লাহ! আয়েশ তো হচ্ছে আখিরাতের আয়েশ। সুতরাং তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।<sup>২</sup>

---

১. সহীহ বুখারী:২৮৩৪

২. সহীহ বুখারী:২৮৩৪

## জিহাদ (الجهاد)

জিহাদ এর শাব্দিক অর্থ: সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, কঠোর সাধনা করা, কঠোর পরিশ্রম করা।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় জিহাদ শব্দটি ব্যবহারের তিনটি দিক রয়েছে।

১. শাব্দিক অর্থ: পবিত্র কুরআনে চেষ্টা-প্রচেষ্টা তথা জিহাদ শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا  
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا  
كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ①

এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের। আর যদি তারা তোমার উপর জোর প্রচেষ্টা চালায় যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই; তাহলে তুমি তাদের অনুসরণ করোনা। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, তারপর আমি তোমাদের বলে দেব তোমরা যা করত।<sup>১</sup>

وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  
تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ  
إِلَىٰ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ②

---

১. সূরা আল-আনকাবুত: ৮

আর যদি তারা তোমার উপর জোর প্রচেষ্টা চালায় যে, তুমি আমার সাথে শিরক করবে যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই; তাহলে তুমি তাদের অনুসরণ করোনা এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সহাবস্থান করো আর অনুসরণ করো তার, যে আমার অভিযুক্তী হয়েছে। অতঃপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল, তারপর আমি তোমাদের বলে দেবো তোমরা যা করতে।<sup>১</sup>

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٩﴾

অতএব আপনি কাফিরদের অনুসরণ করবেন না, আর এর (কুরআন) দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।<sup>২</sup>

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ শব্দটি এর শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

- সাধারণ অর্থ: আল্লাহ তা'আলার পথে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টকরণের লক্ষ্যে সলাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহ'র পথে দাওয়াত ও যুদ্ধ ইত্যাদি সকল আমালের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সার্বিক প্রচেষ্টার অর্থে জিহাদ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ<sup>৩</sup>

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাও।<sup>১০</sup>

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنَّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٠﴾

আর যারা আমার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে, আমি

১. সূরা লুকমান: ১৫

২. সূরা আল-ফুরকান: ৫২

৩. সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮

অবশ্যই তাদের আমার পথসমূহের দিশা দেখিয়ে দিবো।  
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন।<sup>১</sup>

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ①

আর যে সার্বিক চেষ্টা করেছে, সে তার নিজের জন্যই  
সার্বিক চেষ্টা করে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগৎ হতে  
অমুখাপেক্ষী।<sup>২</sup>

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ শব্দটি সাধারণ অর্থ তথা  
দ্বীনের যে কোন আমালের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার অর্থে ব্যবহার করেছেন।  
আর এই আয়াতত্রয় মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. বিশেষ অর্থ: আল্লাহ তা'আলার পথে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্টকরণের  
লক্ষ্যে কাফির ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই-সংগ্রাম তথা  
'ধর্মযুদ্ধ' অর্থে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ غَلِيظٌ عَلَيْهِمْ ۖ  
وَأَنَّهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبُئْسَ الْمَصِيرُ ②

হে নাবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ  
করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল  
হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>৩</sup>

এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিহাদের পরিচয়  
জানতে চাইলে তিনি বলেন,

أَنْ تَقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقَيْتَهُمْ

অর্থ: কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, যখন তুমি তাদের মুখোমুখি হও।<sup>৪</sup>

১. সূরা আল-আনকাবুত: ৬৯

২. সূরা আল-আনকাবুত: ৬

৩. সূরা আত-তাওবাহ: ৭৩

৪. মুসনাদে আহমাদ: ১৭০২৭

## জিহাদের লক্ষ্য

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে তাঁকে সম্ভ্রষ্টকরণের লক্ষ্যে তাঁর দীনের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, সম্মুন্নত ও প্রতিরক্ষা তথা কাফির ও কুফরী শক্তির বিনাশ-অবসান এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান আরোপ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اُنْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে কোন শত্রুতা নেই যালিমদের বিরুদ্ধে ব্যতীত।<sup>১</sup>

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ  
اُنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٠﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে তারা যা করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে ব্যাপারে দ্রষ্টা।<sup>২</sup>

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ  
لَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

আর যদি আল্লাহ মানুষের কতকের দ্বারা তাদের কতককে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। বরং আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৩

২. সূরা আল-আনফাল: ৩৯

৩. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫১

## জিহাদের ফারযিয়াত বা আবশ্যকতা

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন এবং আল্লাহ'র জমিনে তাঁর দীনের বিজয়, প্রতিষ্ঠা, সমুন্নত ও প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে তথা শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার্থে অশান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান আরোপ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

তোমাদের উপর যুদ্ধ আরোপ করা হলো, অথচ তা তোমাদের অনাগ্রহের। আর অবশ্যসম্ভব যে, তোমরা কোন কিছুর প্রতি অনাগ্রহ রাখ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আবার অবশ্যসম্ভব যে, কোন কিছুর প্রতি তোমরা আগ্রহ রাখ, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।<sup>১</sup>

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢١٧﴾

অর্থ: আর যদি আল্লাহ মানুষের কতকের দ্বারা তাদের কতককে প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। বরং আল্লাহ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগ্রহশীল।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬

২. সূরা আল-বাকারাহ: ২৫১

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ  
عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের  
সন্ধান দেব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা  
করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং  
তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।  
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞান করতে।<sup>১</sup>

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জিহাদের আবশ্যকতা,  
প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তুলে ধরেছেন। আর শেষ যামানায় ইসলাম ও  
কুফরের মধ্যকার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত লড়াই তথা ঈসা আলাইহিস সালাম  
কর্তৃক দাজ্জালকে হত্যা এবং তার শক্তিকে পূর্ণরূপে পদানত ও ধ্বংস করার  
পূর্ব পর্যন্ত জিহাদের বিধান বহাল ও চলমান থাকবে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى  
يقاتل آخرهم المسيح الدجال

অর্থ: আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে  
লড়াই চালিয়ে যাবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তাদের উপর বিজয়ী  
থাকবে। অবশেষে তাদের শেষ অংশটি আল্ মাসিহুদ দাজ্জালের বিরুদ্ধে  
লড়াই করবে।<sup>২</sup>

১. সূরা আস-সফফ: ১০-১১

২. সুনানে আবু দাউদ: ২৪৮৪

## আল্লাহ'র পথে জিহাদ ও শাহাদাতের ফাযীলাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞান করতে।<sup>১</sup>

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মালসমূহ ক্রয় করে নিয়েছেন এর বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহ'র পথে লড়াই করে, ফলে তারা মারে ও মরে। এরই উপর সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাওরত ও ইঞ্জীল এবং কুরআনে। আর আল্লাহ'র চেয়ে কে বেশী নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণকারী? সুতরাং,

১. সূরা আস-সফফ: ১০-১১



তোমরা তার সাথে যে বিক্রয় সম্পন্ন করেছ, সে বিক্রয়ের জন্য সুসংবাদ গ্রহণ কর আর এটাই বিরাট সফলতা।<sup>১</sup>

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يَخْزِيهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ<sup>⑩</sup> وَيُذْهِبَ غِیْظَ قُلُوبِهِمْ<sup>ط</sup> وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>⑪</sup>

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দিবেন এবং তাদের লাঞ্ছিত করবেন আর তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন এবং মু'মিন সম্প্রদায়ের অন্তর চিন্তামুক্ত করবেন। আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর তাওবাহ কবুল করবেন। আর আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।<sup>২</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ<sup>⑫</sup>

আর যারা আল্লাহ'র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পারোনা।<sup>৩</sup>

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ<sup>⑬</sup>

আর যারা আল্লাহ'র রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত মনে করোনা বরং তারা তাদের রব্বের নিকট জীবিত; তাদের রিয়ক দেয়া হয়।<sup>৪</sup>

১. সূরা আত্-তাওবাহ: ১১১

২. সূরা আত্-তাওবাহ: ১৪-১৫

৩. সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৪

৪. সূরা আলি ইমরন: ১৬৮

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد.

অর্থ: দীনের মূল হচ্ছে ইসলাম এবং তার স্তম্ভ হচ্ছে সলাত আর তার সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।<sup>১</sup>

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال حج

مبرور

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম আমাল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ'র প্রতি ঈমান আনা। প্রশ্নকারী বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ'র পথে জিহাদ করা। প্রশ্নকারী বললো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, কবুল হাজ্জ।<sup>২</sup>

إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة.

অর্থ: নিশ্চয়ই জান্নাতের একশ'টি স্তর রয়েছে। এগুলো আল্লাহ তাঁর পথের মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দুই স্তরের মাঝে ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের ন্যায়। অতএব যখন তোমরা আল্লাহ'র কাছে চাইবে, তখন আল-ফিরদাউস চাইবে। কেননা তা সর্বোত্তম জান্নাত এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরে দয়াময়ের আরশ রয়েছে। আর তা হতেই (আল-ফিরদাউস) জান্নাতের বরনাগুলো প্রবাহিত হয়।<sup>৩</sup>

১. সুনানে তিরমিজি: ২৭৪৯

২. সহীহ মুসলিম: ৮৩

৩. সহীহ বুখারী: ২৭৯০

موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود.

অর্থ: আল্লাহ'র রাস্তায় এক মুহূর্ত অবস্থান কদরের রাত্রিতে হাজারে আসওয়াদের নিকট সলাতের চেয়ে উত্তম।<sup>১</sup>

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.

অর্থ: আল্লাহ'র রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল অবস্থান দুনিয়া ও তাতে যা রয়েছে, তা হতে উত্তম।<sup>২</sup>

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا

অর্থ: কাফির এবং তার হত্যাকারী কখনো জাহান্নামে একত্রিত হবে না।<sup>৩</sup>

يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين

অর্থ: শাহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।<sup>৪</sup>

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة

অর্থ: শাহীদ নিহত হওয়ার কারণে শুধু এতটুকুই (যন্ত্রণা) অনুভব করে, যতটুকু তোমাদের কেউ পিঁপড়ার দংশনে অনুভব করে।<sup>৫</sup>

للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحورالعين ويشفع في سبعين من أقاربه.

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৬০৩

২. সহীহ বুখারী: ২৭৯২

৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৯১

৪. সহীহ মুসলিম: ১৮৮৬

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৮০২

অর্থ: আল্লাহ'র নিকট শাহীদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে, প্রথমবার রক্তক্ষরণের সময়ে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাকে জান্নাতে তার আসন দেখিয়ে দেয়া হবে আর কবরের শান্তি হতে তাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং সবচেয়ে ভীতিকর পরিস্থিতি হতে তাকে নিরাপদ রাখা হবে আর তার মাথায় সম্মানের মানিক্য মুকুট পড়িয়ে দেয়া হবে, যা দুনিয়া ও তাতে যা রয়েছে তা হতে উত্তম এবং তাকে বাহান্নর জন ডাগর চোখ বিশিষ্ট হরের সাথে বিবাহ দেয়া হবে আর তার নিকটাত্মীর সন্তরজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গৃহীত হবে।<sup>১</sup>

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة.

অর্থ: জান্নাতে প্রবেশের পর কেউ দুনিয়ায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে না, যদিও তাকে দুনিয়ায় যা রয়েছে সব দেয়া হয়। তবে শাহীদ ব্যতীত, সে কামনা করবে যাতে দশবার নিহত হয়, কারণ সে মর্যাদা দেখতে পায়।<sup>২</sup>

---

১. সুনানে তিরমিজি: ১৬৬৩

২. সহীহ বুখারী: ২৮১৭

## জিহাদ ত্যাগ-বিরত থাকার পরিণতি

কোন মু'মিন যদি জিহাদের বিরোধিতা করে, তাহলে সে মুরতাদ-কাফির হয়ে যাবে। তবে কোন মু'মিন যদি জিহাদকে স্বীকার-সমর্থন করা সত্ত্বেও অলসতা, কাপুরুষতা কিংবা পার্থিব কোন স্বার্থে জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকলে অথবা জিহাদ ত্যাগ করলে তা মারাত্মক অপরাধ তথা কুফরে আসগর (কাবীরহ গুনাহ) এবং নিফাকে আমালীর অন্তর্ভুক্ত আর এর শাস্তি ও পরিণতি কঠিন ও ভয়াবহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَتَأْتَلُّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ  
فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝  
يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ  
شَيْئًا ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল? যখন তোমাদের বলা হয় যুদ্ধে বের হও, তোমরা জমিনে ঝুঁকে পড়ে থাক! তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে তৃপ্ত হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী পরকালের তুলনায় যৎসামান্যই। যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন আর তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।<sup>১</sup>

১. সূরা আত্-তাওবাহ:৩৮-৩৯

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ  
الْأَدْبَارَ ۝١٥ وَ مَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ  
مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَا لَهُ جَهَنَّمُ ۝  
بِئْسَ الْمَصِيرُ ۝١٦

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন সংঘবদ্ধ হয়ে কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের হতে পিছু হটবে না। আর যে কেউ যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন বা সেনা দলের কাছে আশ্রয় ব্যতীত তাদের হতে পিছু হটবে, সে আল্লাহ'র ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>১</sup>

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ وَ  
عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ  
مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي  
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۝١٧ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْفَاسِقِينَ ۝١٨

আপনি বলুনঃ যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের নিকট অধিকতর প্রিয় হয়ে থাকে তোমাদের পিতা ও তোমাদের পুত্র এবং তোমাদের ভাই আর তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের গোত্র আর সম্পদ, যা তোমরা উপার্জন করেছে এবং ব্যবসা, যার অবনতির আশঙ্কা তোমরা করছ এবং বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ কর, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা নিয়ে আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ অব্যর্থ সম্প্রদায়কে সুপথ দেখান না।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আনফাল:১৫-১৬

২. সূরা আত্-তাওবাহ: ২৪

وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۖ وَ  
أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

আর তোমরা আল্লাহ'র পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজ  
হাতে নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আর তোমরা  
কল্যাণকর কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদের  
ভালোবাসেন।<sup>১</sup>

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد  
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

অর্থ: যখন তোমরা ঈ'না (পণ্যটি পরবর্তীতে আগের চেয়ে কম দামে ক্রয়ের  
শর্তে বাকীতে বিক্রয়) নামক ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং গরুর লেজ  
আঁকড়ে ধরবে আর কৃষিকাজে তৃপ্ত হয়ে যাবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে,  
আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন, যা উঠিয়ে নিবেন না  
যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের স্বীনে ফিরে আসবে।<sup>২</sup>

من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله  
سبحانه وتعالى بقارعة قبل يوم القيامة

অর্থ: কোন ব্যক্তি যুদ্ধ করলো না অথবা কোন যোদ্ধার সরঞ্জামের ব্যবস্থা  
করে দিলোনা কিংবা তার পরিবারের মঙ্গলকামিতায় তার স্থলবর্তী হলো না,  
পবিত্র ও মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামাতের পূর্বে কঠিন বিপদে ফেলবেন।<sup>৩</sup>

من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৫

২. সুনানে আবু দাউদ: ৩৪৬১

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৭৬২

অর্থ: কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমনভাবে স্থায় যে, সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদের কথা ভাবেনি; সে নিফাকের একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।<sup>১</sup>

من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلثة

অর্থ: যে ব্যক্তি জিহাদের কোন নমুনা ছাড়াই আল্লাহ'র সাথে সাক্ষাৎ করলো সে ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় আল্লাহ'র সাথে সাক্ষাত করলো।<sup>২</sup>

## জিহাদের মাধ্যম

প্রত্যেক মু'মিনের উপর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণের পাশাপাশি জিহাদের প্রয়োজনীয় সকল খাতে নিজ সম্পদ ব্যয় এবং কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সাহসী উচ্চারণ, জিহাদের দাওয়াত তথা জিহাদে আর্থিক ও মৌখিকভাবে অংশগ্রহণের কর্তব্যও রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ  
الِيمٍ ۝ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসায়ের  
সন্ধান দেব না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে  
রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান  
আনবে এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর  
পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি  
তোমরা জ্ঞান করতে।<sup>৩</sup>

১. সহীহ মুসলিম: ৪৯

২. সুনানে তিরমিজি: ১৬৬৬

৩. সূরা আস-সফফ: ১০-১১



রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

অর্থ: তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, জীবন ও যবান দ্বারা জিহাদ করো।<sup>১</sup>

من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا

অর্থ: যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দিল, সে যেন যুদ্ধ করলো আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের কল্যাণকামিতায় তার স্থলবর্তী হলো; সে যেন যুদ্ধই করলো।<sup>২</sup>

## জিহাদের প্রকার

কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার দুটি দিক রয়েছে-

১। الجهاد الإقداامي (আক্রমণাত্মক জিহাদ) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দীন বিজয় এবং কুফরী শক্তির অবসান তথা ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا  
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٩٧﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে কোন শত্রুতা নেই যালিমদের বিরুদ্ধে ব্যতীত।<sup>৩</sup>

১. সুনানে আবু দাউদ: ২৫০৪

২. সুনানে আবু দাউদ: ২৫০৯

৩. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৩

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنَّ  
انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না  
ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য  
হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে তারা যা  
করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে ব্যাপারে দৃষ্টা।<sup>১</sup>

২. الجهاد الدفاعي (রক্ষণাত্মক জিহাদ) অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলিমগণ  
কাফির-মুশরিক কর্তৃক আক্রমণের শিকার হলে অথবা আক্রমণের  
আশঙ্কা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক তথা আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার  
উদ্দেশ্যে যে জিহাদ করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٤﴾

আর তোমরা আল্লাহ'র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,  
যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর সীমা অতিক্রম  
করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ  
করেন না।<sup>২</sup>

১. সূরা আল-আনফাল: ৩৯

২. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

## জিহাদ পূর্ব দাওয়াত

বুরাইদা ইবনুল হুসাইব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفىء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلمهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.

অর্থ: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন সেনাবাহিনী বা সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন আল্লাহর প্রতি ভয় ও তার সাথী মুসলিমদের প্রতি সদাচরণের। অতঃপর বলতেন, তোমরা আল্লাহ'র নামে আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করবে। যারা আল্লাহ'র সাথে কুফর করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তোমরা যুদ্ধ করবে তবে আত্মসাৎ করবে না এবং চুক্তিভঙ্গ করবে না আর তোমরা অঙ্গবিকৃতি করবে না এবং শিশু হত্যা করবে না। আর যখন তুমি শত্রুর মুখোমুখি হবে, তখন তুমি তাদের তিনটি বিষয়ের প্রতি আহবান জানাবে, তার যে কোন একটিতে তারা সাড়া দিলে তুমি তাতে সম্মত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকবে। পরকথা হচ্ছে- তুমি তাদের প্রতি

ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাবে, তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া দেয় তাহলে তুমি তাতে সম্মত হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদের আবাস ভূমি হতে মুহাজিরদের আবাস ভূমিতে স্থানান্তর হতে বলবে এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা করে, তাহলে তাদের জন্য রইবে তা; যা মুহাজিরদের প্রাপ্য এবং তাদের উপর বর্তাবে তা, যা দায়-দায়িত্ব রয়েছে মুহাজিরদের উপর।

অতএব যদি তারা সেখান থেকে স্থানান্তর হতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা গ্রাম্য মুসলিমদের ন্যায় বিবেচিত হবে। মু'মিনদের ক্ষেত্রে আল্লাহ'র যে বিধান প্রযোজ্য, তা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে গনিমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) এর ক্ষেত্রে তাদের কোন প্রাপ্য থাকবেনা অবশ্য যদি তারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের নিকট জিয়্যাহ (নিরাপত্তা কর) তলব করবে। অতএব যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি তাতে সম্মতি প্রদান করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হতে বিরত থাকবে। আর যদি তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে।<sup>১</sup>

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের পূর্বে মুসলিমদের করণীয় হচ্ছে- যদি তারা ইসলাম সম্পর্কে অবগত না থাকে এবং তাদের কাছে ইসলামের দা'ওয়াত না পৌঁছে থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পূর্ব ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেয়া। তবে যেসব কাফির ইসলাম সম্পর্কে পূর্ব অবগত, তাদেরকে জিহাদ পূর্ব পুনরায় ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া আবশ্যিক নয় বরং শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পূর্বে যদি তাদেরকে অবরোধ ও ঘিরে ফেলার সম্ভাব্যতা-সুযোগ থাকে, তাহলে জিহাদ পূর্ব দা'ওয়াত দেয়া মুস্তাহাব। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আলী রদিয়াল্লাহু আনহুকে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী খাইবারের ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করে তার হাতে ঝাড়া তুলে দিয়েছিলেন, তখন তিনি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন,

---

১. সহীহ মুসলিম: ১৭৩১

يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى  
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من  
حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن  
يكون لك حمر النعم

অর্থ: হে আল্লাহ'র রসূল! আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব যতক্ষণ  
না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
বললেন, তুমি স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে তাদের অঙ্গিনায় গিয়ে উপনীত হবে।  
অতঃপর তাদেরকে ইসলামের আহবান জানাবে এবং তাতে তাদের উপর  
আল্লাহ'র যা হক রয়েছে। তা জানিয়ে দিবে। কেননা আল্লাহ'র কসম!  
তোমার দ্বারা একজনকে আল্লাহ'র হিদায়াত দান তোমার জন্য লাল উট  
হতে উত্তম।<sup>১</sup>

পক্ষান্তরে যদি শত্রুপক্ষ ইসলামের বিরুদ্ধে হামলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ও  
উন্মুখ হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় জিহাদ পূর্ব দা'ওয়াত আবশ্যিক তো নয়ই  
মুস্তাহাবও নয় বরং বৈধও নয়। কেননা তাদেরকে দা'ওয়াত প্রদানের জন্য  
জিহাদে কালবিলম্ব করা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য চরম ক্ষতি বয়ে  
আনতে পারে। তাই এমতাবস্থায় তৎক্ষণাৎ রক্ষণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ  
হয়ে আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে হামলা ও যুদ্ধে ঝাপিয়ে  
পড়াই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون  
وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুসতালিকের বিরুদ্ধে  
এমতাবস্থায় অতর্কিত আক্রমণ চালান যে, তারা অসতর্ক ছিল এবং তাদের  
পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। তখন তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা  
করেন এবং তাদের শিশু-সন্তানদের বন্দি করেন।<sup>২</sup>

১. সহীহ বুখারী: ৩৭০১

২. সহীহ বুখারী: ২৫৪১

## জিহাদ কখন ফার্য হয়

১. আল্লাহ তা'আলার দীন বিজয় এবং কুফরী শক্তির অবসান তথা ইসলামী সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক জিহাদ করা ফার্য ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ  
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٣﴾

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা শেষ হয়ে যায় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহ'র জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে তারা যা করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে ব্যাপারে দ্রষ্টা।<sup>১</sup>

তবে উক্ত জিহাদে সকল মু'মিনের অংশগ্রহণ আবশ্যিক নয়, বরং তা ফার্যুল কিফায়াহ ( فرض الكفالية ) অর্থাৎ পর্যাণ্ড ব্যক্তি কর্তৃক আদায়কৃত ফার্য। সুতরাং, মু'মিনদের একটি অংশ তথা যুদ্ধ বিজয়ের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ মুজাহিদ অংশগ্রহণ করলেই উক্ত ফার্য আদায় হয়ে যাবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ মুজাহিদের অনুপস্থিতি-সংকট তথা অংশগ্রহণ না হলে পর্যাণ্ডতার পূর্ব পর্যন্ত সকল মু'মিনের উপরই এর দায়-দায়িত্ব থেকে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ  
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٧﴾

আর সকল মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, অতএব তাদের প্রতিটি দল হতে একটি অংশ কেন বের হয়

---

১. সূরা আল-আনফাল: ৩৯

না? যেন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং নিজ সম্প্রদায়ের কাছে যখন ফিরে যাবে, তখন তাদের ভীতি প্রদর্শন করতে পারে, যাতে তারা সতর্ক হয়।<sup>১</sup>

২. ইসলাম ও মুসলিমগণ কাফির-মুশরিক কর্তৃক আক্রমণের শিকার হলে অথবা আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষণাত্মক তথা আত্মরক্ষা-প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে সকল মু'মিনের জিহাদে অংশগ্রহণ ফারয অর্থাৎ তখন জিহাদ ফারযুল আইন(فرض العين) তথা ব্যক্তি প্রত্যেকের উপর ফারয হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٠﴾

আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর সীমা অতিক্রম করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।<sup>২</sup>

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿١١﴾

আর তোমাদের কী হলো? তোমরা আল্লাহ'র পথে কিতাল করছোনা! অথচ দুর্বল পুরুষ ও নারী এবং শিশুরা বলছে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের এ জনপদ থেকে বের করে নিয়ে আসুন, যার অধিবাসীরা যালিম আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন এবং

১. সূরা আত-তাওবাহ: ১২২

২. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হতে একজন সাহায্যকারী  
নির্ধারণ করুন।<sup>১</sup>

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড় দুর্বল ও সবল অবস্থায় এবং  
তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।  
এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জ্ঞান  
করতে।<sup>২</sup>

৩. মু'মিনগণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে গেলে তাদের  
জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান ও অবিচল থাকা ফারয হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ② وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا  
فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُوا ③ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ④

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন সেনা দলের মুখোমুখি  
হবে, তখন অবিচল থাকবে এবং অধিক পরিমাণে  
আল্লাহ'কে স্মরণ করবে; যাতে তোমরা সফল হতে পার।<sup>৩</sup>  
আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং বিবাদে  
জড়াবে না, নয়তো তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং  
তোমাদের প্রভাবের বিলুপ্তি ঘটবে। আর দৃঢ় থাকবে,  
নিশ্চয়ই আল্লাহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞদের সাথে রয়েছেন।

১. সূরা আন-নিসা: ৭৫

২. সূরা আত-তাওবাহ ৪১

৩. সূরা আল-আনফাল: ৪৫



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ  
الْأَدْبَارَ ۝١٥ وَ مَنْ يُؤَلِّهْمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ  
مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَ مَا لَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَ  
بُنُسُ الْمَصِيئِ ۝١٦

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন সংঘবদ্ধ হয়ে কাফিরদের মুখোমুখি হবে, তখন তাদের হতে পিছু হটবে না। আর যে কেউ যুদ্ধকৌশল পরিবর্তন বা সেনা দলের কাছে আশ্রয় ব্যতীত তাদের হতে পিছু হটবে, সে আল্লাহ'র ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম, আর তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>১</sup>

৪. মুসলিম নেতা বা শাসকের পক্ষ হতে যাদের প্রতি জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ ও আহবান হয়, তাদের প্রত্যেকের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ ফারয হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ائْفَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
أَتَأْتَلُّكُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ  
فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝١٦ إِلَّا تَنْفَرُوا  
يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَ يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوهُ  
شَيْئًا ۚ وَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٧

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হল? যখন তোমাদের বলা হয় যুদ্ধে বের হও, তোমরা জমিনে ঝুঁকে পড়ে থাক! তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে তৃপ্ত হয়ে

গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী পরকালের তুলনায় যৎসামান্যই। যদি তোমরা যুদ্ধে বের না হও, তিনি তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।<sup>১</sup>

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا.

অর্থ: আর যখন তোমাদের অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন বের হয়ে যাবে।<sup>২</sup>

طَاعَةُ الْإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ لَهُ

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির উপর আবশ্যিক হচ্ছে নেতার আনুগত্য, যতক্ষণ না আল্লাহ'র অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং, যখন আল্লাহর অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তার আনুগত্য চলবে না।<sup>৩</sup>

## জিহাদ কার উপর ফার্য হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

তোমাদের উপর যুদ্ধ আরোপ করা হলো, অথচ তা তোমাদের অনাগ্রহের। আর অবশ্যসম্ভব যে, তোমরা কোন

১. সূরা আত্-তাওবাহ:৩৮-৩৯

২. সহীহ বুখারী: ২৭৮৩

৩. আল-ফাওয়াইদ: ৬৮

কিছুর প্রতি অনাগ্রহ রাখ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর আবার অবশ্যসম্ভব যে, কোন কিছুর প্রতি তোমরা আগ্রহ রাখ, অথচ তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।<sup>১</sup>

জিহাদ মূলতঃ সক্ষম পুরুষের উপর ফার্য। আর পুরুষদের মধ্যে যাদের বয়স পনেরো অনুর্ধ্ব এবং যারা জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম তথা অক্ষম বার্ষক্য, জিহাদে অংশগ্রহণে অযোগ্য এমন অসুস্থতা ও শারীরিক ত্রুটি, জিহাদে অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকট এবং আবহাওয়ার প্রতিকূলতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি ও কুফ্যারদের বাধা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে যারা জিহাদে অংশগ্রহণে সক্ষম নয়; তাদের উপর জিহাদ ফার্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ  
مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  
مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ④

দুর্বল ও অসুস্থ এবং যারা খরচ করতে পারেনা তাদের কোন দায় নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় দেয়। সৎকর্মশীলদের দায়ী করার কোন কারণ নেই। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।<sup>২</sup>

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْعَوْا وَاطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا  
لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑤

অতএব তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ'কে ভয় করো ও শ্রবণ করো আর আনুগত্য করো এবং তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য খরচ করো আর যাদেরকে তাদের অন্তরের সংকীর্ণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।<sup>৩</sup>

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২১৬

২. সূরা আত্-তাওবাহ: ৯১

৩. সূরা আত্-তাগোবুন: ১৬

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত কোন কিছু আরোপ করেন না।<sup>১</sup>

لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا ۝

আল্লাহ কারো উপর তাকে যা দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, শিঘ্রই আল্লাহ প্রতিকূলতার পর অনুকূল অবস্থা দান করবেন।<sup>২</sup>

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة.

অর্থ: বদর যুদ্ধের দিন আমাকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তেরো বছর বয়সে পেশ করা হয়, তাই তিনি আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে शामिल হতে অনুমতি দেননি এবং উহুদ যুদ্ধের দিন চৌদ্দ বছর বয়সে আমাকে পেশ করা হয়, তাই তিনি আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে शामिल হতে অনুমতি দেননি আর খন্দক যুদ্ধের দিন আমাকে পনেরো বছর বয়সে পেশ করা হয়, অতঃপর তিনি আমাকে যোদ্ধাদের মধ্যে शामिल হওয়ার অনুমতি দেন।<sup>৩</sup>

ফারযুল কিফায়াহ জিহাদ তথা আক্রমণাত্মক জিহাদে যেহেতু সকলের অংশগ্রহণ করা ফারয নয়, তাই ফারযুল কিফায়াহ জিহাদে অংশগ্রহণে

১. সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬

২. সূরা আত-ত্বলাক: ৭

৩. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১১৬৩৩

আমীরুল মু'মিনীনের (মুসলিম শাসক ও নেতা) অনুমতি প্রয়োজন। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

অর্থ: আর নিশ্চয়ই নেতা হচ্ছে ঢালস্বরূপ, তার পেছনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং তার সাহায্যে নিরাপত্তা লাভ হয়।<sup>১</sup>

ফারযুল কিফায়াহ জিহাদে অংশগ্রহণে পিতা-মাতার অনুমতিও প্রয়োজন।

এক সাহাবী (রদিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামান থেকে হিজরত করে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন,

هل لك أحد باليمن؟ قال أبوي قال أذن لك؟ قال لا قال إرجع إليهما  
فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما.

অর্থ: ইয়ামানে তোমার কেউ রয়েছে কি? তিনি বললেন, আমার পিতা-মাতা রয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, না। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাদের কাছে ফিরে গিয়ে অনুমতি চাও অতঃপর যদি তারা অনুমতি দেয়, তাহলে জিহাদ করবে নতুবা তাদের সাথে সদ্যবহার করবে।<sup>২</sup>

আর ফারযুল কিফায়াহ জিহাদে ঋণী ব্যক্তিরও অংশগ্রহণ আবশ্যিক নয়। বরং এক্ষেত্রে তার পাওনাদারের অনুমতি প্রয়োজন। কেননা কোন ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতঃ শাহাদাত লাভ করলে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও তার ঋণের দায় থেকে যায়।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين

অর্থ: শাহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।<sup>৩</sup>

১. সহীহ বুখারী: ২৯৫৭

২. সুনানে আবু দাউদ: ২৫৩০

৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৮৬

আর ফারযুল কিফায়াহ জিহাদে নারীদের অংশগ্রহণও আবশ্যিক নয়। কেননা নারীদের দায়িত্ব স্বামীর আনুগত্য করা। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت  
بعليها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت.

অর্থ: যখন নারী তার পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করে ও তার রমাদন মাসের সিয়াম রাখে এবং তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করে আর তার স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে জান্নাতে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।<sup>১</sup>

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, নারীদের উপর কি জিহাদ আবশ্যিক? তদুত্তরে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة جهادهن

অর্থ: হা। সে জিহাদ, যাতে লড়াই নেই। তাদের জিহাদ হচ্ছে হাজ্জ ও উমরহ।<sup>২</sup>

গোলামের উপরও ফারযুল কিফায়াহ জিহাদে অংশগ্রহণ আবশ্যিক নয়। কেননা গোলামের উপর মনিবের আনুগত্য করা ফারয। তাই এক্ষেত্রে তার মনিবের অনুমতি প্রয়োজন।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من  
الطاعة والنصيحة له أجران

---

১. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪১৬৩

২. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৮৫৪০

অর্থ: যে গোলাম উত্তমরূপে তার রবের ইবাদাত করে এবং তার মনিবের আনুগত্য ও কল্যাণ কামনার যে দায়িত্ব তার উপর ফারয করা হয়েছে তা আদায় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার।<sup>১</sup>

তবে শত্রুপক্ষ যখন ইসলাম ও মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে বা তাদের আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন জিহাদ ফারযুল আইন হয়ে যায় অর্থাৎ তখন ঋণী ব্যক্তি, নারী ও গোলামসহ প্রত্যেক যুদ্ধ সক্ষম মু'মিনের উপর তার শক্তি, সার্মথ্য, সাধ্য ও সক্ষমতার স্বল্পতা বা আধিক্যের পুরোটুকু ব্যয় করতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ ফারয হয়ে যায়। আর ফারযুল আইন জিহাদে শাসক, পিতা-মাতা, স্বামী, পাওনাদার ও মনিব তথা তাদের কারো অনুমতির অপেক্ষায় অথবা কারো আনুগত্য করতঃ উক্ত জিহাদে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা এবং চরম অন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড় দুর্বল ও সবল অবস্থায় এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ'র পথে জিহাদ কর, এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জ্ঞান করতে।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل

অর্থ: মহান ও পরাক্রম আল্লাহ'র অবাধ্যতার কাজে কোন সৃষ্টির আনুগত্য চলবে না।<sup>৩</sup>

১. আল আদাবুল মুফরাদ: ২০৪

২. সূরা আত-তাওবাহ ৪১

৩. মুসনাদে আহমাদ: ১০৯৫

## لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف

অর্থ: অন্যায় কাজে কোন আনুগত্য নয়, আনুগত্য তো কেবল ন্যায়সঙ্গত কাজের ক্ষেত্রে।<sup>১</sup>

### জিহাদ কার বিরুদ্ধে ফার্ষ হয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلَمْ عَلَيْهِمْ طُ  
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

হে নাবী! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন  
এবং তাদের প্রতি কর্তোর হোন। আর তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে  
জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।<sup>২</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

আর তোমরা আল্লাহ'র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো,  
যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর সীমা অতিক্রম  
করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ  
করেন না।<sup>৩</sup>

রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَغْرَوْا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ.....

অর্থ: তোমরা আল্লাহ'র নামে আল্লাহ'র পথে যুদ্ধ করবে। যারা আল্লাহ'র  
সাথে কুফর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে.....।<sup>৪</sup>

১. সহীহ বুখারী: ৭২৫৭

২. সূরা আত্-তাওবাহ: ৭৩

৩. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

৪. সহীহ মুসলিম: ১৭৩১



أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا . لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا  
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وحسابهم على الله عز وجل .

অর্থ: আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে। সুতরাং যখন তারা তা বলবে, তখন আমার থেকে তাদের রক্ত (জীবন) ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে এর হক সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত। আর তার হিসাব পরাক্রম ও মহিমাম্বিত আল্লাহ’র কাছে ন্যস্ত।<sup>১</sup>

بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له  
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري  
ومن تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ: আমাকে কিয়ামাতের পূর্বে তরবারিসহ পাঠানো হয়েছে যাতে ‘আল্লাহ’ যার কোন শরীক নেই, একমাত্র তাঁর ইবাদাত (আনুগত্য ও দাসত্ব) প্রতিষ্ঠা পায়। আর আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে এবং লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তার উপর, যে আমার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুসরণ করলো, সে তাদের মধ্য হতে একজন।<sup>২</sup>

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ তা’আলার একত্ববাদ গ্রহণ না করে তার সাথে কুফর করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই বা যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে বিরুদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করে; তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ-কিতাল তথা যুদ্ধের বিধান ফারয করেছেন। তবে পূর্বোক্ত সূরা আল-বাকারাহ’র ১৯০নং আয়াতে আল্লাহ তা’আলা কিতাল করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ যে সকল কাফিরের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধবিরতি চুক্তি রয়েছে এবং কাফিরদের

১. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৯২৭

২. মুসনাদে আহমাদ: ৫৬৬৭

নারী, শিশু, অতিশয় বৃদ্ধ, শ্রমিক, কৃষক, বণিক, গোলাম, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, তাদের ধর্মযাজক ও ধর্মালয়ের লোকজন ইত্যাদি যারা সাধারণত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং কোনোরূপ বিরুদ্ধাচরণও করেনা; তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন এবং বিনা প্রয়োজনে তাদের সম্পদ ও ধর্মালয়ের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন করতেও নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

আর তোমরা আল্লাহ'র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আর 'সীমা অতিক্রম' করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।<sup>১</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما.

অর্থ: যে কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না আর এর সুঘ্রাণ তো চল্লিশ বছরের দূরত্বের পথ হতেই পাওয়া যায়।<sup>২</sup>

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণ তথা কোন সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে এরূপ নির্দেশ দিতেন-

إنطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيئا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

২. সহীহ বুখারী: ৩১৬৬

অর্থ: তোমরা আল্লাহ'র নামে ও আল্লাহ'র সাহায্যে এবং আল্লাহ'র রসূলের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত থেকে যাত্রা করবে। আর কোন অক্ষম বৃদ্ধ ও শিশু এবং নাবালক ও নারী হত্যা করবে না। আর তোমরা সম্পদ আত্মসাৎ করবে না এবং তোমাদের গনিমাতসমূহ জড়ো করে রাখবে। আর তোমরা মৈত্রী ও সদ্ব্যবহারের সাথে চলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদ্ব্যবহারকারীদের ভালোবাসেন।<sup>১</sup>

أُخْرِجُوا بِاسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْدُرُوا، وَلَا تَمَثِّلُوا، وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ.

অর্থ: তোমরা আল্লাহ'র নামে বেরিয়ে পড়বে। যারা আল্লাহ'র সাথে কুফর করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করবে না ও অঙ্গ বিকৃতি করবে না আর সম্পদ আত্মসাৎ করবে না এবং শিশু সন্তান হত্যা করবে না আর ধর্মালয়ের লোকজনকে হত্যা করবে না।<sup>২</sup>

إِنْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا طِفْلًا وَلَا إِمْرَأَةً وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا تَغُورُنَا عَيْنًا وَلَا تَعْقُرُنَا شَجَرَةً إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ قِتَالًا أَوْ يَحْجُزُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَمَثِّلُوا بَادِيًا وَلَا بِهَيْمَةً وَلَا تَغْدُرُوا وَلَا تَغْلُوا.

অর্থ: তোমরা আল্লাহ'র নামে বেরিয়ে পড়বে। আর কোন শিশু ও নারী এবং অতিশয় বৃদ্ধ হত্যা করবে না। আর তোমরা কোন ঝরনা দাবিয়ে দিবে না এবং যুদ্ধ কিংবা তোমাদের ও মুশরিকদের মাঝে প্রতিবন্ধক না হলে কোন গাছ কাটবে না। আর কোন মানুষ ও জন্তুর অঙ্গ বিকৃতি করবে না এবং চুক্তি ভঙ্গ ও সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।<sup>৩</sup>

أَغْزَوْا بِاسْمِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ بِالشَّامِ وَاسْتَجِدُّونَ فِيهِمْ رَجَالًا فِي الصَّوَامِعِ مَعْتَزِلِينَ مِنَ النَّاسِ فَلَا تَعْرَضُوا لَهُمْ وَاسْتَجِدُّونَ

১. সুনানে আবু দাউদ: ৬২১৪

২. শারহু মুশকিলিল আছার: ৫৩৬৮

৩. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১৭৯৩৪

آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاخص فافلقوها بالسيوف ولا تقتلوا  
إمراة ولا صغيرا ضرعا ولا كبيرا فانيا ولا تقطعن شجرة ولا تعقرن  
نحلا ولا تهدموا بيتا

অর্থ: তোমরা আল্লাহ'র নামে যুদ্ধ করবে, অতএব তোমরা শামে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর সেখানকার ধর্মালয়ে কিছু লোক পাবে যারা জনসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন, তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানাবে না আর কিছু লোক পাবে যাদের মাথায় শয়তানের গর্ত<sup>১</sup> রয়েছে, তা তোমরা তরবারি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে দিবে। আর তোমরা নারী ও দুর্বল নাবালক এবং অক্ষম বয়স্ক পুরুষ হত্যা করবে না আর তোমরা যে কোন গাছ এবং খেজুর গাছ কাটবে না এবং কোন ঘর-বাড়ি ধ্বংস করবে না।<sup>২</sup>

জনৈক সাহাবী রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها قال فنهانا أن  
نقتل العساء والوصفاء

অর্থ: রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করেন আর আমি তাতে शामिल ছিলাম, তখন তিনি আমাদেরকে শ্রমিক ও গোলাম হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।<sup>৩</sup>

আবু বাকর রদিয়াল্লহু আনহুও শামের যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণের পূর্বে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন,

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله عزَّ وجلَّ ، فذرهم وما  
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ، وستجد قوما فحصوا عن أوساط  
رءوسهم من الشعر ، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف ، وإني موصيك  
بعشر : لا تقتلن إمراة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطعن شجرا

১. মাথার মধ্যভাগ ন্যাড়া করে রাখা।

২. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১৭৯৩৫

৩. আল মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবাহ: ৩৩১১৪

مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، ولا بعيرا إلاَّ لمأكلة، ولا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن

অর্থ: তুমি এমন কিছু লোক পাবে যারা মনে করে যে, তারা পরাক্রম ও মহান আল্লাহ'র জন্য তাদের নিজেদের নিবদ্ধ রেখেছে, তো তারা নিজেদের যে কারণে নিবদ্ধ রেখেছে বলে মনে করে; সে অবস্থায় তাদের ছেড়ে দিবে। আর কিছু লোক পাবে যারা তাদের মাথার চুলের মধ্যভাগ পাখির বাসার ন্যায় করে রেখেছে, সুতরাং তা তরবারি দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। আর তোমাকে দশটি বিষয়ের নির্দেশনা দিচ্ছিঃ কোন নারী ও শিশু এবং অক্ষম বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। আর ফলজ কোন বৃক্ষ কাটবে না এবং কোন জনবসতি ধ্বংস করবে না এবং আহারের প্রয়োজন ব্যতীত কোন উট ও বকরি বধ করবে না। কোন খেজুর গাছ পুড়িয়ে ফেলবে না এবং তা ডুবিয়ে দিবে না। আর সম্পদ আত্মসাৎ করবে না এবং কাপুরুষতা দেখাবে না।<sup>১</sup>

أوصيكم بتقوى الله عز وجل أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فإن الله ناصر دينه، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا ولا تفسدوا في الأرض، ولا تغرقن نخلا ولا تحرقنها ولا تعقروا بهيمة ولا شجرة تثمر ولا تهدموا بيعة.

অর্থ: আমি তোমাদের পরাক্রম ও মহান আল্লাহ'র তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি, যারা আল্লাহ'র সাথে কুফর করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী। আর তোমরা সম্পদ আত্মসাৎ ও চুক্তি ভঙ্গ করবে না। আর কাপুরুষতা দেখাবে না এবং জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। আর কোন খেজুর গাছ ডুবিয়ে দিবে না এবং তা পুড়িয়ে ফেলবে না। আর কোন পশু বা ফলজ বৃক্ষ কেটে ফেলবে না এবং কোন ধর্মালয় ধ্বংস করবে না।<sup>২</sup>

১. আস-সুনানুস-সুগরা লিল বাইহাকী: ৩৮৯৫

২. শারহ মুশকিলিল আহার: ৯৩৯

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

إتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوههم إلا أن ينصبوا لكم الحرب.

অর্থ: তোমরা কৃষকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং তাদের হত্যা করবে না যদি না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।<sup>১</sup>

জাবির ইবনু আদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু বলেন,

كانوا لا يقتلون تجار المشركين

অর্থ: তারা (সাহাবাগণ) মুশরিক বণিকদের হত্যা করতেন না।<sup>২</sup>

তবে যাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তারা যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন উপায়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়; তখন আর এ নিষেধাজ্ঞা থাকে না বরং তাদের হত্যা করা এবং তাদেরকে হামলার লক্ষ্যবস্তু বানানো ফার্বয হয়ে যায়। কেননা পূর্বোক্ত সূরা আল-বাকারাহ'র ১৯০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল কাফির মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনেও ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী নারী-পুরুষ হত্যার নজির রয়েছে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم.

অর্থ: তোমরা মুশরিক বৃদ্ধদের হত্যা কর আর তাদের অল্প বয়স্কদের<sup>৩</sup> রেখে দাও।<sup>৪</sup>

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

لم يقتل من نسائهم تعنى بنى قريظة إلا امرأة، إنها لعندى تحدث  
تضحك ظهرا وبطنا ، ورسول الله صلى الله عليه و سلم يقتل

১. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ১৭৯৩৮

২. আল মুসান্নাফ লি ইবনি আবি শাইবাহ: ৩৩১৩০

৩. শিশু ও নাবালক

৪. সুনানে আবু দাউদ: ২৬৭০

رجالهم بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة ؟ قالت : أنا،  
 قلت وما شأنك ؟ قالت : حدث أحدثته ، قالت : فانطلق بها ،  
 فضربت عنقها فما أنسى عجباً منها أنها تضحك ظهراً وبطناً وقد  
 علمت أنها تقتل.

অর্থ: বনু কুরাইযার একজন নারী ব্যতীত তাদের আর কোন নারীকে হত্যা করা হয়নি, সে আমার কাছে পেটে ও পিঠে হেসে হেসে কথা বলছিল অপর দিকে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারি দিয়ে তাদের পুরুষদের হত্যা করছিলেন! এমতাবস্থায় একজন তার নাম ধরে ডেকে বলল, অমুক কোথায়? সে বলল, এই তো আমি। আমি বললাম, তোমার কী সমস্যা? সে বলল, আমি একটি ঘটনা ঘটিয়েছি। আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, অতঃপর সেই ব্যক্তি তাকে নিয়ে গেল আর তাকে শিরোচ্ছেদ করে দেয়া হলো। তো আমি তার কারণে অবাক হওয়ার বিষয়টি ভুলতে পারছি না যে, সে পেটে ও পিঠে<sup>১</sup> হাসছিল অথচ সে জানতো যে তাকে হত্যা করে দেয়া হবে!<sup>২</sup>

আতিয়াহ রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن  
 لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت فكشفوا عانتي فوجدوها لم  
 تنبت، فجعلوني من السبي.

অর্থ: আমি বনু কুরাইযার বন্দিদের মধ্যে ছিলাম, তখন সাহাবাগণ পরীক্ষা (বন্দিদের লজ্জাস্থান) করে দেখছিলেন; তো যাদের পশম গজিয়েছে, তাদের হত্যা করে দেয়া হয় আর যাদের গজায়নি তাদের হত্যা করা হয়নি। তখন আমি নাবালক ছিলাম, তারা আমার লজ্জাস্থান খুলে দেখলেন যে, আমার পশম গজায়নি তাই আমাকে বন্দিদের মধ্যে রেখে দিলেন।<sup>৩</sup>

১. শরীর নাড়িয়ে বা অটুহাসি দিয়ে।

২. সুনানে আবু দাউদ: ২৬৭১

৩. সুনানে আবু দাউদ: ৪৪০৪

উল্লেখ্য, মুসলিমগণ কর্তৃক যুদ্ধবিমুখ কাফিরদের রক্ষা-প্রতিরক্ষা প্রদানের সুযোগে যদি ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকামী-যুদ্ধরত কাফিররা রক্ষা পেয়ে যায় অথবা সহাবস্থানের কারণে হামলার পূর্বে যুদ্ধবিমুখদের আলাদা করা সম্ভব না হয়; তাহলে তাদের রক্ষার্থে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে হামলা হতে বিরত থাকা যাবে না।

সা'ব ইবনু জাস্সামাহ রদিয়াল্লহু আনহু বলেন,

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون  
فيصيبون من نسائهم وذرائعهم فقال هم منهم.

অর্থ: রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে রাত্ৰিকালীন আক্রমণ হওয়ার ফলে তাদের নারী ও শিশুরা আক্রান্ত হয়ে পড়ে; তখন রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা এদের মধ্যে গণ্য।<sup>১</sup>

---

১. সহীহ মুসলিম: ১৭৪৫